প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi

Since 1922

নব পর্যায় ৮৩ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ২৯ রবিঃ সানি, ১৪৪২ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯৯ হি. শা | ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা
১৯২০ ২০২০

CENTENARY CELEBRATIONS

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Dhaka

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ জলসা, ২০২০-এর খণ্ডচিত্র

পতাকা উত্তোলন
শতবর্ষ জলসা ২০২০

শতবর্ষ জলসা ২০২
আহমদি লিম জামা'
ঢাকা

ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ জলসায় হুযূর (আই.)-এর
বাণী পাঠ করেছেন মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী

অভিব্যক্তি পেশ করেন প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর
জনাব মোবাশশেরউর রহমান, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ জলসায় দর্শকের একাংশ

শতবর্ষ জলসা ২০২০
আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত
ঢাকা
Centennial Jalsa 2020
Ahmadiyya Muslim Jama'at
Dhaka

বক্তব্য রাখছেন জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ
কাউন্সিলর, ২৭ নং ওয়ার্ড, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

ছবি: সৈজন্যে তানজিম-ই-ইলাহী

সম্পাদকীয়

শতবর্ষের গৌরবে সিক্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে যখন আধ্যাত্মিকতার তিমিরের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠি, প্রতিটি দেশ বরং গোটা পৃথিবী ছিল চরম অবক্ষয়ের মাঝে নিমজ্জিত। সেই তিমির ভেদ করে, নিকশ কালো অন্ধকার দূরীভূত করে আলোকজ্জ্বল এক পৃথিবী উদ্ভাসিত হলো আরবের বুকে বিশ্বনবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে। বিশ্বনবী, রাহমাতুল্লীল আলামীন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ছিল এ জগতের জন্য এক মহান আশির্বাদ। কেবল আরবেই তা সীমাবদ্ধ থাকলো না বরং জগতের দিগ্বিদিক সেই আলোর বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে যেতে লাগল।

প্রায় তিনশত বছরকাল এই ধারা অব্যহত থাকলো। এরপর পৃথিবী আবার নৈরাজ্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকল এবং এই ধারা অব্যহত থাকল প্রায় ১ হাজার বছর। ধর্মপ্রাণ পুণ্যাত্মারা যখন অতিশয় অতিষ্ঠ, তারা বলে উঠল, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য? কোথায় আল্লাহ্‌র সেই প্রতিশ্রুত সময়? কোথায় সেই প্রতিশ্রুত মহামানব? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেই থাকেন। তদনুযায়ী যে ভারতবর্ষ সকল ধর্মের অনুসারীকে দীর্ঘযুগ নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল সেই ভারতবর্ষেই আগমন করলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মহামানব যিনি ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদও বটে।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নে আল্লাহ্‌র আদেশে ইসলামের এক সেবক দণ্ডায়মান হলেন কাদিয়ান নামক এক নিভৃত পল্লীতে। তিনি ঘোষণা দিলেন, পৃথিবীর সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে ইসলামের এক পতাকাতলে সমবেত করার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশে আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। এক জগত অস্বীকার করলো তো অরেক জগতে হৈ চৈ পড়ে গেল। আল্লাহ্ বললেন, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো"। বাহ্যত অসম্ভব কিন্তু আল্লাহ্ তো বলেন, হও! আর তা হয়েই যায়। হয়েছেও তাই।

পৃথিবীতে ইসলাম আহমদীয়াত নামে ইমাম মাহদীর ঝাণ্ডা আজ প্রায় ২১৬ টি দেশে পৌঁছে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলাম আহমদীয়াতে দীক্ষা নিচ্ছে। তবে এই সৌভাগ্য লাভের ক্ষেত্রে বাংলার মানুষ পিছিয়ে থাকে নি। প্রায় ১১৫ বছর পূর্বেই বাংলার জমিনে আহমদীয়াতের চারাগাছ বোপিত হয়েছিল আর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় প্রায় ১০৭ বছর পূর্বে। আর বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র জামা'তে আহমদীয়া ঢাকা শতবর্ষ পূর্ণ করেছে ২০২০ সালে। এ যে এক অনন্য গৌরবের বিষয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার পর এই এক শত বছরে বহু ধর্মপ্রাণ স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী পুণ্যাত্মারা আত্মোৎসর্গের সমারোহে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন। আজ সেই ঢাকা জামা'ত ফুলে ফলে সুশোভিত– যার দৃশ্য আজ ঢাকার প্রতিটি আহমদী সদস্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। অতএব প্রতিটি আহমদী সদস্যের উচিত হবে, ইমাম মাহদীর ঝাণ্ডা নিয়ে মহানবী (সা.) প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হওয়া আর সেইসকল পুণ্যাত্মাদের দোয়ার মাঝে স্মরণ করা, যারা বাংলাদেশর কেন্দ্রবিন্দু তথা ঢাকা জামা'তের জন্য আত্মোৎসর্গ করে মসীহে মাওউদের মিশনকে ঢাকার বুকে শতবর্ষে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন।

সূচিপত্র

১৫ ডিসেম্বর ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

“মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ” ৬
যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০২ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী’র **জুমুআর খুতবা**

“মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ” ১৫
যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০৯ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী’র **জুমুআর খুতবা**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ জলসা, ২০২০ ২৫-৩৪

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, ঢাকা-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকজন স্মরণীয় বরণীয় ৩৫
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

দোয়ার কবুলিয়াত ও আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের প্রমাণ (ঢাকা-র শতবার্ষিকী জলসায় প্রদত্ত ভাষণ) ৩৭
মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

শতবর্ষ পূর্বের কীর্তিমানদের স্মরণে ৪৩
কৃষিবিদ : মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

ঢাকায় আহমদীয়াতে যারা স্মৃতিতে অম্লান ৪৪

পর্ব-৪ ৪৫
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতের প্রশ্নোত্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশের সালানা জলসা ৫০
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৫২
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৫৪

কবিতা: ধন্য জীবন ৫৫
নাসের আহমদ আনসারী

সংবাদ ৫৫

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৫৬

পাক্ষিক **‘আহমদী’** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **‘আহমদী’**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **‘আহমদী’** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক ‘আহমদী’র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা মারইয়াম-১৯

১৭। আর এ কিতাবে তুমি মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা কর। (স্মরণ কর) সে যখন তার পরিবারপরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে চলে গেল[১৭৪৭],	وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ﴿١٧﴾
১৮। এরপর সে নিজের ও তাদের মাঝে পর্দা টেনে দিল। তখন আমরা আমাদের ফিরিশতাকে[১৭৪৮] তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে এক সুস্থ-সবল মানুষের আকার ধারণ করলো[১৭৪৯]।	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٨﴾
১৯। সে (অর্থাৎ মরিয়ম) বললো, ‘তুমি তাকওয়াপরায়ণ হয়ে থাকলে আমি অবশ্যই তোমা থেকে রহমান (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করি[১৭৫০]।’	قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٩﴾

১৭৪৭। পরবর্তী কয়েক আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনার ভূমিকাস্বরূপ হযরত মরিয়ম সম্পর্কিত কুরআন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণিত কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গর্ভধারণের পূর্বে হযরত মরিয়মের জীবন সম্বন্ধে বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রকৃতপক্ষে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। মথি এবং লূক কর্তৃক বর্ণিত খ্রিষ্টের জীবন কাহিনীতে তাঁর জীবনের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত ও অবান্তর বর্ণনা রয়েছে। মার্ক এবং যোহন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মথির মতে যোসেফের (ইউসুফের) সাথে বিয়ে হওয়ার সময় মেরী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। যোসেফ তাকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এই চরম পন্থা অবলম্বনে ফিরিশতা স্বপ্নে যোসেফকে এই বলে নিবৃত্ত করেছিলেন, ‘যোসেফ দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্ম নিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে।’ (মথি-১:১৯-২০)। যাহোক, কুরআন করীম মেরীর পরিবার সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর মাতার মানত, উপাসনালয়ের কাজে মেরীর জীবন উৎসর্গকরণ এবং সর্বশেষে ঈসা (আ.)-কে তাঁর গর্ভে ধারণ সম্পর্কে (৩:৩৬, ৩৭, ৪৮)। বর্তমান সূরা হযরত মরিয়ম সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেছে, যথা : ঈসা (আ.)-কে গর্ভে ধারণ এবং তাঁর জন্মের পর মরিয়ম ও ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে কি ঘটেছিল এবং ঈসা (আ.)-এর উপর নবুওয়তের দায়িত্বভার অর্পণের পর কি ঘটেছিল তা সবই। এরূপে হযরত মরিয়ম সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবুওয়তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ইসরাঈলের বংশ থেকে ইসমাঈলের বংশে স্থানান্তরিত হওয়া নিকটবর্তী হয়েছিল, তা-ই বর্তমান সূরার প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে এই আয়াতে ‘পূর্বদিকে এক স্থান’ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত ইহুদীদের সম্মানিত প্রাচীন প্রথার প্রতি নির্দেশ করার জন্য। তারা পূর্বদিককে পবিত্র মনে করতো। ইহুদী এবং খ্রিষ্টান জাতি উভয়ে পূর্বদিককে সম্মান করে থাকে। তারা তাদের উপাসনালয়সমূহ পূর্বমুখী করে নির্মাণ করে।

১৭৪৮। ‘রূহ’ এর বিভিন্ন অর্থের জন্য ৭১২ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪৯। এই উক্তির মর্মার্থ হল, হযরত মরিয়মের নিকট এক মহান পুত্র জন্ম হওয়ার ঐশী সুসংবাদ বাস্তব বাক্যালাপের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি, প্রকাশিত হয়েছিল সত্যস্বপ্ন বা কাশফের মাধ্যমে। কাশফ বা দিব্যদর্শনে একজন ফিরিশতা স্বাস্থ্যবান পুরুষরূপে মরিয়মের নিকট দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এক পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে ঐশী সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে কোন আত্মা বা রূহ প্রবেশ করে নি, বরং কাশফে মানুষের আকৃতিতে কোন ফিরিশতা তাঁর নিকট এসে দেখা দিয়েছিলেন।

১৭৫০। যেমন পূর্ববর্তী আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়ম যা দেখেছিলেন তা কাশফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না এবং সাধারণত এরূপ ঘটে থাকে যে, কাশফে যখন কেউ কিছু দেখে যদি জাগ্রত অবস্থায় সে তা দেখতে পছন্দ না করে তাহলে কাশফে দেখলেও সে তা পছন্দ করে না। যখন হযরত মরিয়ম ফিরিশতাকে মানুষের আকৃতিতে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি যেহেতু সতী যুবতী ছিলেন সেহেতু স্বভাবতই ভীত ও বিব্রত হয়েছিলেন। এই কারণেই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তিনি সেই ব্যক্তি থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চেয়েছিলেন।

হাদীস শরীফ

জলসার গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা’লার কিছু উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়।

অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাঁরা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা’লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই মহানবী (সা.) রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফেরেশ্‌তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা কোথা হতে এসেছ?’ তখন তাঁরা উত্তর দেন, ‘তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করতে ছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচনা করছিল।’ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘তারা আমার কাছে কি যাচনা করছিল’? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, ‘তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচনা করছিল’।

আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, ‘তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?’ ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, ‘হে প্রভু! না তারা দেখে নাই।’ তিনি বলেন, ‘কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!’ তারা বলেন, ‘তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করতেছিল।’ তিনি বলেন, ‘তারা কি আমার আগুন দেখেছে?’ তারা বলেন, ‘না তারা তা দেখে নি।’ তিনি বলেন, ‘তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।’ তখন তারা বলেন, ‘তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।’ তিনি বলেন, ‘আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচনা করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।’

তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।’ ‘তিনি বলেন, ‘আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সেও বঞ্চিত হবে না।” *(মুসলিম কিতাবুয্ যিক্‌র)*

আল্লাহ্ তা’লার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়।

অমৃতবাণী

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

–হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন–

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহিম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্ক্ষী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে।... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ্য আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪৩)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০২ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

MAKHZAN
TASAWEER

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

বদরী সাহাবীদের মাঝে আজ যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। পূর্বে তাঁর নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দল্লাহ বিন জাররাহ। হযরত আবু উবায়দা নিজ উপনামে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ অথচ তাঁর বংশানুক্রম দাদা জাররাহ’র সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমায়মা বিনতে গানাম। তিনি কুরায়েশ বংশের বনু হারেস বিন ফেহ্‌র গোত্রের সদস্য ছিলেন। কথিত আছে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন দীর্ঘকায় কিন্তু দেহ ছিল শীর্ণ এবং চেহারা ছিল স্বল্প-মাংসল। উহুদের যুদ্ধে তাঁর সম্মুখের দু’টি দাঁত মহানবী (সা.)-এর চোয়ালে গেঁথে যাওয়া হেলমেটের আংটা টেনে বের করতে গিয়ে ভেঙে যায়। তাঁর দাড়ি বেশি ঘন ছিল না তবে তিনি খেজাব তথা কলপ ব্যবহার করতেন। হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন তবে তাদের মাঝে কেবল দু’জন স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্ম হয়। তাঁর দু’জন পুত্র সন্তান ছিল যাদের মাঝে একজনের নাম ছিল ইয়াযিদ এবং অপরজনের নাম ছিল উমায়ের। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঐ দশজন সাহাবীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন- যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) কুরায়েশের গুণী-মানী ও শালীন লোকদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি মুসলমানদের দ্বারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেকার কথা। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) ছিলেন নবম স্থানে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন আমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মতের আমিন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াতে অনুসারে যথাক্রমে নাযরান ও ইয়েমেনের লোকেরা মহানবী (সা;)-এর সকাসে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আমাদের সাথে কোন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন– যিনি আমাদেরকে ধর্ম শেখাবেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তারা নিবেদন করেন, আমাদের সাথে কোন আমিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে এমন এক আমিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব– যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যত্নবান। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরেন এবং বলেন, **“হাযা আমিনু হাযিহিল উম্মাহ্”** তথা এই ব্যক্তি এই উম্মতের আমিন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর, ওমর, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস, মুআয বিন জাবাল এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ প্রমূখ কতইনা উত্তম মানুষ! মোটকথা, মহানবী (সা.) তাঁদের প্রসংশা করেন। এটি এক বৈঠকের কথা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদাহরণ দিয়ে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করছেন। একদা হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) যদি তাঁর পর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাইতেন তবে কাকে বানাতেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বলেন, হযরত ওমর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত ওমর (রা.)-এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কে। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন শাকিক হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন যে, সাহাবীদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী কে ছিলেন? হযরত আয়েশা উত্তরে বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি (অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা) জিজ্ঞেস করেন, এরপর কে সবচাইতে বেশি প্রিয় ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, হযরত উমর (রা.)। তিনি জিজ্ঞেস হযরত উমরের পর কে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এরপর কে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়েশা নিরবতা পালন করেন। সীরাত খাতামান নাবীঈন গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন:

হযরত আয়েশার (রা.) দৃষ্টিতে আবু উবাইদা (রা.) এর এতই উচ্চ মান ও মর্যাদা ছিল যে তিনি বলতেন হযরত উমরের (রা.) তিরোধানের পর আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে, তিনিই খলীফা হতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উমর (রা.) নিজের অন্তিম সময়ে বলেন, আজ হযরত আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে আমি তাকেই খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যেতাম। তাকে কেন খলীফা মনোনয়ন করলে–এ মর্মে যদি আমার প্রভু আমাকে প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি বলতাম, আমি তোমার প্রিয় রসূল (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি, আবু উবাইদা (রা.) এই উম্মতের আমীন (অর্থাৎ বিশ্বস্ত)। এই কারণেই আমি তাকে খলীফা বানিয়েছি।

যখন হযরত আবু উবাইদা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার পিতা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তিনি (রা.) হাবশাতে হিজরতকারী দলেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রা.) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তাকে দেখে মহনবী (সাঃ) এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হযরত উমর (রা.) অগ্রসর হয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তিনি (রা.) (অর্থাৎ হযরত আবু উবাইদা) হযরত কুলসুম বিন হিদামের বাড়িতে উঠলেন। হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দার ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করে দিয়েছিলেন হযরত হুযায়ফার মুক্ত কৃতদাস হযরত সালেমের সাথে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন আর কতকের মতে তাঁর সাথে হযরত সা’দ বিন মুআযের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ বদর, উহুদ এবং অন্যা সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর বয়স ছিল ৪১ বছর।

বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসেন এবং তার পিতা আব্দুল্লাহ্ কাফেরদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসে। পিতা পুত্র মুখোমুখী হন। পিতা যুদ্ধের সময় পুত্রকে লক্ষ্যস্থল বানাতে চাইল কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) হামলা এড়াতে থাকেন। হামলা কাটিয়ে যেতে লাগলেন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু পিতা পিছু ছাড়লো না। পিতা নিজ পুত্রকে হত্যার

সবাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। তারও এ সুযোগ ছিল, তিনিও এ কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পিতার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টাই করতে থাকেন। তাকেও যেন হত্যা করতে না হয় এবং নিজেও যেন সুরক্ষিত থাকেন। যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) দেখলেন যে, পিতা পিছু ছাড়ছেই না তখন একত্ববাদের প্রেরণা আত্মীয়তার ওপর প্রাধান্য পায়। এরপর আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন মূল্য থাকল না। যখন তিনি দেখেন যে, এখন তো তিনি আমাকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তা কেবলমাত্র এ কারণে যে, আমি একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি বলেন, লেখা আছে, একত্ববাদের প্রেরণা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য পায় আর আব্দুল্লাহ্ তার নিজ পুত্রের হাতে মারা যায়- যখন সে পিছু ছাড়ছিল না তখন তার পিতা আব্দুল্লাহ্ নিজ পুত্র হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাতে নিহত হন। পরিশেষে তাকে বাধ্য হয়ে হত্যা করতে হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ্ বিন কামেয়া মহানবী (সা.) কে সজোরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল যার ফলে তার পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং তার (সা.) পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেল। তখন সে নারা উচ্চোকিত করল যে, দেখ! আমি ইবনে কামেয়া। রসুল করীম (সা.) স্বীয় পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত পরিস্কার করতে করতে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর এমন হল যে, আল্লাহ্ তার ওপর এক পাহাড়ী ছাগল চড়াও করিয়ে দেন, যে তাকে শিং মারতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। এই ঘটনা সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) বর্ননা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মহানবী (সা.) এর চেহারায় পাথর মারা হয়েছিল, সেটি এত জোরে লাগে যে, তাঁর (সা.) হেলমেটের দু'টি আংটা ভেঙ্গে গিয়ে তাঁর (সা.) পবিত্র গালে ঢুকে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন আমি ছুটে মহানবী (সা.) এর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম যে, এক ব্যাক্তি এত দ্রুত তাঁর (সা.) এর দিকে দৌড়ে আসছিল যে, মনে হল উড়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! এই ব্যাক্তিকে আনন্দের কারণ করে দিন অর্থাৎ যে ব্যাক্তি দৌড়ে আসছে সে যেন মহানবী (সা.)-এর জন্য এবং আমাদের জন্যও আনন্দের কারণ হয়। আমরা যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছলাম তখন আমি দেখলাম যে, তিনি আবু ওবায়দা বিন জারাহ্ (রা.), যিনি আমার চেয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন হে আবু বকর! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, আমাকে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারা থেকে উক্ত আংটাগুলো বের করতে দিন অর্থাৎ যা তাঁর চোয়ালে শক্তভাবে বিদ্ধ হয়ে গেছে, তা বের করতে দিন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন যে, আমি তাকে তা করতে দেই। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) সেই হেলমেটের দু'টি আংটার একটি নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন আর এত জোরে টেনে বের করলেন যে, নিজে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন অর্থাৎ খুব শক্তভাবে সেটি ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল। এর ফলে তার (রা.) সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। পুনরায় তিনি দ্বিতীয়টি দাঁত দিয়ে ধরে জোরে টেনে বের করলেন, ফলে তার (রা.) সামনের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু ওবায়দা বিন জারাহ সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে অন্তভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.) এর কাছে অনড়-অবিচল ছিলেন অথচ অন্যরা দিগ্বিদিক ছুটছিল।

ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল সেই চুক্তির দু'টি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়; আর স্বাক্ষী হিসেবে উভয় পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াকাস (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.)-কে বেশ কয়েকটি 'সারায়া'-তে (এটি সারিয়া শব্দের বহুবচন অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়েছেন।

যুল কাস্‌সা অভিমুখে প্রেরীত সারিয়া: এই সারিয়া বা অভিযান সাত হিজরীর রবিউল আখের মাসে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ. তাঁর রচিত পুস্তক 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন'-এ লেখেন–

রবিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রা.)-কে মদিনা থেকে ২৪ কি.মি. দূরবতী এলাকা যুল কাসসার দিকে প্রেরণ করেন; সেখানে তখন বনু সা'লাবা গোত্র বসবাস করতো। দশজন সঙ্গীসহ হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা যখন রাতের বেলা সেখানে পৌঁছে দেখেন যে, সেই গোত্রের একশ' যুবক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাহাবীদের তুলনায় দলটি সংখ্যায় দশগুণ বেশি ছিল। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তৎক্ষণাৎ এই সেনাদলের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই যেতেন তাহলে এত অল্পসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে যেতেন না। রাতের আঁধারে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল তীর বিনিময় হয়। এরপর কাফিররা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ওপর হামলে পড়ে; আর সংখ্যায় তারা যেহেতু অনেক বেশি ছিল তাই এক নিমিষেই ইসলামের এই দশজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েন; অর্থাৎ শহীদ হয়ে যান। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা'র সঙ্গী-সাথীরা সবাই শহীদ হন কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রাণে বেঁচে যান। কেননা, কাফেরা তাকে অন্যদের মত মৃত মনে করে ছেড়ে

দেয় এবং তার কাপড় প্রভৃতি খুলে নিয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাও সেখানে পড়ে থেকে মৃত্যুবরণ করার সমূহ সম্ভবনা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অপর এক মুসলমান সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে চিনতে পেরে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে মদিনা পৌছে দেয়। মহানবী (সা.) যখন পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন তখন কুরায়েশ গ্রোত্রের বিশিষ্ট ও জৈষ্ঠ সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহকে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুল-কাস্‌সার অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং ততক্ষণে যেহেতু এ সংবাদও পৌঁছে গিয়েছিল যে, বনু সা'লাবার লোকেরা মদিনার পাশ্ববর্তী এলাকাগুলোতে আক্রমণ করতে চায় এজন্য তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহর নেতৃত্বে চল্লিশজন চৌকশ সাহাবীর একটি দল পাঠান। তিনি (সা.) নির্দেশ দেন, রাতারাতি সফর করে সকালেই সেখানে পৌছতে হবে। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে তাৎক্ষণিক যাত্রা করে ঠিক ফজরের নামাযের সময় শত্রুপক্ষের ওপর হামলে পড়েন তারা অকস্মিাক হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে সামান্য প্রতিরোধ গড়ার পর পালিয়ে যায় এবং নিকটবর্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ গনিমতের মাল করায়ত্ব করে এবং মদিনা অভিমুখে ফিরে চলে আসেন। অত্যাচার নিপিড়নের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বা শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ করা হয়েছিল।

আরেকটি সারিয়া বা যুদ্ধভিযানের নাম ছিল যাতুস্ সালাসিল। এই সারিয়াকে যাতুস্ সালাসিল বলার কারণ হল, কেউ যাতে পালিয়ে যেতে না পারে এবং সংগবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শত্রুরা নিজেদেরকে পরস্পরের সাথে শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল। সারিবদ্ধ হয়ে যেন যুদ্ধ করতে পারে বা যেভাবেই তারা সারি বানিয়েছিল সবাইকে একসাথে রাখা ছিল উদ্দেশ্য। এই নামকরণের আরেকটি কারণের উল্লেখ দেখা যায় যে সেখানে একটি ঝরনা ছিল যার নাম ছিল আস্-সালসাল। কারো কারো মতে আট হিজরী আবার কারো কারো মতে সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ পান যে, বনু খোযাআ গোত্রের লোকেরা মদিনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি (সা.) হযরত আমর বিন আসকে তিনশত মুহাজের ও আনসারের সাথে তাদেরকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন যাদের সাথে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। এই জায়গাটি মদিনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত আমর বিন আস বনু কুযাআর অঞ্চলে পৌঁছে সেখান থেকে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি তাই বাড়তি সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি (সা.) সংবাদ পাওয়ামাত্র দুই শত মুহাজের ও আনসারের সমন্বয়ে একটি দল হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহর নেতৃত্বে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন যে, আমরের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর কোন মতবিরোধ করবে না অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে যেন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বাহিনী যখন হযরত আমর বিন আসের বাহিনীর সাথে গিয়ে যুক্ত হয় তখন পুরো বাহিনীর নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে। হযরত আবু উবায়দা যদিও মর্যদার দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের অধিক যোগ্য ছিলেন কিন্তু হযরত আমর বিন আস যখন দৃঢ়তার সাথে বললেন যে, আমিই পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিব তখন হযরত আবু উবায়দা সানন্দচিত্তে তার নেতৃত্বকে মেনে নেন। কেননা, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশও ছিল যে, মতবিরোধ করবে না। তিনি তার নেতৃত্বে অত্যন্ত বিরত্বের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এমনকি শত্রুরা পরাজিত হয়। বিজয় লাভের পর যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর আনুগত্যের উপমা শুনে বলেন, 'রাহেমাহুল্লাহু আবা উবায়দা' অর্থাৎ আবু উবায়দার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক কেননা, সে আনুগত্যের এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আরেকটি সারিয়া বা যুদ্ধাভিযান হল, সীফুল বাহ্‌র। এগুলো সেসব যুদ্ধ ও অভিযান যাতে মহানবী (সা.) থাকতেন না; এগুলোকে সারিয়া বলা হয়। এই সারিয়া বা অভিযানের উদ্দেশ্যে গঠিত সেনাদল অষ্টম হিজরীতে সমুদ্র উপকুল অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে বনু জুহায়নার একটি গোত্র বসবাস করতো। এই সারিয়াকে জায়শুল খাবাতও বলা হয়। এই নামকরণের যে কারণ বলা হয় তা হল, খাদ্যের ঘাটতির কারণে সাহাবা (রা.) গাছের এমন পাতা খেতে বাধ্য হন যাকে 'খাবাত' বলা হতো। খাবাতের একটি অর্থ হল, পাতা ঝরানো। সহীহ বুখারীতে এই অভিযানের উল্লেখ রয়েছে আর তা হল, হযরত জাবের (রা.) এটি বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) আমাদেরকে প্রেরণ করেন, আমরা তিনশ' আরোহী ছিলাম, আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার রক্ষণাবেক্ষনের কাজে আমরা লেগে গেলাম। কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর দৃষ্টিরাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এতে যুদ্ধের কোন পরিকল্পনা ছিল না। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আমার অর্ধ মাস অবস্থান করি। আমরা অনেক ক্ষুধার্ত ছিলাম, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা গাছের পাতাও খেয়েছি। অনেক অভিযানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতেন না বরং অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকত, আবার কোন সময় যুদ্ধও করতে হত। উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে সারীয়া বলা হয়ে থাকে, আর এগুলো এমন অভিযান যেগুলোতে মহানবী (সা.) থাকতেন না। যাহোক, তিনি বলেন, এমনও পরিস্থিতি হয়েছিল যে, গাছের পাতাও খেতে হয়েছে আর এজন্য এই সেনাবাহিনীর নাম 'জায়শুল খাবাত' রাখা

হয়েছিল। তখন সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ) আনবার নামের একটি প্রাণী আমাদের জন্য বাইরে নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ প্রাণী মরে সমুদ্র থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে বা এমনিতেই তীরে চলে আসে আর সমুদ্রতীরে পানি ছাড়া সে টিকতে না পেরে মরে যায়। যাহোক বলা হয় যে, সমুদ্র থেকে তাদের জন্য একটি প্রাণী আসে, আসলে তা মাছই ছিল, বৃহৎ এক মাছ, যার মাংস আমরা অর্ধ মাস জুড়ে খেতে থাকি আর তার চর্বি আমরা দেহে মালিশ করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমাদের শরীর তেমনই সতেজ হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে ছিল। হযরত আবু উবায়দা সেই প্রাণীর পাজরের মধ্য থেকে একটি হাড় নেন আর তা দাঁড় করিয়ে দেন আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সাথে নিলেন। সুফিয়ান বিন ওয়াইনা তার রেওয়ায়েতে এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সেই প্রাণীর পাজরের হাড়ের মধ্য থেকে একটি হাড় নিয়ে সোজা দাঁড় করান, অতঃপর উটসহ এক ব্যক্তিকে নিলেন যে এর তলদেশ দিয়ে অনায়াশে অতিক্রম করল। হযরত জাবের এটিও বলেন, সেনাদলে এক ব্যক্তি ছিল যিনি লোকদের খাবারের জন্য দিনে তিনটি করে উট জবাই করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা তাকে বারণ করেন। আমর বিন দিনার বলতেন আবু সালেহ যাকওয়ান আমাদের বলেন, কায়স বিন সা'দ তার পিতাকে বলেন, আমিও এই সেনাদলে ছিলাম। ক্ষুধা লাগলে হযরত আবু উবায়দা বলেন উট জবাই করো, এতে আমি উট জবাই করি। তিনি বলেন তারপর আবার ক্ষুধা পায়। হযরত আবু উবায়দা বলেন উট জবাই করো, এতে আমি উট জবাই করি। তিনি বলেন, এরপর আবারো ক্ষুধা লাগে, হযরত আবু উবায়দা বলেন, উট জবাই করো। বাহনস্বরূপ যে উট ছিল সেগুলোর ওপর কিছু সাজসরঞ্জাম ও থেকে থাকবে; কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয় যে, সেগুলোই জবাই করে খাচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি উট জবাই করি। কায়স বলেন, এরপর আবারো ক্ষুধা লাগে। হযরত আবু উবায়দা বলেন, উট জবাই কর। তিনি বলতেন এরপর আমাকে বারণ করা হল যে, এখন আর উট জবাই করবে না। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, জায়শুল খাবত-এর সাথে আক্রমণের জন্য আমরা বের হই এবং হযরত হযরত আবু উবায়দকে আমির নিযুক্ত করা হয়। আমাদের প্রচন্ড ক্ষুধা লাগে এবং সমুদ্র একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করে। (জীবিত মাছ আসে নি বরং মাছ মৃতই এসেছিল) এত বড় মাছ আমরা এর পূর্বে কখনও দেখিনি। যেভাবে এর আকার আকৃতি বর্ণনা করা হয় সম্ভবত এটি তিমি মাছ হবে; এটিকে আম্বর বলা হতো। আমরা এর মাংস অর্ধেক মাস অর্থাৎ ১৫ দিন পর্যন্ত খেতে থাকি তারপর হযরত আবু উবায়দা এই মাছের একটি হাড় নিলেন যার তলদেশ দিয়ে একটি বাহন অতিক্রম করতে পারত। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আবু যুবায়ের আমাকে এটিও বলেছেন, হযরত আবু উবায়দা বলেন মাছ খাও এটি যদিও মৃত কিন্তু এতে কোন সমস্যা নেই। মদীনায় ফিরে এসে আমরা রসূল করিম (সা.) এর কাছে এটি উল্লেখ করি যে, এভাবে একটি মৃত মাছ ভেসে আসে যা আমরা খেতে থাকি আর আমাদের তা প্রয়োজনও ছিল। তিনি (সা.) বলেন, যে রিযিক আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তোমরা তা খাও। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের অবস্থা দেখে এটিকে তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, তোমরা তা খেয়েছো এতে কোন সমস্যা নেই আর যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আমাকেও দাও। অর্থাৎ তোমরা যদি সাথে করে কিছু নিয়ে এসে থাক। তাদের কেউ একজন তাঁকে একটি অংশ দেয় আর মহানবী (সা.) তা খেয়েছেন। ফিরে আসার সময় সেটি থেকে কিছুটা মাছ নিয়ে এসেছিলেন আর তা থেকে মহাবনী (সা.) খেয়েছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এই 'সীফুল বাহার' অভিযান সম্পর্কে নিজ শারাহ্‌তে (অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যায়) লিখেন, (সীফুল বাহার সেটিই যাকে খাবাতও বলা হয়) উল্লেখিত যুদ্ধাভিযান সেসব যুদ্ধাভিযানের একটি যেগুলোতে কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এই যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণকারীরা বানিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। ইবনে সা'দের ভাষ্য অনুসারে এই অভিযানে ৩০০ মুহাজের ও আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) এ অভিযানের আমীর ছিলেন আর এটি 'সীফুল বাহার' নামে খ্যাত। মরু–কাফেলা চলাচলের রাস্তায় লোহিত সাগরের তীরে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছিল। কাফেলা চলাচলের যে রাস্তা ছিল, সেটির কাছাকাছি লোহিত সাগরের তীরে একটি নিরাপত্তা চৌকী বসানো হয়েছিল। এজন্য (এটি) সীফুল বাহারের যুদ্ধাভিযান নামে খ্যাত। এই (বাহিনী) প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, একটি নিরাপত্তা ফাঁড়ি স্থাপন করা আর পরে গিয়ে বুঝা যাবে কার নিরাপত্তা উদ্দেশ্য ছিল। সীফ শব্দের অর্থ উপকূল। ইবনে সা'দ সারিয়্যাতুল খাবাত শিরোনামে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। খাব্‌ত শব্দের অর্থ গাছের পাতা। পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ায় কারণে মুজাহিদদের গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। ইবনে সা'দ বলেন এটি সংঘটিত হয়েছে অষ্টম হিজরীর রজব মাসে। এযুগ হুদনা অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির যুগ ছিল। মহানবী (সা.) বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছেন এবং সতর্কতামূলকভাবে উল্লেখিত নিরাপত্তাবাহিনী লোহিত সাগর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছিল নিরাপত্তার দৃষ্টি কোন থেকে যাতে সিরিয়া ফেরত কুরাইশ কাফেলার সাথে সংঘর্ষ না হয়। সিরিয়া থেকে কুরাইশের যে বানিজ্য কাফেলা আসছিল সেটির সাথে যেন কোন ধরণের সংঘর্ষ না হয় আর কুরাইশরা যেন চুক্তি ভঙ্গের

কোন অজুহাত পেয়ে না যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। এখন এটি যেন না হয় যে, কেউ তাদেরকে আক্রমন করবে আর কুরাইশরা অজুহাত দাঁড় করিয়ে বলবে, দেখো! মুসলমানরা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, কাজেই হুদায়বিয়ার সন্ধি আর থাকবে না। সেখানে নিরাপত্তা চৌকি বসিয়েছিলেন যেন কুরাইশদের সেই কাফেলার নিরাপত্তা বিধান করা যায়। তিনি আরও লিখেন, ইবনে সা'দের ভাষ্যমতে উল্লিখত জায়গা মদীনা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অতএব এটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং কাফেরদের নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল; যেভাবে ইতোপূর্বেই আমি বলেছি। এটিই হল শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ শত্রুর নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা হল উদ্দেশ্য, কেননা শান্তি চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি কাজ করার ছিল। অঙ্গীকার ভঙ্গ হলে তা হয়েছে কাফেরদের পক্ষ থেকে আর পরবর্তীতে তা মক্কা বিজয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আসেন আর মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) কে সেনাবাহিনীর একাংশে এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে অপরদিকে নিযুক্ত করেন আর হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে পদাতিক বাহিনী এবং উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের সর্দার নিযুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহারাইনের অধিবাসীদের সাথে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করেছিলেন এবং হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে সেখানে জিযিয়া সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন জিযিয়া নিয়ে ফিরে আসেন এবং মানুষ যখন তার ফিরে আসার সংবাদ পায় তখন সবাই ভোরে ফজরের নামায রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছনে পড়ে। মহানবী (সা.) নামায পড়িয়ে পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে পান এবং মুচকি হেসে বলেন, মনে হচ্ছে তোমরা জেনে গেছ যে, আবু ওবায়দা কিছু নিয়ে এসেছে। লোকেরা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! জী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, অতএব তোমরা আনন্দিত হও এবং তোমাদের জন্য যা উত্তম সেটির প্রত্যাশা কর। আমি তোমাদের দারিদ্রতার ভয় করি না। বরং আমার আশংকা হল, কোথাও এমন যেন না হয় যে তোমাদের জাগতিক প্রাচুর্য লাভ হবে আর এরপর তোমরা প্রতিযোগীতামূলকভাবে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়বে। যতই বস্তুবাদিতার পেছনে ছুটবে, জাগতিক সচ্ছলতা লাভ হবে, তোমরা লোভ-লালসায় মত্ত হবে আর এটিই তোমাদের ধ্বংস করবে– এটিই আমার ভয়। তোমাদের ক্ষুধার্ত থাকার ভয় কম, বরং ভয় হল জাগতিকতার মোহে ,লোভ লালসায় নিমজ্জিত হয়ে তোমরা আবার নিজেদের ধ্বংস না করে বস! সুতরাং এ সতর্কবাণী প্রত্যেককে নিজের সামনে রাখতে হবে। এটিকে দৃষ্টিপটে না রাখার কারণে আজ আমরা দেখছি, অধিকাংশ মুসলমান যাদের কাছে টাকা আসে, যাদের মধ্যে আমাদের নেতারাও অন্তর্ভূক্ত; তারা এ লোভ লালসার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তাদের পার্থিব লোভলিপ্সা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেছে। মুখে খোদার নাম তো নেয় কিন্তু প্রাধান্য দেয় পার্থিব ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে। অতএব, এদিক থেকে আমাদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধন-সম্পদ আসবে কিন্তু এ প্রাচুর্যের কারণে আমরা যেন কখনো নিজেদের ধর্মকে ভুলে না যাই।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় হযরত আবু ওবায়দা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হজ্জ পালন করেন। মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন লোকদের মধ্যে বিতর্ক হয় যে, তাঁর (সা.) লেহেদযুক্ত কবর (এমন কবর যার একদিকে লাশ রাখা হয়) হবে নাকি লেহেদ ছাড়া। কাজেই হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) এবং হযরত আবু তালহা (রা.)-এর কাছে এক এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং এ সীদ্ধান্ত হয় যে, তাদের মাঝে যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে সে যেভাবে বলবে সেভাবেই কবর প্রস্তুত করা হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) মক্কাবাসীদের রীতি অনুসারে লেহেদ ছাড়া কবর খনন করতেন আর হযরত আবু তালহা (রা.) মদীনাবাসীদের রীতি অনুযায়ী লেহেদযুক্ত কবর খনন করতেন। হযরত আবু তালহার নিকট প্রেরিত ব্যক্তি আবু তালহা (রা.)কে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট প্রেরিত ব্যক্তি হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে খুঁজে পায় নি। অতএব, হযরত আবু তালহা (রা.) আসেন এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য লেহেদ বিশিষ্ট কবর খনন করেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পরপরই খেলাফত নিয়ে আনসার ও মুহাজেরদের মাঝে যে মতভেদ হয় এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এটি আমি এক সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রেও যদি বর্ণিত হয় তাহলে ভালো হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আনসাররা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর বাড়িতে একত্রিত হয়। তারা বলে, একজন আমীর আমাদের মাঝ থেকে এবং একজন আমীর তোমাদের অর্থাৎ মুহাজেরদের মাঝ থেকে হবে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত উমর (রা.) কিছু একটা বলতে চাইলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তখন কিছু বলতে

চাচ্ছিলাম। আর এর কারণ হল আমি একটি বক্তৃতা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম যা আমার খুব পছন্দ ছিল। আমার ভয় ছিল হয়তো হযরত আবু বকর (রা.) এমন কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যখন বক্তব্য রাখলেন তখন এমন অসাধারণ এবং প্রাঞ্জল বক্তৃতা করলেন যা সমস্ত বক্তৃতার মাঝে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ছিল। এই বক্তৃতায়ই হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা অর্থাৎ মুহাজেররা আমীর আর তোমরা অর্থাৎ আনসাররা হলে উজির (মন্ত্রী বা সাহায্যকারী)। এতে হযরত আবু হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) বলেন, এমনটি কখনো নয়। খোদার কসম! এমনটি আমরা হতে দিব না। একজন আমীর তোমাদের মাঝ থেকে হবে এবং একজন আমীর হবে আমাদের মাঝ থেকে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না; আমরা আমীর এবং তোমরা উজির। কেননা কুরায়েশরা বংশ মর্যাদা ও পরম্পরায় আরবের অন্যান্যদের চেয়ে মহান ও প্রাচীন। কাজেই হযরত আবুবকর দুটি নাম প্রস্তাব করেন অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) অথবা হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) এর নাম প্রস্তাব করে বলেন যে তাদের কারো একজনের হাতে বয়াত কর বা খলীফা বানাও। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, না, আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব! আবু বকর (রা.)কে (উমর) বলেন, আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব। কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আর আমাদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আপনিই। একথা বলে হযরত উমর (রা.) তার হাত ধরেন এবং তার বয়আত করেন। এরপর অন্যরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) দৃষ্টিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মর্যাদা এটি ছিল অর্থাৎ তার নাম তিনি খিলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন। পূর্বেও হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, আবু উবায়দা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি পরবর্তী খলীফা হিসেবে তারই নাম প্রস্তাব করতাম, কেননা মহানবী (সা.)-এর ফরমান অনুসারে তিনি ছিলেন তাঁর (সা.) উম্মতের 'আমীন'। যখন খিলাফত সম্পর্কে বিতর্ক হয় তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আনসারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে আনসারদের দল! তোমরা তো সেসব মানুষ যারা সর্বপ্রথম সাহায্য করেছিল। এমন যেন না হয় যে, এখন তোমরাই সর্বপ্রথম বিভেদের সূচনাকারী হয়ে পড়বে! হযরত আবু বকর (রা.) যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন তিনি বায়তুল মালের দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন। ১৩ হিজরী সনে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন। সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ১৩ হিজরী সনে রোমানদের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্যসমাবেশ ঘটানো হয়। একটি দলের অধিনায়ক ছিলেন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। আবু সুফিয়ানের পুত্রের নামও ইয়াযিদ ছিল যিনি পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জর্ডানের পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন হযরত শারাহ্‌বিল বিন হাসানা। তিনি বালকার দিক থেকে অগ্রসর হন। তৃতীয় দলের নেতা ছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা.), যিনি ফিলিস্তিনের দিক থেকে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। চতুর্থ দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.), যিনি হিমস-এর দিকে এগিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা সবাই যখন এক স্থানে একত্রিত হবে তখন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) সেনাপতি হবেন। প্রতিটি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ হাজার, পক্ষান্তরে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। সৈন্যবাহিনী যাত্রা করার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা নিজের এবং নিজ সাথিদের ওপর কোন কাঠিন্য টেনে এনো না। স্বীয় জাতি ও সঙ্গীসাথিদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করো না, তাদের সাথে পরামর্শ করো, ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে কার্যসাধন করো আর অন্যায়-অবিচার থেকে দূরে থেকো, কেননা অত্যাচারী কখনো সফল হয় না এবং সফলতা পায় না। তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেদিন যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তার উপর খোদার শাস্তি নেমে আসবে এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের জন্য যদি কেউ স্থান পরিবর্তন করে কিংবা নিজ সাথিদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। এটি পবিত্র কুরআনে সূরা আনফালের ১৭ নম্বর আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করার পর কোন শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মহিলাকে হত্যা করবে না, কোন প্রাণী হত্যা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, চুক্তি করে নিজেরা তা ভঙ্গ করবে না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সর্বপ্রথম সিরিয়ার 'মাআব' শহর জয় করেন। সেখানকার সদস্যরা জিযিয়া কর দেয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। এরপর তিনি 'জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, রোমানদের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আরও সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানান। হযরত আবু বকর (রা.) তখন ইরাক অভিযানে নিয়োজিত হযরত

খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেন, তুমি অর্ধেক সৈন্য হযরত মুসাননা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দার সাহায্যার্থে পৌছ। সেইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্রে এ বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমি খালেদকে আমীর নিযুক্ত করেছি আর আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, তুমি তার চেয়ে শ্রেয় এবং উত্তম। পুরো চিঠির মূল টেক্সট হল, আল্লাহ্‌র বান্দা আতীক বিন আবু কোহাফার পত্র আবু উবায়দা বিন জারাহ্’র নামে অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর আসল নাম ছিল আতীক আর আবু কোহাফা ছিল তার পিতার নাম। তোমার প্রতি খোদার শান্তি বর্ষিত হোক। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব আমি খালেদের ওপর অর্পণ করেছি। আপনি তার বিরোধিতা করবেন না, শুনবেন এবং আনুগত্য করবেন। আমি তোমাকে তার সহায়ক নিযুক্ত করেছি। আমি জানি, তুমি তার চেয়ে শ্রেয়, কিন্তু আমার ধারণা হল, তার মাঝে রণ-কৌশলের দক্ষতা, অর্থাৎ যুদ্ধ-বিষয়ক দক্ষতা তোমার তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা’লা আমাকে ও তোমাকে সঠিক পথে চলমান রাখুন। হযরত আবু বকর (রা.) এসব কথা লিখেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) ইরাকের একটি শহর ‘হীরা’ থেকে হযরত আবু উবায়দাহ্‌ (রা.)-কে পত্র লিখেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব আমার ওপর ন্যাস্ত করেছেন। খোদার কসম! আমি কখনো এটি যাচনা করি নি আর আমার এরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। আপনার পদমর্যাদা তা-ই থাকবে যা পূর্বে ছিল। আমরা আপনার অবাধ্যতা করব না আর আপনাকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করব না। আপনি মুসলমানদের নেতা, আমরা আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করি না আর আপনার পরামর্শের অমুখাপেক্ষীও হতে পারি না। দেখুন! এটি হল মু’মিনসুলম মহিমা। উভয়পক্ষ হতে কীরূপ বিনীত আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ করা হয়েছে!

আজনাদাইন এর যুদ্ধ। ১৩ হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল (মাসে) আজনাদাইন এর যুদ্ধ (হয়), এটি ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থি একটি গ্রামের নাম। এই স্থানে এক লক্ষ রোমান সৈন্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজনাদাইন বাহিনীর সেনাপতি ছিল রোম-সম্রাট হীরাক্লিয়াস এর ভাই থিওডোর। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলমান এক লক্ষ (রোমান) সেনাকে পরাজিত করে আজনাদাইন জয় করে নেয়। আজনাদাইন জয় করার পর মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করে। এর বিশদ বিবরণ হল, মুসলমানরা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি– সেটিকে চৌদ্দ হিজরী সনের মুহররম মাসে অবরোধ করে আর ছয় মাস পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অপরপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী সৈন্যরা দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। তারা যেহেতু নিজেদের অঞ্চলে ছিল তাই তারা নিজেদের দুর্গ বন্ধ করে দেয়। এ কারণে মুসলমানদের পাঁচজন সেনাপতিই নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে এই শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজ বাহিনীসহ পূর্বদিকের ফটকে ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তাঁর বিপরীতে পশ্চিমদিকের ফটকে ছিলেন। অন্য তিনজন সেনাপতি বা কমান্ডারও অন্যান্য দরজায় নিয়োজিত ছিলেন। রোমানরা কখনো কখনো বের হয়ে যুদ্ধ করে আবার ভেতরে ফিরে যেত আর দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যেতো। তাদের আশা ছিল রোম-সম্রাট সাহায্য প্রেরণ করবে, কিন্তু ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সতর্কতা বা দক্ষতা তাদের আশাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিল। একরাতে শহরে যখন কোন উৎসব চলছিল আর প্রাচীরের প্রহরীরাও সেই উৎসবের আনন্দে প্রহরায় উদাসীন ছিল, তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) নিজের কয়েকজন সঙ্গীসহ পাঁচিল টপকে শহরে প্রবেশ করেন এবং খুলে দেন। এভাবে তাদের বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এটি দেখে শহরবাসী হযরত আবু উবায়দা (রা.)–এর সাথে, যিনি শহরের অপরপ্রান্তে ছিলেন, সন্ধি স্থাপন করে কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) এটি জানতেন না। তাই তিনি অনবরত যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে লোকেরা গিয়ে প্রার্থনা করে যে, আমাদেরকে খালেদ (রা.)-এর হাত থেকে রক্ষা করুন। শহরের মাঝখানে উভয় নেতা মুখোমুখি হন, অর্থাৎ খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন শহরের মাঝখানে এসে মিলিত হন তখন শহরবাসীর সাথে সন্ধি করা হয়, কেননা হযরত আবু উবায়দা (রা.) পূর্বেই শান্তিসন্ধি করে ফেলেছিলেন।

অতপর ফেহেল-এর যুদ্ধ। এটি সিরিয়ার একটি শহর। দামেস্ক জয় করার পর মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রসর হলে জানা যায় যে, রোমানরা ‘বীসান’ নামক স্থানে সমবেত হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলমানরা তাদের বিপরীতে ‘ফেহেল’ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। রোমান বাহিনীর সেনাপতি শান্তিপ্রস্তাব দেয়ার জন্য নিজ দূতকে হযরত আবু উবায়দার কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন সে দেখে , সেখানে ছোট-বড়, অফিসার ও অধীনস্ত, সেনাপতি ও সৈনিক সবাই একইভাবে বসে আছে আর কোন প্রকার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে ;অবশেষে সে বাধ্য হয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনাদের সেনাপতি কে? মানুষ একজন সহজসরল ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে যিনি মাটিতে বসেছিলেন। দূত কাছে গিয়ে

বলে, আপনিই কি এই বাহিনীর সেনাপতি? হযরত আবু উবায়দা বলেন, হ্যাঁ। দূত প্রস্তাব দেয় যে, নিজ বাহিনীকে নিয়ে ফিরে যান আর এর বিনিময়ে আপনার প্রত্যেক সৈনিক মাথাপিছু দুটি করে স্বর্ণের আশরাফি পাবে, সেনাপতি এক হাজার দিনার পাবে, আর আপনাদের খলীফাকে দুই হাজার দিনার দেয়া হবে। হযরত আবু উবায়দা অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমরা অর্থকড়ি নিতে আসি নি বা সম্পদের লোভে এখানে আসি নি। আমরা আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য বেরিয়েছি। দূত তাঁকে হুমকি দিয়ে সেখান থেকে ফিরে যায়। তার এরূপ ঔদ্ধত্য দেখে হযরত আবু উবায়দা সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন আর পরবর্তী সকালে উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই হয়। হযরত আবু উবায়দা নিজে সৈন্যদের মাঝে ছিলেন এবং পরম প্রজ্ঞার সাথে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অবশেষে মুসলমানরা স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও রোমানদের পরাজিত করে। এর ফলাফল যা হয় তা হল, জর্দান এর পুরো অঞ্চল মুসলমানদের হাতে এসে যায়।

এরপর হিমস বিজয়ের ঘটনা। ফেহেল বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা হিমস-এর দিকে অগ্রসর হন, যা সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল এবং সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করত। পথে লেবাননের একটি প্রাচীন শহর বালবাক অতিক্রম করতে হয় যা দামেস্ক থেকে তিন রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন শহর ছিল এবং 'বাল' নামক প্রতিমার পূজার অনেক বড় এক কেন্দ্রস্থল ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা হযরত আবু উবায়দার সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে সন্ধির আবেদন করে, যা জিযিয়া বা কর দেয়ার শর্তে গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে কোন লড়াই হয় নি আর তারা নিজেদের ধর্ম পালনে স্বাধীন ছিল। এরপর হযরত আবু উবায়দা হিমস-এর দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদও তাঁর সাথে ছিলেন। শহরের অধিবাসীরা কায়সারের কাছ তেকে সেনা-সাহায্য লাভের আশা করেছিল। তাই তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের সাহায্য লাভের আশা ভঙ্গ হয় তখন তারা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দেয়, যা গ্রহণ করা হয়। সন্ধির মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং তাদের উপাসনাস্থল এবং ঘরবাড়িকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ বাড়িঘরও এবং উপাসনাস্থলও নিরাপদ থাকবে। যারা নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায় তাদের জন্য জিযিয়া এবং কর আরোপ করা হয়। অর্থাৎ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক সানন্দে, কিন্তু জিযিয়া ও কর দিতে হবে, যা এক প্রকার খাজনা বা কর।

অতপর লাযেকিয়া বিজয়ের ঘটনা হল, পরবর্তীতে ইসলামী সেনাবাহিনী লাযেকিয়া-র দিকে অগ্রসর হয়। এটি সিরিয়ার একটি শহর, যা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত, হিমস-এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের মাঝে এটিকে গণ্য করা হয়। যাহোক, লাযেকিয়া অবরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দিক থেকে লাযেকিয়া অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। শহরবাসীর কাছে প্রচুর পরিমাণে রসদ মজুদ ছিল। যে কারণে তাদের অবরোধ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা ছিল না। হযরত আবু উবায়দা এটিকে জয় করার এক নতুন কৌশল বের করেন। তিনি এক রাতে ময়দানে অনেক গর্ত বা সুরঙ্গ খোঁড়ান এবং সেগুলোকে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন। সকালে অবরোধ তুলে নিয়ে হিমস-এর দিকে যাত্রা করেন। এটিই প্রকাশ করেন যে আমরা ফিরে যাচ্ছি আর অবরোধ তুলে নেন। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর পুরো বাহিনী ফিরে যায়। শহরবাসী এবং শহরে উপস্থিত সৈন্যরা অবরোধ উঠে যেতে দেখে আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চিন্তে শহরের দ্বার সমূহ খুলে দেয়। অপর দিকে হযরত আবু উবায়দা রাতারাতি আঁধারে নিজ বাহিনীসহ ফিরে আসেন এবং গুহা সদৃশ সেসব গর্তে আত্মগোপন করেন। অর্থাৎ যেসব গুহা বা সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন, অথবা ট্রেঞ্চ বানিয়েছিলে, সেগুলোতে লুকিয়ে পড়েন। প্রভাতে নগরীর দ্বারসমূহ খোলা হলে তিনি অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নেন। বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে হবে।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও আজকাল অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মৌলভী এবং সরকারী আমলাদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেখানে পুনরায় প্রচণ্ড বিরোধিতার ঢেউ উঠেছে। আইনের ধারকগণ ন্যায়-বিচার করছে না– শুধু তা-ই নয়, বরং এটিকে পদপিষ্ট করছে আর মৌলভীরা যা বলে তারই অনুসরণ করছে। আমার মনে হয় নিজ প্রাণ রক্ষার্থে তারা এমন করছে তারা হয়ত ভাবছে যে, এভাবে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে। এটি তাদের ভুল। এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, এটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা পূর্বেও এসব কষ্টের যুগ পার করেছি। এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে পার করব, কিন্তু তাদের এসব অপকর্ম থেকে তারা যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই আহমদীরা আজকাল অনেক বেশি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এসব কষ্ট দূর করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন, বিশেষত পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীগণ এবং বহির্বিশ্বে বসবাসকারী এমন আহমদীরা যারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন দ্রুত আসে আর সেখানে বসবাসকারী আহমদীরা এসব বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ০৯ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

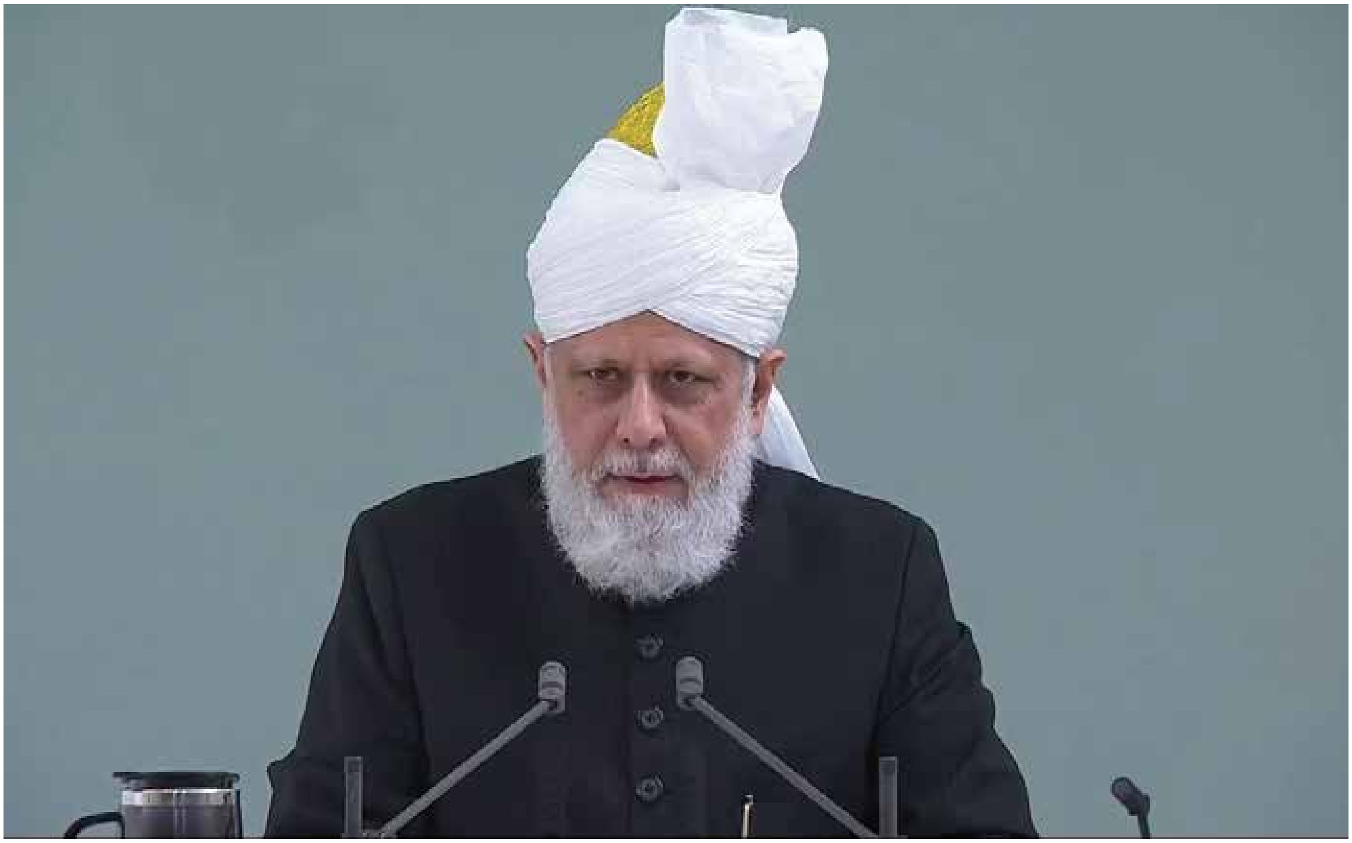

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۱﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۵﴾
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেনঃ

গত খুতবায় হযরত আবু উবায়দার স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আজ তার বাকি অংশ বর্ণিত হবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের নামকরণের কারণ হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে যে‘ইয়ারমুক’ সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। ১৫ হিজরী সনে সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ইয়ারমুক উপত্যকায় ইয়ারমুক নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। রোমানরা বাহান-এর নেতৃত্বে প্রায় আড়াই লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, যাদের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন এক হাজার, আর তাদের মাঝে প্রায় এক শত বদরী সাহাবী ছিলেন। পরামর্শের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে হিমস থেকে নিজেদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেখানকার খ্রিষ্টানদের বলে যে, আমরা যেহেতু সাময়িকভাবে তোমাদের সুরক্ষা প্রদান থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি তাই তোমাদের জিযিয়া তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, (অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স বা কর নেয়া হতো, তা ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে) কেননা আমরা তোমাদের সেই সেবা দিতে পারছি না, যে উদ্দেশ্যে জিযিয়া

নেয়া হচ্ছে। সুতরাং হিমসবাসীদেরকে তাদের জিযিয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়। সেই অর্থের পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা। উক্ত অর্থ যখন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তখন খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সততা ও ন্যায়পরায়নতার কারণে কাঁদছিল আর ঘরের ছাদে উঠে দোয়া করছিল যে, হে দয়ালু মুসলিম শাসকগণ! খোদা তোমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনুন। মুসলমানদের হিমস থেকে পিছু হটার কারণে রোমানদের ধৃষ্টতা আরও বৃদ্ধি পায় আর তারা এক বিশাল বাহিনীসহ ইয়ারমুক পৌঁছে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য শিবির স্থাপন করে। কিন্তু মনে মনে তারা মুসলমানদের ঈমানী উদ্দীপনায় ভীতও ছিল। তাই তারা সন্ধির আকঙ্ক্ষী ছিল এবং চেষ্টা করছিল যেন সন্ধি স্থাপিত হয়। রোমান সেনাপতি বাহান জর্জ নামের রোমান দূতকে মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করছিল। সে মুসলমানদের বিগতলিত চিত্তে কাকুতিমিনতি করে খোদার সম্মুখে সিজদাবনত হতে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়। সে হযরত আবু উবায়দাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে, যার মাঝে একটি ছিল, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আপনার কী বিশ্বাস? হযরত আবু উবায়দা পবিত্র কুরআনের এই আয়াত

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِيۡ دِيۡنِكُمۡ وَلَا تَقُوۡلُوۡا
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّ ؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ عِيۡسَى ابۡنُ
مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلۡقٰهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ
وَ رُوۡحٌ مِّنۡهُ ۫ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ
وَلَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّكُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الۡاَرۡضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا

(সূরা নিসা: ১৭২)

পাঠ করেন অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয় মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহ্‌র একজন রসূল ও তাঁর কলেমা বা বাণী, যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। আর (খোদাকে) তিন বলো না। (এ থেকে) বিরত হও, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে। যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে– তা তাঁরই। আর কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লাই যথেষ্ট।

এরপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করেন,

لَنۡ يَّسۡتَنۡكِفَ الۡمَسِيۡحُ اَنۡ يَّكُوۡنَ عَبۡدًا لِّلّٰهِ
وَلَا الۡمَلٰٓئِكَةُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ؕ *(সূরা আন্ নিসা: ১৭৩)*

অর্থাৎ, মসীহ্কখনো এই বিষয়টিকে অপছন্দ করবেন না যে, তাকে আল্লাহ্‌র এক বান্দা হিসেবে গণ্য করা হবে আর (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও(এটি অপছন্দ করবে না)। জর্জ পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা শুনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে, নিঃসন্দেহে এগুলোই মসীহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সে আরও বলে, তোমাদের নবী সত্য এবং সে দূত মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে নিজ বাহিনীতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, রোমানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ধারণা করবে, তাই তুমি ফিরে যাও। তিনি আরও বলেন, আগামীকাল এখান থেকে যে দূত যাবে, তার সাথে চলে এসো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) খ্রিষ্টান সেনাদের ইসলামের তবলীগ করেন আর ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরেন। পরেরদিন হযরত খালিদ (রা.) তাদের কাছে যান, কিন্তুকোন ফলাফল আসেনি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। (ইসলামী) সেনাদলের পেছনে মুসলমান নারীরা ছিলেন, যারা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের পানি পান করাতেন, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন আর গাযীদের উৎসাহ দিতেন। সেসব নারীর মধ্যে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত হিন্দ বিনতে উতবা, [তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সহধর্মিণী ছিলেন আর মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন] এবং উম্মে আবান প্রমুখ ছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) মুসলমান নারীদের সম্বোধন করে বলেন, হে জিহাদকারিণীগণ! তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে হাতে নিয়ে নাও, পাথর দিয়ে নিজেদের ঝুলিগুলো পূর্ণ করে নাও আর মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত কর। তাদেরকে বল যে, আজ তোমাদের মোকাবিলা হবে এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। বিজয় আসন্ন দেখলে স্বস্থানেই বসে থেকো আর যদি মুসলামানদের পিছু হটতে দেখ, তাহলে তাদের মুখে খুঁটিগুলো ছুঁড়ে মেরো এবং তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত পাঠাবে আর নিজেদের সন্তানদের উপরে তুলে ধরে তাদেরকে বলবে, যাও নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং ইসলামের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও। এরপর তিনি পুরুষদের এভাবে সম্বোধন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! খোদার সাহায্যার্থে অগ্রসর হও। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচলতা দান করবেন। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! ধৈর্যধারণ কর, কেননা ধৈর্যই কুফরী থেকে মুক্তির মাধ্যম, খোদাকে সন্তুষ্ট করার উপায় এবং লজ্জামোচনকারী। নিজেদের সারি ভাঙবে না, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না, যুদ্ধ তোমরা আরম্ভ করবে না, বর্শাগুলো তাক কর, ঢালগুলো হাতে নিয়ে নাও আর জিহ্বাকে খোদার স্মরণে সিক্ত রাখ যেন

খোদা নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যুদ্ধের সূচনা করবে না, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে তখন স্বর্ণের ক্রুশ ছিল আর তাদের অস্ত্রের ঝলকানি ছিল চোখে ধাঁধানে, উপরন্তু তারা আপাদমস্তক লোহায় আবৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ম পরিহিত ছিল। সেদিন তারা নিজেদের পায়ে বেড়িও পরে নিয়েছিল (এ সংকল্প নিয়ে) যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না, হয় মারব, না হয় মরব। পাদ্রিরা ইঞ্জিলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করে তাদেরকে উত্তেজিত করছিল। কাফের সেনারা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়,(দু'আড়াই লক্ষ সেনা ছিল পক্ষান্তরে এরা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার)আর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শুরুর দিকে রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল আর তারা মুসলমানদের কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে বা পিছু হটতে বাধ্য করে। খ্রিষ্টানরা গোপনে জেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের মাঝে সাহাবী কে কে? এরপর তারা তাদের কতক তিরন্দাজকে একটি টিলার ওপরে বসিয়ে দেয় এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন বিশেষভাবে সাহাবীদেরকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে। তারা জানতো যে, প্রথমসারির লোক নিহত হলে বাকি সৈনিকদের মনোবল এমনিতেই ভেঙে যাবে আর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে। এরফলে বেশ কয়েকজন সাহাবী নিহত হন আর কয়েকজনের চোখও নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আবু জাহলের পুত্র ইকরামা, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লাআমাকে পূর্বকৃত ভুল অর্থাৎ অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার তৌফিক দান করেন। তিনি নিজের কতক সঙ্গীকে নিয়ে হযরত আবু উবায়দার কাছে আসেন আর নিবেদন করেন যে, সাহাবীরা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, এখন আমরা যারা পরবর্তীতে এসেছি, আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ দেয়া হোক, আমরা শত্রুসেনার প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ মধ্যভাগে হামলা করব আর খ্রিষ্টান জেনারেলদের হত্যা করব। হযরত আবু উবায়দা বলেন, এটি বড়ই বিপজ্জনক কাজ, এভাবে যতজন যুবক যাবে তারা সবাই নিহত হবে। ইকরামা বলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আপনি কি এটি পছন্দ করবেন যে, আমরা যুবকরা বেঁচে থাকব আর সাহাবীরা নিহত হবে। মুসলমান হওয়ার পর তার মাঝে এক ঈমানী উদ্দীপনা ছিল, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করার একব্যাকুলতা ছিল। ইকরামা বার বার চারশ' সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করার অনুমতি চাইতে থাকেন। অবশেষে তার এই পীড়াপীড়ির কারণে হযরত আবু উবায়দা তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি শত্রু সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করেন আর তাদের পরাজিত করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ যুবক শহীদ হন আর মুসলমানরা রোমানদের কোণঠাসা করে তাদের পরিখার দিকে নিয়ে যায়, যা তারা নিজেদের পেছনে খনন করে রেখেছিল। তারা যেহেতু নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়েছিল, যাতে কেউ দৌড়ে পালাতে না পারে, তাই তারা একের পর এক সেই পরিখায় পতিত হতে থাকে। একজন পতিত হলে সাথে আরও দশজনকে নিয়ে পতিত হতো। আশি হাজার কাফেরপিছু হটতে হটতে ইয়ারমুক নদীতে ডুবে মারা যায়। এক লক্ষ রোমানকে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে। আর প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হন। এটি ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে,বিশেষভাবে যুদ্ধের শেষ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা বিশেষভাবে ইকরামা এবং তার সাথীদের অনুসন্ধান করে দেখতে পায় যে, তাদের মধ্য থেকে ১২ জন গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছে, তাদের একজন ছিলেন ইকরামা। একজন মুসলমান সৈন্য তার কাছে আসে এবং ইকরামাকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখে বলে, হে ইকরামা! আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি কিছুটা পানি পান করে নাও। ইকরামা মুখ ফিরিয়ে দেখে তার পাশেই হযরত আব্বাসের পুত্র হযরত ফযল আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। ইকরামা সেই মুসলমানকে বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারবে না যে, যে সকল লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সে সময় সাহায্য করেছিল যখন আমি তাঁর চরম বিরোধী ছিলাম, তারা এবং তাদের সন্তানরা পিপাসায় মারা যাবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব, (একে অপরের জন্য ত্যাগের এক নব উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল) একারণে প্রথমে তাকে, অর্থাৎ হযরত ফযল বিন আব্বাসকে পানি পান করাও। যদি কিছু রয়ে যায় তাহলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সেই মুসলমান হযরত ফযলের কাছে যায়। তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। সে সেই আহত ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। এভাবে সে যে সৈন্যের কাছেই যায়, সে তাকেঅপরজনের কাছে পাঠিয়ে দেয় আর কেউ পানি পান করেনি। যখন সেআহত শেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে, ততক্ষণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর সে দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে আসে আর এভাবেঅবশেষে ইকরামার কাছে আসে কিন্তু তারা সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সিরিয়ার লোকেরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল, ভাষার ভিন্নতা ছিল, তাদের বংশও ছিল ভিন্নভিন্ন। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ তাদের মাঝে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। অভ্যন্তরীন শান্তি ও নিরাপত্তা পূণর্বহাল করলেন, প্রত্যেককে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করলেন আর এই ইসলামী প্রেরণ সঞ্চার করলেন যে, সবাই আদম সন্তান এবং সকলে ভাই ভাই আর মানুষ হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য নেই। অথচ অনেক জায়গায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে, গায়ের জোরে নাকি মুসলমান বানানো হয়েছে! তিনি (রা.) ঐ রোমানদেরকেও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রের পরিচিতি সুস্পষ্ট করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় সিরিয়াতে বসবাসরত আরবরা এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন। তবলীগের ফলেই তারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন, বাহুবলে নয়। এছাড়া মুসলমানদের আদর্শ দেখেই তারা এসেছেন, যা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রোমান ও খ্রিষ্টানরাও তাঁর (রা.) আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইয়ারমুক বিজয়ের কয়েকদিন পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রয়ান হয় অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত উমর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার তত্ত্বাবধান এবং সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মনোয়নপত্র পৌঁছে, সে মুহূর্তে যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তখন সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাই হযরত আবু উবায়দা বিষয়টি প্রকাশ করেন নি।হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন এ বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি উক্ত বিষয়টি কেন গোপন করলেন? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বললেন, যেহেতু আমরা সে মুহূর্তে শত্রুর মুখোমুখী ছিলাম, তাই আমি কোনভাবে আপনাকে মনঃকষ্ট দিতে চাই নি। মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর হযরত খালিদের বাহিনী ইরাক ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)কে কিছুসময় নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত খালিদ (রা.) যাত্রাকালে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আনন্দিত হও কেননা এখন তোমাদের অভিভাবক হলেন এই উম্মতের 'আমিন' অর্থাৎ হযতর আবু উবায়দা (রা.)। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)কে বলতে শুনেছি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের একটি। বস্তুত এমন ভালবাসা ও সম্মানজনক পরিবেশে উভয় নেতা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এটিই হল মু'মিনের তাকওয়া। নামেরও বাসনা নেই, লোক দেখানোরও আকাঙ্খা নেই কর্মকর্তা সাজার বা পদেরও বাসনা নেই। লক্ষ্য কেবল একটিই আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব এরাই হলেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আর প্রত্যেক কর্মকর্তার বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত– এ বিষয়গুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখা।

বায়তুল মাকদাস বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে। এটিও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাদল ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। তারা যখন ফিলিস্তিনের শহরগুলো জয় করে বায়তুল মাকদাস অবরোধ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সেনাদলও তাদের সাথে যোগ দেয়। খ্রিষ্টানরা অবরোধে যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে সন্ধিপ্রস্তাব দেয় কিন্তু শর্ত বেঁধে দেয় যে, স্বয়ং হযরত উমর (রা.) এসে যেন শান্তিচুক্তি করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই প্রস্তাব সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)কে অবহিত করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করে দামেস্কের উপকণ্ঠে অবস্থিতজায়গা জাবিয়া'য় পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে উপস্থিত নেতারা উপস্থিত থেকে তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি (রা.) বলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি কার কথা বলছেন? তিনি (রা.) বললেন, আবু উবায়দা (রা.)। লোকেরা বলল, তিনি এখনি এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) উটনীতে আরোহন করে এসে উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করেন। হযরত উমর (রা.) অন্য সবাইকে প্রস্থান করতে বলেন এবং নিজে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে তার আবাস্থলে যান। তার ঘরে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কেবলএকটি তরবারী, ঢাল, চাটাই এবং একটি পাত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আবু উবাইদা, তোমার নিজের বাড়িতে যৎসামান্য জিনিসপত্র হলেও রাখা উচিত ছিল।ঘরে কিছু জিনিস হলেও রাখা উচিত। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! বাড়িতে জিনিসপত্র রাখলে তা আমাদেরকে আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত করে তুলবে। বাড়ির জন্য জিনিসপত্র আমি নিতে পারি ঠিকই, তবে এর ফলে আমি জাগতিক আরাম ও সুযোগ সুবিধা দেখে সেগুলোতেই মশগুল হয়ে যাবে। এ কারণে আমি বাড়িতে এমন কিছু রাখা পছন্দ করি না।। এসময়ে একটি প্রাণোদ্দীপক ঘটনাও ঘটে। এটি পূর্বে ও

উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা হল হযরত বেলাল (রা.) এর আযান দেয়া সংক্রান্ত। হযরত বেলাল মহনবী (সা.) এর তিরোধানের পর আযান দেয়া বন্ধ করে দেন। এ উপলক্ষ্যে একদিন যখন নামাযের সময় হয়, তখন লোকেরা হযরত উমর (রা.) এর নিকট এসে নাছোড় হয়ে নিবেদন করেন, তিনি যেন হযরত বেলালকে (রা.) আযান দেয়ার আদেশ দেন। হযরত উমরের (রা.) নির্দেশে যখন হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন, তখন সকলেই আবেগপ্রবণ ও অশ্রুসজল হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, কেননা এই আযান তাকে মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রোমানদের শেষ চেষ্টা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, ১৭ হিজরি সনে রোমানরা মুসলমানদের হাত থেকে ইরাক পুনরুদ্ধারের একটি শেষ চেষ্টা করেছিল। উত্তর সিরিয়া আলজজিরা এবং উত্তর ইরাক ও আরমেনিওদের কুর্দীমরুবাসী ও ইরাণীরা হেরাকেলের কাছে আবেদন জানাল, যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ায়ে তাদের সাহায্য করা হয়। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্যসম্বলিত একটি দল প্রদানের আশ্বাস দেয়। যদিও তখন পর্যন্ত হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানকার মরুবাসীদের ওপর তখনও আধিপত্য বিস্তার লাভ হয় নি। রোমান সম্রাটের নৌ-বাহিনী তখনও বহাল ছিল। অতএব তিনি এটিকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং বিরাট এক নৌ-বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন। অন্যদিকে বেদুইন গোত্রগুলোর এক বিশাল বাহিনী হিমস অবরোধ করে ফেলে এবং উত্তর সিরিয়ার কতক শহর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সাহায্য প্রেরণের পত্র লেখেন। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা.)-কে তাৎক্ষনিক কুফা থেকে সৈন্য প্রেররণের আদেশ দেন। অতএব হযরত সা'দ (রা.) কাকাহ বিন আমরের নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুফা থেকে প্রেরণ করেন। তাসত্ত্বেও রোমান সৈন্যদল এবং মুসলমার সৈন্যদলের সংখ্যার মাঝে ব্যপক পার্থক্য ছিল।

আবু উবায়দা (রা.) সেনাদের উদ্দেশ্যে এক প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা করেন এবং বললেন, হে মুসলমানগণ! আজ যারা অবিচলতা প্রদর্শণ করবে এবং জীবিত থাকবে তারা রাজত্ব ও সম্পদ লাভ করবে আর যারা মারা যাবে তারা শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুশরিক না হওয়া অবস্থায় মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হল। মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই রোমানদের ভীত নড়ে গেল এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহরমারাজুদ দিবাজ থেকে দশ মাইল দূরে মাসিসা নামক পাহাড়ী উপত্যকা পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে তারা পালাতে থাকে আর এরপর কখনও কায়সারের সিরিয়ায় সেনাঅভিযান পরিচালনার সাহস হয় নি।

তাউন (তথা প্লেগ) আমওয়াস। এটি রামলা থেকে বায়তুল মাকদাসের পথে ছয় মাইলের দূরুত্বের একটি উপত্যকা। ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে, একে তাউনে আমওয়াস বলার কারণ হল এখান থেকে এই রোগের সূচনা হয়েছিল। এ রোগের কারণে সিরিয়ায় অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিল। অনেকের মতে এর ফলশ্রুতিতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর বিশদ বিবরণ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে দেখা পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর সারখ নামক স্থানে পৌছেন যা সিরিয়া এবং আরবের সীমান্তবর্তী এলাকার তাবুক উপত্যকার একটি গ্রাম যা মদীনা থেকে তের রাতের দূরুত্বে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এভাবেই লিখা হত। এর অর্থ হল, সহস্র মাইলের কাছাকাছি দূরত্ব হবে। সেখানে পৌছলেসৈন্যবাহিনী সহ হযরত আবু উবায়দা ও তার সঙ্গীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমরকে জানান যে, সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। পরামর্শ করার জন্য হযরত উমর প্রথম যুগের মুহাজিরদেরকে নিজের কাছে ডাকেন। হযরত উমর তাদের সাথে পরামর্শ করেন, কিন্তু (এ বিষয়ে) মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কারও কারও মত ছিল যে 'এখান থেকে পিছু হটা উচিত হবে না; পক্ষান্তরে কতক বলেন, 'এই বাহিনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন আর তাদেরকে এই মহামারীর মুখে ঠেলে দেয়া সঙ্গত নয়।' হযরত উমর মুহাজিরদের ফেরত পাঠান এবং আনসারদের ডাকেন ও তাদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু আনসারদের মধ্যেও মুহাজিরদের মত মতামতে ভিন্নতা দেখা দেয়। হযরত উমর আনসারদেরকে ফেরত পাঠান এবং বলেন, 'কুরায়শের বয়োঃবৃদ্ধদের ডাক, যারা মক্কা-বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসেছিল।' তাদেরকে ডাকা হল। তারা সবাই একবাক্যে পরামর্শ দিল, 'এঁদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে চলুন; মহামারীকবলিত এলাকায় তাদেরকে নিয়ে যাবেন না।' হযরত উমর সকলের মধ্যে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা করিয়ে দেন। হযরত আবু উবায়দা তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র নিয়তি কি এড়ানো সম্ভব?' হযরত উমর তখন হযরত আবু উবায়দাকে বলেন, 'হে আবু উবায়দা, হায়! তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি এই কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত (এক) নিয়তি থেকে এড়িয়ে আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত (আরেক) নিয়তির দিকে যাচ্ছি।' কেননা একটি

নিয়তিকে এড়িয়ে অপর নিয়তির দিকে যাচ্ছি কেননা তাও আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত; । তিনি আরও বলেন, 'যদি তোমার কাছে উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন উপত্যকায় যাও যার দু'টি প্রান্ত রয়েছে– একটি সবুজ-শ্যামল এবং অপরটি শুকনো-রুক্ষ। এখন ব্যাপারটি কি এমন না যে তুমি যদি নিজের উটগুলো সবুজ-শ্যামল স্থানে চরাও, তবে সেটিও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি; আর তুমি যদি সেগুলো শুকনো স্থানটিতে চরাও, তাও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ভাগ্য?' বর্ণনাকারী বলেন, "ইতোমধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-ও চলে আসেন, যিনি এতক্ষণ তার কোন ব্যস্তার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি নিবেদন করেন, আমার কাছে এ বিষয়ের সমাধান আছে এ আমি এ বিষয়টি জানি। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা কোন স্থান মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ার সংবাদ শুন সেখানে যাবে না। আর তোমরা যে স্থানে রয়েছ সেখানে যদি এমন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তবে সেখান থেকেও পালিয়ে বাইরে যাবে না'।" একথা শুনে হযরত উমর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ফিরে যান।"

আমওয়াসের প্লেগ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:

হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া যান এবং সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা আমওয়াসের প্লেগ নামে পরিচিত, এবং হযরত আবু উবায়দা ও মুসলিম-বাহিনী তাকে স্বাগত জানায়, তখন সাহাবীরা পরামর্শ দেন যে 'যেহেতু অত্র এলাকায় এখন প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আপনার ফিরে যাওয়া উচিত'। হযরত উমর এই পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ফিরে যাবেন। হযরত আবু উবায়দা বাহ্যিক বিষয়ের ওপর খুব জোর দিতেন। তিনি যখন এই সিদ্ধান্ত জানতে পারেন, তখন তিনি বলেন, 'আ তাফির্‌রু মিনাল কাযা?' 'আপনি কি ঐশী নিয়তি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?' হযরত উমর বলেন, 'আফির্‌রু মিন কাযায়িল্লাহি ইলা কাদারিল্লাহ্'; 'আমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি থেকে তাঁর নির্ধারিত তকদীরের দিকে যাচ্ছি।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত রয়েছে, আর একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত ; উভয় সিদ্ধান্তই তাঁরই, অন্য কারও নয়। আমি তাঁর সিদ্ধান্ত এড়াচ্ছি না, বরং তাঁর এক সিদ্ধান্ত হতে অপর সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত উমর যখন প্লেগের সংবাদ পান তিনি পরামর্শ করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সিরিয়ায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেই থাকে এমন পরিস্থিতিতে মানুষজন কী করে?তারা বলে, প্লেগ দেখা দিলে মানুষ এদিক সেদিক চলে যায় এবং প্লেগ দুর্বল হয়ে পড়েঅর্থাৎ শহরে না থেকে আশপাশের উন্মুক্ত জায়গায় চলে যায়। এই পরামর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, খোদা তা'লা একটি সাধারণ নিয়মও বানিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্লেগকবলিত অঞ্চল থেকে পালিয়ে আশপাশের উন্মুক্ত স্থানে চলে যায় সে বেঁচে যায়। সুতরাং এই বিধানও যেহেতু খোদা তা'লারই বানানো তাই তার কোন বিধানের আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি না। বরং তার সিদ্ধান্ত থেকেঅন্য তকদীরের প্রতিই ফিরে যাচ্ছি অর্থাৎ খোদা তা'লা বিশেষ নিয়মের বিপরীতে তার সাধারণ নিয়মের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। অতএব তুমি বলতে পারবে না যে, আমি পলায়ন করছি, আমি তো কেবল এক আইন থেকে তাঁর অপর আইনে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত উমর মদিনা ফিরে আসেন কিন্তু প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় তিনি খুবই বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। একদিন হযরত উমর হযরত আবু উবায়দাকে পত্র লিখে পাঠান যে, তোমার সাথে আমার একটি অতিব জরুরী কাজ রয়েছে তাই এই পত্র পাওয়ামাত্রই মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করো। পত্র যদি রাতে হস্তগত হয় তাহলে সকাল হবার অপেক্ষা করো না আর যদি পত্র সকালে পৌঁছে তাহলে রাতের অপেক্ষা করো না। হযরত আবু উবায়দা উক্ত পত্র পড়ে বলেন, আমি আমীরুল মোমেনীনের প্রয়োজনীয়তা জানি, আল্লাহ্ হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি কৃপা করুন তিনি তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছেন যে জীবিত থাকার নয়। তিনি হযরত ওমরের দুশ্চিন্তার বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত পত্রের উত্তর দিয়ে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে ডাকবেন না এখানেই থাকতে দিন। আমি মুসলমান সিপাহীদের একজন, যা হবার হবে আমি এ থেকে কিভাবে বিমুখ হতে পারি? হযরত উমর (রা.) এই পত্র পাঠ করে কেঁদে ফেলেন। তিনি তখন মুহাজেরদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত আবু উবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি (রা.) বললেন, না, কিন্তু হয়তো ইন্তেকাল করবেন। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দাকে লেখেন, মুসলমানদেরকে এই অঞ্চল থেকে বের করে স্বাস্থকর কোন এলাকায় নিয়ে যাও। কোন মুসলমান সিপাহী যখনই প্লেগমহামারীতে শহীদ হত হযরত আবু উবায়দা কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের শাহাদত কামনা করতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, তখন তিনি এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! এই শাহাদতে কি আবু উবায়দার পরিবারের কোন অংশ নেই? একদিন হযরত আবু উবায়দার আঙ্গুলে একটি ছোট ফোস্কা দেখা দেয়। এটি দেখে তিনি বলেন, আশা করছি আল্লাহ্ এই নগন্য জিনিসে বরকত দিবেন আর আশিষ বা বরকত হলে সামান্য জিনিসও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু উবায়দা প্লেগে আক্রান্ত হলে আমি তার সেবার জন্য তার কাছে গেলাম তখন হযরত আবু উবায়দা আমাকে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে উদারাময়ে মারা যায় সেও শহীদ, যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ আর যে ছাদ ধসে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ। হযরত আবু উবায়দার যখন অন্তিম মুহূর্ত আসে তখন লোকদের তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি নসীহত করছি, তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তাহলে উপকৃত হবে। সেই উপদেশ বা নসীহত হল, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রমযানে রোযা রেখো, দান-খয়রাত করতে থেকো, হজ্জ ও উমরা করো, একে অপরকে পুন্যকাজের তাকিদপূর্ণ নসীহত করো। তোমাদের আমীরদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকো তাদেরকে ধোকা দিও না। দেখো, তোমাদের নারীরা যেন তোমাদেরকে আবশ্যকীয় কাজে যেন উদাসীন না করে। মানুষ যদি হাজার বছরও জীবিত থাকে একদিন না একদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় যেভাবে আমিও চলে যাচ্ছি। আল্লাহ্ আদম সন্তানদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে, বুদ্ধিমান সে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমীরুল মোমেনীনকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে আর আমার পক্ষ থেকে নিবেদন করবে যে, আমি সমুদয় আমানত আদায় করে দিয়েছি। অতঃপর আবু ওবায়দা বল্লেন, আমাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানেই দাফন করো। অতএব, জর্ডানের বিসান উপত্যকায় তার কবর রয়েছে। কতিপয় বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ নামায পড়ার জন্য জাবিয়া থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। অপর বর্ননা অনুযায়ী সিরিয়ার ফেহ্‌ল অঞ্চলে তার মৃত্যু হয় এবং বিসান নামক স্থানের পাশে তার কবর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা তার মৃত্যুসহ্যায় হযরত মুয়ায বিন জাবালকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। যখন আবু উবায়দার মৃত্যু হয় তখন হযরত মুয়ায লোকদের বলেন, হে লোকসকল! আজ আমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন যার চাইতে অধিক স্বচ্ছ হৃদয়, হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত, লোকদের প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী ও শুভাকাঙ্খী মানুষ আমি দেখিনি। দোয়া কর, আল্লাহ্ যেন তার প্রতি স্বীয় করুণারাজী বর্ষণ করেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। একবার হযরত উমর হযরত আবু উবায়দাকে চার হাজার দিরহাম এবং চারশত দিনার পাঠান এবং তার বার্তাবাহককে বলেন, তুমি দেখবে এ অর্থ নিয়ে সে কী করে। এরপর সেই অর্থ নিয়ে বার্তাবাহক যখন হযরত আবু উবায়দার কাছে পৌঁছে তখন হযরত আবু উবায়দা সমুদয় অর্থ লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বার্তাবাহক ফিরে এসে পুরো বৃত্তান্ত হযরত উমরকে খুলে বলে। তখন হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি ইসলামে আবু উবায়দার ন্যায় লোক সৃষ্টি করেছেন। হযরত ওমর একবার তাঁর সঙ্গীদের বলেন, যে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা কর। একজন বলে, আমার আকাঙ্ক্ষা হল, এ ঘর যেন সোনায় ভরে যায় এবং আমি যেন সেগুলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যায় করতে পারি। আরেকজন বলে, আমার চাই ঘর যেন হীরা-জহরতে ভরে যায় যাতে আমি সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারি ও সদকা করতে পারি। হযরত ওমর বলেন, আরও কোন আকঙ্ক্ষার প্রকাশ কর। তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা আর কী আকাঙ্ক্ষা করব?হযরত উমর বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হল, এ ঘর যেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.) এবং হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মত লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ এমন লোক দ্বারা এ ঘর পূর্ণ হোক। এরা কতই না সৌভাগ্যবান! যারা এ জগতেও আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং পরবর্তী জগতেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন। তাঁর স্মৃতিচারণ আজ শেষ হল।

কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো;তাদের স্মৃতি চারণ হবে।প্রথম জানাযা আমাদের শহীদের যিনি সম্প্রতি শহীদ হয়েছেন। (তিনি হলেন) পেশাওয়ার নিবাসী ফযল দীন খটক সাহেবের পুত্র প্রফেসর নঈম উদ্দীন খটক সাহেব। ০৫ অক্টোবর দুপুর দেড়টায় বিরোধীরা গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। সুপিরিয়র সাইন্স কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন সেখান থেকে প্রায় দেড়টার সময় অধ্যাপনা শেষে ঘরে ফিরছিলেন; দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে তাকে গুলি করে এবং তাকে অকুস্থলেই শহীদ করে দেয়। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদের বয়স ৫৬ বছর ছিল। পঁচিশ বছর যাবত শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমফিল করেছিলেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে চীন যান এবং সেখানে মাইক্রো এনভাইরনমেন্টাল বায়োলজিতে পিএইচডি করেন। ফিরে এসে ইসলামিয়া কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন। পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। পিএইচডি'র ছাত্রদের ইন্টারভিউ প্যানেলের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে লেকচারের জন্য ডাকত। শিক্ষা বিভাগের সাথেই তিনি বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন। তার বংশে

আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রুকনুদ্দীন খটক সাহেবের মাধ্যমে হয়েছে। তিনি করক জেলার অধিবাসী ছিলেন আর দাদী মোহতরমা বিবি নূর নামা সাহেবাও আহমদী হয়েছিলেন।

তার দাদির পিতার নাম শের জামান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি একটি আশিষমণ্ডিত জামাও উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন যা তাদের পরিবারে আজও সংরক্ষি রয়েছে। শহীদ মরহুমের পিতা ফযল দ্বীন সাহেব লাইভস্টক বিভাগে পশু ডাক্তার ছিলেন এবং ডেপুটি ডিরেক্টর থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সুপরিচিত কবিও ছিলেন। তার মা মাহবুবাতুর রহমান সাহেবা শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন এবং এপদে থাকতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পরিবার কয়েক বছর ধরে বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছে। শহীদ মরহুমের শ্বশুর এ্যাডভোকেট বশীর আহমদ সাহেব পেশাওয়ারের চিনি পায়াঁ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ২০১৯ সালে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল আর আজওজানা যায় নি কোথায় অর্থাৎ তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। শহীদ মরহুম জামাতী দায়িত্ব পালনেও উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার ডিউটির জন্য উপস্থিত থাকতেন। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল অতিথিসেবা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, দরিদ্রদের সাহায্য করা, পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আহমদী ছেলেমেয়েদের বারবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের নসীহত করতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরও উচ্চশিক্ষা প্রদান করেন। শহীদ মরহুমের স্ত্রী সাদিয়া বুশরা সাহেবা বলেন, শাহাদতের ১ সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাবওয়ায় বেহেশতি মাকবেরায় যান এবং বলেন, হায়! আমরাও যদি এখানে একটু জায়গা পেতাম। আবার পরক্ষণেই বলেন, আমাদের কি আর এখানে কবরস্ত হওয়ার সৌভাগ্য আছে! যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার বাসনা এভাবে পূর্ণ করেন যে, রাবওয়াতে তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শহীদ মরহুমের শ্যালক ডাক্তার মুনীর আহমদ খান সাহেব বর্তমানে তাহের হার্ট ফাউণ্ডেশন-এ কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, শহীদ মরহুম তাকে বলেছিলেন, এক বিরোধী প্রফেসর রয়েছে, সে তার ও তার সন্তানদের ছবি অপর বিরোধীদের দেখায় আর এদের হত্যা করার জন্য তাদের প্ররোচিত করে। মরহুমের বাড়ির বাইরেও বিরোধিতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছিল। মরহুমের শ্যালক বলেন, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের সাথে খাবার খান। উত্তরে তিনি বলেন, আমি লঙ্গরখানায় খাব আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানার খাবারের স্বাদ এবং বরকত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সময় আপনার এখানে খাবো। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী সাদিয়া নাসীম সাহেবা ছাড়া তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর অপর দুই মেয়ে পড়ালেখা করছে। তার এক ছেলে কলীমউদ্দীন খটক ইঞ্জিনিয়ার অপর ছেলে নূরুদ্দীন খটক প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার আরেকজন আত্মীয় অর্থাৎ নাভিদ আহমদ সাহেব পেশাওয়ার জামাতের আমীর হিসেবে জামাতের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফেরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের পুত্র স্নেহের উসামা সাদেকের, যিনি জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র ছিল। সম্প্রতি জার্মানীর রাইন নদীতে ডুবে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল বিশ বছর। পাকিস্তানের গুজরাত জেলার চক সিকান্দরের অধিবাসী ছিলেন। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। পিতামাতা ছাড়া তার পাঁচ বোন এবং এক ভাই আছে। তাদের বংশে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগে তার দাদাদের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে এবং তার দাদা আপন দুই ভাইকে নিয়ে আহমদী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভাইয়েরা আহমদীয়াত থেকে সরে যায় কিন্তু তার দাদা আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নানার বংশে তার বড় নানা হযরত শাহ মুহাম্মদ সাহেব এবং তার পিতা হযরত লঙ্গর মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তারা ১৯০৩ সালে জেহলমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮৯ সনে চক সেকান্দারে জামা'তি অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক মিছিল মিটিং হয়। তখন স্নেহাস্পদের পিতামাতাকেও অনেক বিরোধিতার শিকার হতে হয়। স্নেহাস্পদের মাতাকেও প্রহার করা হয়। তার পিতা সাদেক সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় আর সেই মামলা সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। যাহোক, পরবর্তীতে তারা জার্মানী চলে আসেন। প্রাথমিক কিছুটা পড়ালেখা সে পাকিস্তানেই অর্জন করেছিল আর এখানে এসে সে জামেয়াতে ভর্তি হয়। সম্প্রতিই সে তৃতীয় বর্ষের পড়ালেখা সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এমনই ছিল আর তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তার পিতার ভাষ্য হল মরহুমের যত প্রশংসাই করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। কেননা অল্প

বয়সেই সে অনেক কাজ করেছে। একজন ছাত্র হিসেবে সে খুবই কুশলী ছিল। তার অধিকাংশ সময় কাটতো পড়াশোনায়। করোনার কারণে গত ছয় মাস সে বাড়িতে কাটিয়েছে। বাজামা'ত নামায পড়ার পাশাপাশি সে রমযানের সবগুলো রোযাও রেখেছে আর একই সাথে বাজামা'ত তারাবির নামাযও পড়াতো। ছুটির পর জামেয়া ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ক্রোড়ে ফিরে যায়। তার মাতা বলেন, সে অনেক গুণের মালিক ছিল এবং অত্যন্ত দায়িত্ববোধ নিয়ে সব কাজ করত আর এটি (মাথায় থাকত যে)কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। খুবই সল্পভাষী প্রয়োজনের সময় কথা বলত।
পিতামাতার খুবই অনুগত সন্তান, দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল কিন্তু বিচক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করত। এজন্য সে আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। জার্মানির ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ফরিদ সাহেব লিখেন, উসামা বেশ কিছু গুণের অধিকারী ছিল আর সেগুলোর মাঝে একটি গুণ ছিল তবলীগি কার্যক্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা। মৃত্যুর পূর্বেও সে লাগাতার তিন দিন ফ্লায়ার বিতরণের জন্য পূর্ব জার্মানি অবস্থান করে। ফ্লায়ার বিতরণের জন্য বলা হলে কখনোই অস্বীকৃতি জানাত না বরং উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করত। জার্মানি জামেয়া থেকে পাশ করা মুরব্বী সোহেব নাসের বলেন, আমার চেয়ে চার বছর নীচে ছিল কিন্তু ইবাদত করার ক্ষেত্রে সে আমার জন্য আদর্শ ছিল। নামাযের জন্য মসজিদে তাকে অধিকাংশ সময় প্রথম সারিতে দেখেছি, নামাযের পূর্বে মসজিদে এসে নফল নামায পড়ত। নামাযের পর অধিকাংশ সময় যিকরে ইলাহীতে রত থাকত। সে সেসব ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা সর্বপ্রথম মসজিদে আসে এবং সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। একইভাবে জুমুআর নামাযেও সে প্রথম সারিতে বসত। জামেয়ার পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ আন্তরিক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার পিতামাত ও ভাইবোনকে ধৈর্য দান করুন।

পরবর্তী জানাযা হল সেলিম আহমদ মালেক সাহেবের। তিনি প্রথমে এখানে সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাথে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর যখন জামেয়া আরম্ভ হল তখন জামেয়ার শিক্ষকও ছিলেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা হযরত মালেক নূরুদ্দীন সাহেব এবং পিতা হযরত মালেক আযীয আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতার একটি ঘটনা তার মাতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তাদের বাড়িতে কোন অসুস্থতার দরূন মালেক সাহেবের পরিবারের অর্থাৎ দাদার দিকের পরিবারের অনেক লোক মৃতুবরণ করে। তখন তার দাদি সম্ভবত হযরত হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের কাছ বাচ্চার এ অবস্থার কথা বলেন। মওলানা সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তাকে দেখার জন্য তাদের বাড়ি আসেন এবং দেখে বলেন, বাচ্চার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। কেবল দোয়াই তাকে রক্ষা করতে পারে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হনএবং দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয় মসজিদে আকসার সিঁড়িতে এবং সেখানেই তিনি দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা এখনই গিয়ে শিশুটিকে দেখে আসি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের বাড়ি যান আর ঘরে প্রবেশ করে শিশুটির কপালে হাত রাখেন এবং বলেন, এই শিশু ইনশাল্লাহ্ অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি হুযূর আকদাস (আ.)-এর দোয়ারই নিদর্শন ছিল যে, শিশুটি আরোগ্য লাভ করে আর এরপর মরহুমের পিতা সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। সেলিম মালেক সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর শিয়ালকোট চলে যান কলেজের লেখাপড়া সেখানেই করেন। সেখান থেকে করাচি চলে যান সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর পর্যন্ত জিওলজিক্যাল ক্যামেস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। মরহুমের শুরু থেকেই ইউ কে জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত মনোনীত হন। বহুদিন পর্যন্ত সেক্রেটারী উমরে খারেজা ছিলেন। জামা'তের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান বিভাগে অনেক কাজ করেছেন। আহমদীদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনাকারী হিউম্যান রাইটস কমিটির সাথে দুই বার পাকিস্তানে গিয়ে রিপোর্ট তৈরি করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাগানো হয়ে থাকেমরহুম মালেক সাহেব ১৯৯২ সালে ইউ কে এবং স্পেনে জামা'তের স্টল লাগানো এবং সেগুলো ওর্গানাইজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৯৭ সালে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে কমিটি করা হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) গঠন করেন তাতে সেলিম মালেক সাহেবকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। একইভাবে জামেয়া আহমদীয়া ইউকে-এর শুরু হওয়া পূর্বেইর কমিটি গুলোরও তিনি সদস্য ছিলেন। জামেয়া

আহমদীয়া ইউকে- আরম্ভর হওয়ার সময় তাকে চীফ এ্যাডমিনিস্টেটর নিযুক্ত করা হয়। এই দায়িত্ব তিনি ১৩ নভেম্বর ২০০৫ সাল পর্যন্ত পালন করেছেন। জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস পড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন আর তা তার মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল। যখন ইসলামাবাদ ক্রয় করা হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনায় তিনি সেখানে যথারীতি লাইব্রেরী বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। মরহুম একজন অত্যন্ত ধার্মিক, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, মানুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও সদালাপী, একজন দাঈ ইলাল্লাহ্, অতিথিপরায়ণ, খেলাফতের সাথে অত্যধিক ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার সম্পর্ক রক্ষাকারী একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পেছনে তার স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং বেশ কয়েকজন দৌহিত্র দৌহীত্রী রেখে গেছেন। তার ভাগ্নে মিয়াঁ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন ১৯৬০ সনে লন্ডন আসার সময় তার বাবা মালেক আযীয আহমদ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তার ছেলেকে নসীহত করেন। নসীহতগুলো এমন ছিল যে, প্রথমত জামা'তের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। বিলেতে যাচ্ছ বলে, সেখানকার চাকচিক্যে হারিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, সব সময় যথাহারে চাঁদা আদায় করবে, কেননা এটাও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য জরুরী। তৃতীয়ত, কেউ যদি সাহায্য চায়, তোমার যতই কষ্ট হোকনা কেন সেক্ষেত্রে কখনো পিছু হটবে না। তিনি বলেন, পিতামাতার নসিহত আমি সর্বদা মেনে চলেছি। তার ভাগ্নে লিখেন, তিনি এ কথা বলেন নি তবে পরে আমি জানতে পেরেছি যে, একবার তার কোন এক আত্মীয়ের মোটা অংকের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিজ বাড়ী বিক্রি করে তার সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে দিয়েছেন, তার চেয়েও বড় বাড়ি তিনি পেয়ে যান। জ্ঞানের দিক থেকে বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। প্রথমদিকে যখন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি তাকে জানতাম না , তখন আমি মনে করেছিলাম যে, উনি হয়তো সাধারণ কোন আহমদী, ইংরেজি পড়ান, হয়তো ভালো ইংরেজি জানেন। কিন্তু পরে জানতে পারি, তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তায়ও অনেক অগ্রগামী ছিলেন এবং সর্বদা জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। খেলাফতের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন।জ্ঞানের দিক থেকে তিনি জীবন্ত ইনসাক্লোপিডিয়া ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষভাবে ইতিহাসে তার ভালো দখল ছিল এছাড়া ইংরেজি বা উর্দু সাহিত্যের প্রতি তার অনেক আর্কষণ ছিল কিন্তু কখনো তিনি নিজের জ্ঞান জাহের করতেন না। অন্যদেরকে ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবি ও পাকিস্তানি শ্রেণীর মাঝে তার ভাল জানাশোনা ছিল। তিনি সবসময় এই সর্ম্পককে জামা'তের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। মরহুম যখন সেক্রেটারী উমুরে খারেজা ছিলেন তখন তিনি লর্ড ইব্রির সাথে গভীর সর্ম্পক গড়ে তুলে ছিলেন। তার মাধ্যমেই লর্ড ইব্রির সাথে আমাদের জামা'তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সংসদ ভবনে আমার সর্বপ্রথম যে ভিজিট হয়েছিল তাতেও মালেক সাহেবর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর্জেন্টিনার মুরব্বী সিলসিলাহ মারওয়ান সরওয়ার গিল বলেন, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের কারণে জামেয়ার সমস্ত ছাত্রের কাছে এবং আমার কাছেও তার বিশেষ সম্মান ছিল। কিন্তু জামেয়া পাশ করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে তারসাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেন। আমার যখন আর্জেন্টিনায় পদায়ণ হয় তখন তিনি খুব আনন্দিত হন আর আমাকে বলেন, তুমি যেহেতু প্রাথমিক মোবাল্লেগ এই জন্য অনেক কাজ করতে হবে এবং জামা'তের নাম উজ্জল করতে হবে। এছাড়া সঠিকভাবে তবলীগ করতে হবে এবং বিশেষভাবে সেখানকার ভাষা শিখবে আর ভাষার মান এ পর্যায় নিয়ে যাবে যেন পত্রিকায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। জ্ঞানের প্রতি তার অনেক আগ্রহ ছিল।

অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁর পাঠাগারে নিয়ে যেতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারও ছিল। বেশ কয়েকজন ছাত্র এবং মুরুব্বী আমাকে লিখেছে, তিনি বলতেন– আমার বাড়িতে এসেছ; এখান থেকে নিজের পছন্দমত যেকোন একটি বই নিয়ে যাও; এটি তোমার জন্য (আমার) উপহার। তিনি সবসময় বলতেন, জামেয়া আহমদীয়া একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে খলীফাতুল মসীহ্‌র অনেক বড় প্রত্যাশা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকেফে জিন্দেগীদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করা উচিত। মারওয়ান সাহেব আরও লিখেন, আর্জেন্টিনা যাত্রা করার আগে আমাকে তিনি বিশেষ করে নসীহত করে বলেন, ভাষা শিক্ষায় এতটা দক্ষতা অর্জন করবে যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, (পত্রপত্রিকায়) যেন স্প্যানিশ ভাষায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। তিনি একথাও বলেন যে, আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে। আমি কখনো আলস্য প্রদর্শন করলে তিনি নিজেই যোগাযোগ করতেন এবং চিঠি লিখতে বলতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন, সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মকে একইভাবে খেলাফত ও জামা'তের সাথে বিশ্বস্তার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পরে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা
১৯২০ ২০২০

CENTENARY CELEBRATIONS
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Dhaka

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ জলসা, ২০২০

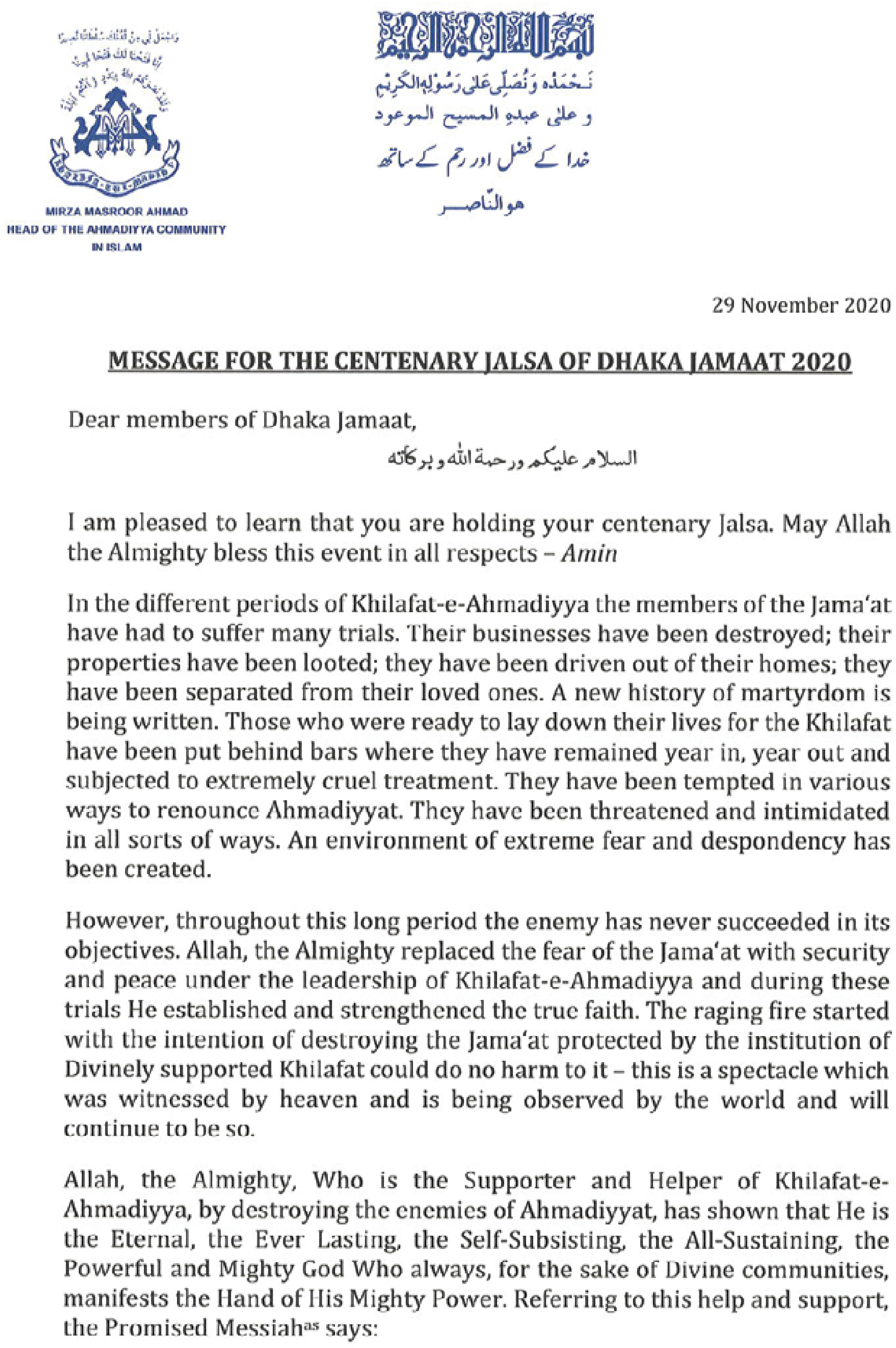

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

29 November 2020

MESSAGE FOR THE CENTENARY JALSA OF DHAKA JAMAAT 2020

Dear members of Dhaka Jamaat,

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

I am pleased to learn that you are holding your centenary Jalsa. May Allah the Almighty bless this event in all respects – *Amin*

In the different periods of Khilafat-e-Ahmadiyya the members of the Jama'at have had to suffer many trials. Their businesses have been destroyed; their properties have been looted; they have been driven out of their homes; they have been separated from their loved ones. A new history of martyrdom is being written. Those who were ready to lay down their lives for the Khilafat have been put behind bars where they have remained year in, year out and subjected to extremely cruel treatment. They have been tempted in various ways to renounce Ahmadiyyat. They have been threatened and intimidated in all sorts of ways. An environment of extreme fear and despondency has been created.

However, throughout this long period the enemy has never succeeded in its objectives. Allah, the Almighty replaced the fear of the Jama'at with security and peace under the leadership of Khilafat-e-Ahmadiyya and during these trials He established and strengthened the true faith. The raging fire started with the intention of destroying the Jama'at protected by the institution of Divinely supported Khilafat could do no harm to it – this is a spectacle which was witnessed by heaven and is being observed by the world and will continue to be so.

Allah, the Almighty, Who is the Supporter and Helper of Khilafat-e-Ahmadiyya, by destroying the enemies of Ahmadiyyat, has shown that He is the Eternal, the Ever Lasting, the Self-Subsisting, the All-Sustaining, the Powerful and Mighty God Who always, for the sake of Divine communities, manifests the Hand of His Mighty Power. Referring to this help and support, the Promised Messiah^{as} says:

"The world does not recognise me, but He Who has sent me knows me. It is their error and utter misfortune that they want my destruction. I am the tree, which the True Master has planted with His own Hand ... People! Rest assured that the Hand [of God] is with me. He will always remain faithful to me."(*Zamima Tuhfa Golarhwiyya*, Ruhani Khaza'in Vol. 17, pp. 49,50)

Today, by the grace of Allah, the unbreakable relationship of mutual love for the sake of God between the Jama'at and the Khalifa of the time has been established. Ahmadis – men, women, children, the old and the young alike – have become so close to the Khalifa of the time that it would not have been possible without the support of Allah, the Almighty. The lovers of Khilafat and are found throughout the world. They hold fast to the rope of Allah, which has been given to them in the form of Khilafat, and raise banners of the beautiful teachings of Islam regarding peace and love in the world. Allah, the Almighty has united the Jama'at at one hand through the blessing of Khilafat and has threaded them on the blessed string of Khilafat.

This is a divinely supported Jama'at which, using all modern means of communication, is giving the message of the true faith to the people of all religions, nationalities, colours and race. Those who have selfless love for Khilafat are always busy propagating the true faith and every new day dawns with the glad tidings of the progress and victory of Ahmadiyyat, i.e. the true Islam. This, in other words, is the establishment and the strengthening of faith. Thus, Jama'at-e-Ahmadiyya is in itself the proof of the fulfilment of the promises which Allah, the Almighty has made to the believers about the establishment of the Khilafat, about replacing their fear with peace and security and about establishing the faith.

Cling to the Khilafat, so that you may forever benefit from its bounties and so that you may protect your future generations. Always remain attached to it and impart love for it upon your children. Moreover, continue to help the Khalifa of the time with sincerity, faithfulness and prayers. May Allah enable you all to do so. *Amin*

With best wishes and prayers,
Yours sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو الناصر

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

২৯ নভেম্বর ২০২০

ঢাকা জামা’তের শতবার্ষিকী জলসা ২০২০ এর জন্য বাণী

ঢাকা জামা’তের প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা আপনাদের শতবার্ষিকী জলসার আয়োজন করছেন জেনে আমি আনন্দিত। আল্লাহ্ তা’লা সকল দিক থেকে এ অনুষ্ঠানকে বরকতমণ্ডিত করুন, আমীন।

আহমদীয়া খিলাফতের বিভিন্ন যুগে জামা’তের সদস্যদের বহুবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট করা হয়েছে, তাদের সহায়-সম্পদ লুট করা হয়েছে, তাদেরকে নিজ বাসগৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, নিজ প্রিয়জনদের কাছ থেকে পৃথক করা হয়েছে। শাহাদত বরণের এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে। যারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাদের কারাবন্দি করা হয়েছে, যেখানে তারা বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন এবং অত্যন্ত নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার জন্য তাদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্ভাব্য সবধরনের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। চরম ভয়-ভীতিকর ও হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে শত্রু কখনো তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় নি। আল্লাহ্ তা’লা আহমদীয়া খিলাফতের নেতৃত্বে এ সকল পরীক্ষার সময়, জামা’তের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিণত করে দিয়ে প্রকৃত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করেছেন। ঐশী খিলাফত দ্বারা সুরক্ষিত জামা’তকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে লেলিহান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, তা এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি– এটি এমন এক দৃশ্য যা আকাশ অবলোকন করেছে এবং জগতও প্রত্যক্ষ করেছে আর এমনটিই হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা’লা, যিনি স্বয়ং আহমদীয়া খিলাফতের সমর্থক ও সাহায্যকারী, আহমদীয়াতের শত্রুদের ধ্বংস করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, স্বয়ং-স্বনির্ভর, সর্বনির্ভরস্থল, মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তিধর অস্তিত্ব, যিনি সর্বদা ঐশী জামা’তসমূহের অনুকূলে তাঁর মহাশক্তিশালী হাত প্রদর্শন করে থাকেন। এ সাহায্য ও সমর্থনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

“জগত আমাকে চিনে না কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এটি তাদের ভ্রান্তি এবং চরম দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ, যার চারা প্রকৃত মালিক নিজ হাতে রোপন করেছেন ... হে লোকসকল! নিশ্চিত জেন, আমার সাথে সেই হাত আছে, যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সাথে বিশ্বস্তা রক্ষা করবে।” *[যমীমা তোহ্‌ফা গোলাড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০]*

আজ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আর কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে জামা’ত এবং যুগ-খলীফার মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার অটুট বন্ধন রচিত হয়েছে। আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুগ-খলীফার এত নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছেন, যা মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা’লার

সমর্থন ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। খিলাফতের প্রেমিকদল বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান। তারা আল্লাহ্‌র সেই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন, যা খিলাফত আকারে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্বে শান্তি ও ভালোবাসার ইসলামের শিক্ষার পতাকা উড্ডীন করে চলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে খেলাফতের কল্যাণে এক হাতে এক্য করেছেন এবং তাদেরকে খেলাফতের আশিসমণ্ডিত সুতোয় একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।

এটি ঐশী সমর্থনপুষ্ট এমন এক জামা'ত, যা যোগাযোগের সকল আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সত্য ধর্মের বাণী জগতের সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। খিলাফতের জন্য যাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা রয়েছে, তারা সদাসর্বদা সত্য ধর্মের প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন এবং প্রত্যেক দিন আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অগ্রগতি ও বিজয়ের একরাশ শুভসংবাদ নিয়ে উদিত হচ্ছে। এক কথায়, এই হল ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও এর শক্তিশালীকরণ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মুমিনগণের নিকট খিলাফত প্রতিষ্ঠা, তাদের ভয়-ভীতি ও আশঙ্কাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেয়া এবং ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার বিষয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্বয়ং সেগুলোর পূর্ণতার প্রমাণ।

খিলাফতকে আঁকড়ে ধরে থাকুন, যেন আপনারা চিরকাল এর কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং যেন আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারেন। সর্বদা এর সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং নিজ সন্তানদের মাঝে এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। উপরন্তু যুগ-খলীফাকে আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও দোয়া দ্বারা সাহায্য করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে একাজ সম্পাদন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনাদের একান্ত,

মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস

জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দোয়া

'যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করে, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের প্রতি দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন; যাদের প্রতি তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।'

(বিজ্ঞাপন: ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা'র প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

পতাকা উত্তোলন
শতবর্ষ জলসা ২০২০
আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত,ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে ০৫ ডিসেম্বর, রোজ শনিবার বিশেষ জলসা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সকাল ৯ ঘটিকায় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও 'লওয়ায়ে আহমদীয়া' উত্তোলন এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

এরপর জলসার কার্যক্রম মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র আল্ কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ইনসান আলী ফকির। এরপর সুললিত কণ্ঠে নযম পরিবেশন করেন জনাব জি. এম. ইরফান রহমান।

শতবর্ষ জলসা ২০২০
আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত
ঢাকা

শতবর্ষ জলসা ২০২০
ঢাকা
Centennial Jalsa 2020
Ahmadiyya Muslim Jama'at
Dhaka

শতবার্ষিকী বিশেষ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) দয়াপরশ হয়ে বাণী প্রেরণ করেন। তা পাঠ করে শোনান মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী।

এরপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। তিনি প্রথমেই জলসায় আগত সকলকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি এ লিল্লাহী জলসার মহত্ত্ব দোয়ার মাধ্যমে উদ্ভাসিত করার এবং পরস্পরের মাঝে 'মহব্বত' বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

শতবর্ষ জলসা ২০২০
Centennial Jalsa 2020
Ahmadiyya Muslim Jama'at
Dhaka

এ পর্যায়ে 'দোয়ার কবুলিয়াত ও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ' নিয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বি সিলসিলাহ্।

এরপর 'আর্দশ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.) এর ভূমিকা' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক।

এরপর 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরব্বি সিলসিলাহ্। এরপর সুললিত কণ্ঠে দলীয় নযম 'আরবি কাসিদা' পরিবেশন করেন ডা. আতাহার আহমদ ও তার দল।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রতিবেশী জনাব মুবাশ্বির আহমদ এবং জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব।

LIVE
আহমদিয়া ম জামা'ত
ঢাকা

এরপর 'হযরত ইমাম মাহমদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন মওলানা রাসেল সরকার, মুরব্বি সিলসিলাহ্।

এরপর ঢাকা জামাতের প্রবীণ ব্যক্তি হিসেবে অভিব্যক্তি পেশ করেন জনাব মোবাশশেরউর রহমান, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত (ওসীয়্যত ব্যবস্থার আলোকে) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব বশির উদ্দিন আহমদ

এরপর পর্যায়ক্রমে স্মৃতিচারণ করেন জনাব আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, বিচারপতি জাফর আহমদ, জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের, জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, জনাব খলিলুর রহমান।

শতবর্ষ জলসা ২০২০
Centennial Jalsa 2020
Ahmadiyya Muslim Jama'at
ঢাকা
Dhaka

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ওমর বিন আব্দাল আজিজ, কাউন্সিলর,২৭ নং ওয়ার্ড ডিএসসিসি। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার শতবর্ষ ধরে শান্তি সম্প্রীতি বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মোবারকবাদ জানান।

এ পর্যায়ে সুললিত কণ্ঠে নযম পরিবেশন কনে জনাব আব্দুস শাকুর। এরপর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন জনাব ফারুক আহমদ, জনাব সবির আহমদ।

তারপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ তসাদ্দক হোসেন,অফিসার, বিশেষ শতবার্ষিকী জলসা, ঢাকা-২০২০।

এপর্যায়ে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরি, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তাঁর দোয়ার মাধ্যমে শতবার্ষিকী লিল্লাহী জলসার কার্যক্রম অনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত করা হয়।

শতবর্ষ জলসা ২০২০
আহমদিয়া মুসলিম জামা'ত
ঢাকা

ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন

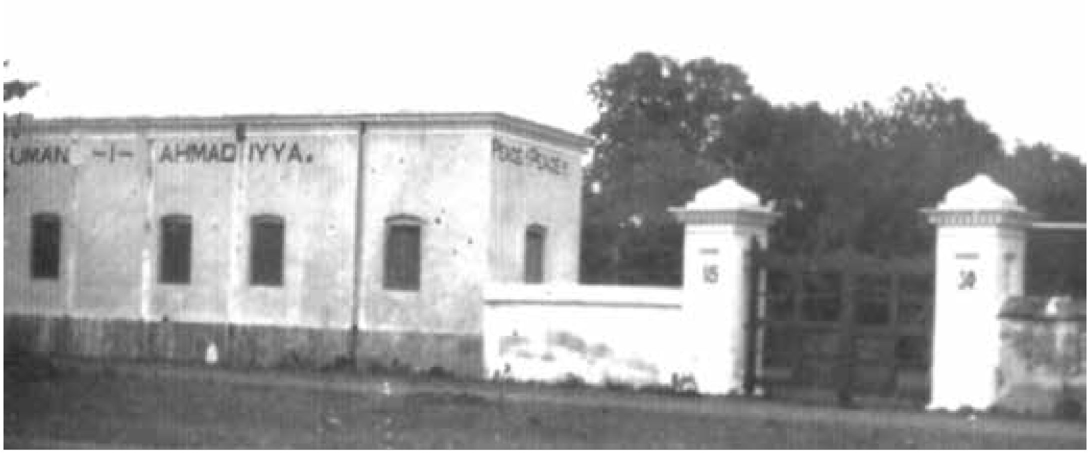

ঢাকা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের পুরাতন মসজিদের একাংশ

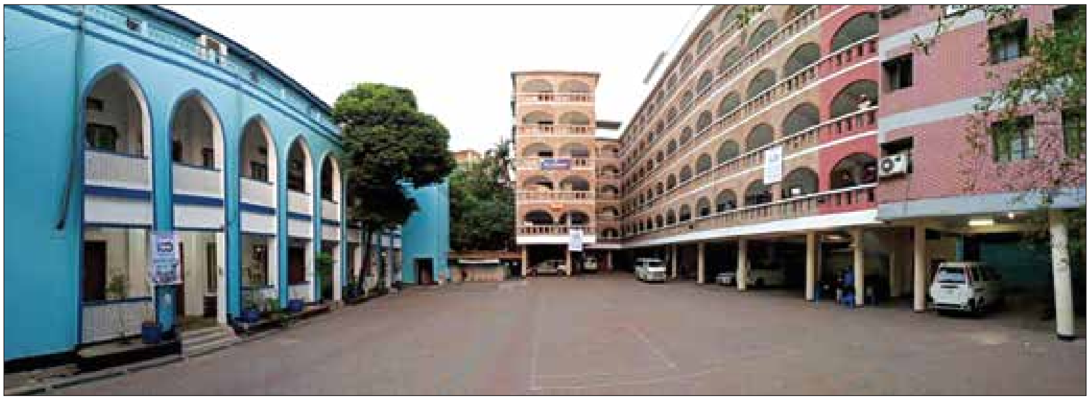

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বকশীবাজারে অবস্থিত ‘দারুত তবলীগ’ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স

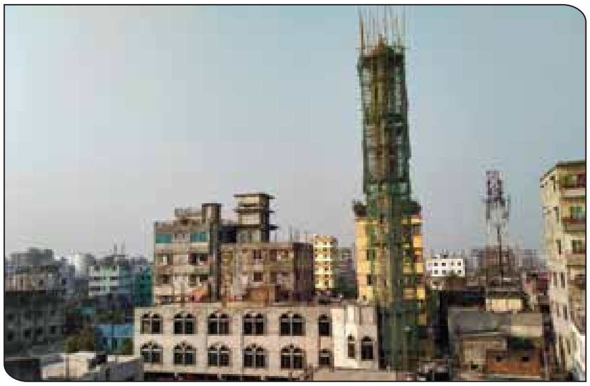

‘মস্‌জিদুল হুদা’ আহমদীয়া মসজিদ, মাদারটেক হালকা
(নতুন নির্মাণাধীন মসজিদ)

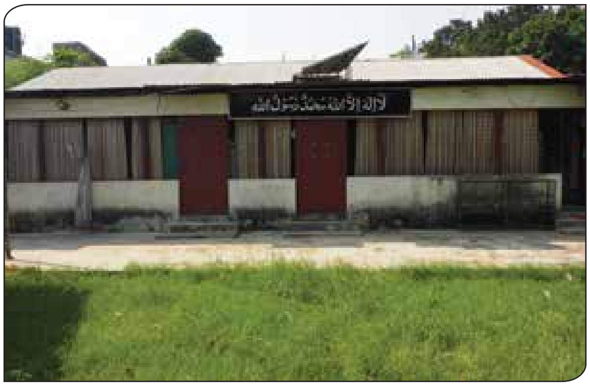

ঢাকা জামা’তের আশকোনা হালকায় নির্মিত মসজিদ
‘বায়তুল হুদা’ (নতুন মসজিদ)

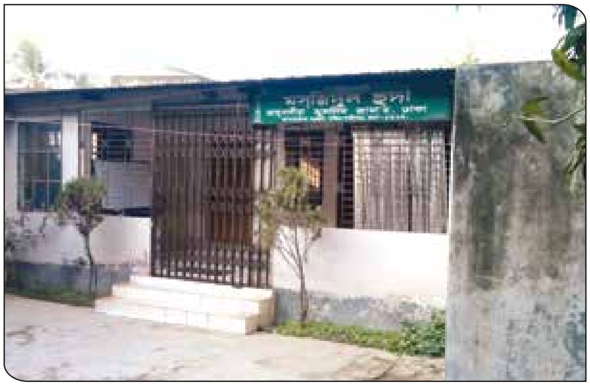

'মস্‌জিদুল হুদা' আহমদীয়া মসজিদ, মাদারটেক হালকা
(পুরাতন মসজিদ)

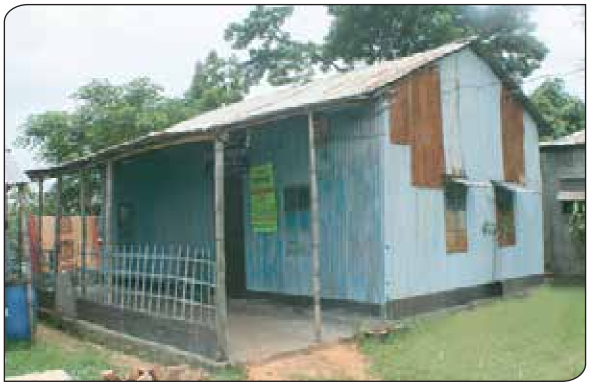

ঢাকা জামা'তের আশকোনা হালকায় নির্মিত মসজিদ
'বায়তুল হুদা' (পুরাতন মসজিদ)

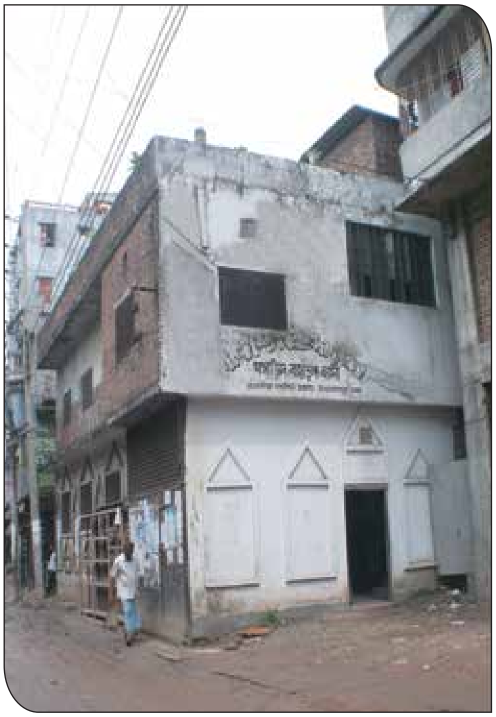

ঢাকার তেজগাঁও থানাধীন নাখালপাড়াস্থ
আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল হাদী'

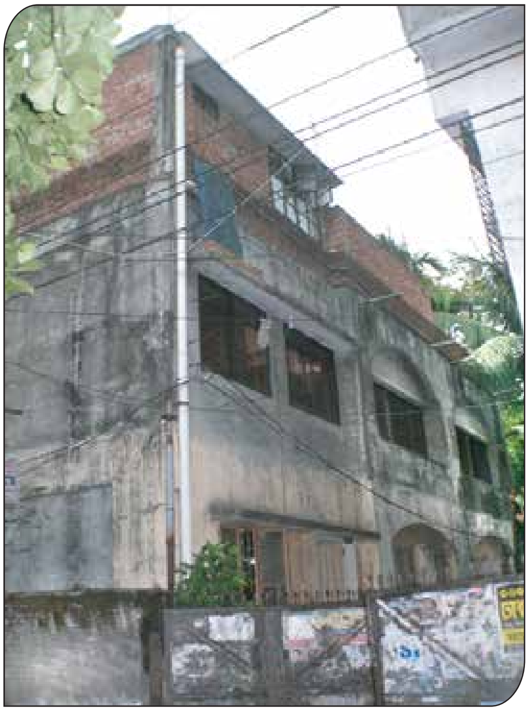

তেজগাঁও আহমদীয়া মসজিদ, ঢাকা

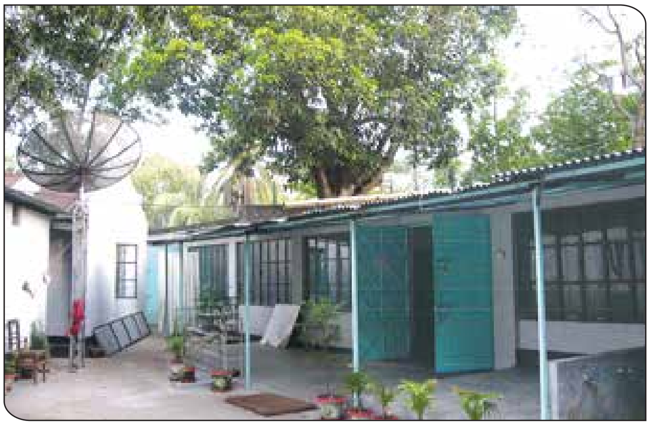

মিরপুরে আহমদীয়া মসজিদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা'র প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জলসার সংবাদ দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ করে

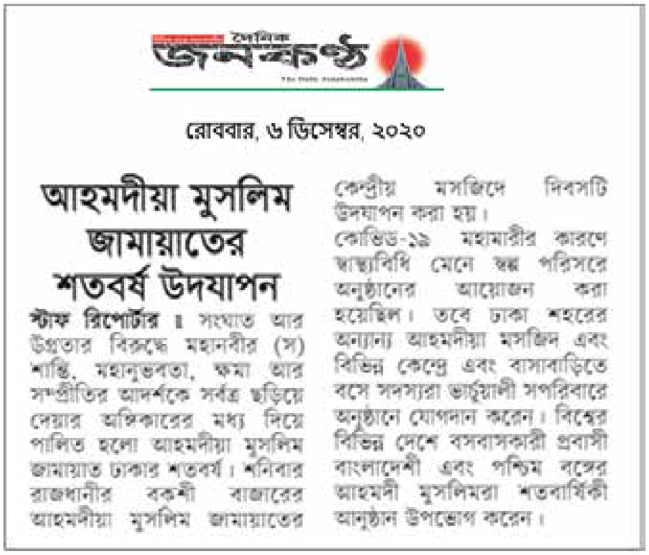

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

রোববার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের শতবর্ষ উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সংঘাত আর উগ্রতার বিরুদ্ধে মহানবীর (স) শান্তি, মহানুভবতা, ক্ষমা আর সম্প্রীতির আদর্শকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার অঙ্গিকারের মধ্য দিয়ে পালিত হলো আহমদীয়া মুসলিম জামায়াত ঢাকার শতবর্ষ। শনিবার রাজধানীর বকশী বাজারের আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের কেন্দ্রীয় মসজিদে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে ঢাকা শহরের অন্যান্য আহমদীয়া মসজিদ এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বাসাবাড়িতে বসে সদস্যরা ভার্চুয়ালী সপরিবারে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী এবং পশ্চিম বঙ্গের আহমদী মুসলিমরা শতবার্ষিকী আনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

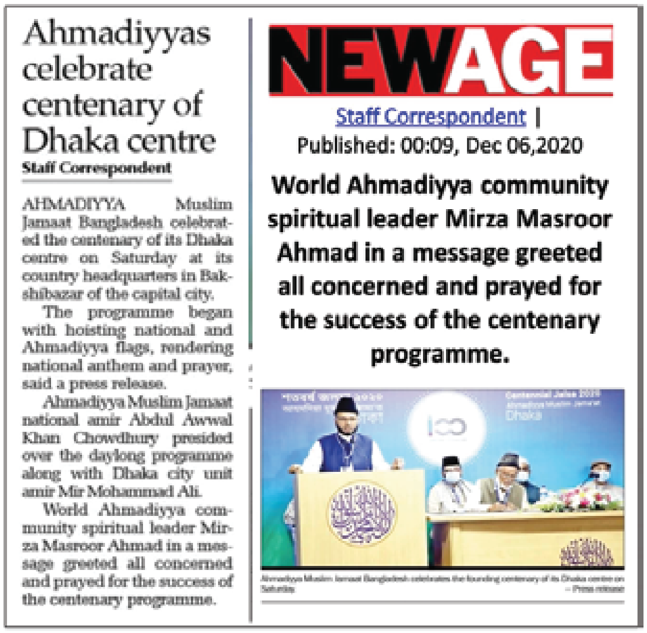

Ahmadiyyas celebrate centenary of Dhaka centre

Staff Correspondent

AHMADIYYA Muslim Jamaat Bangladesh celebrated the centenary of its Dhaka centre on Saturday at its country headquarters in Bakshibazar of the capital city.

The programme began with hoisting national and Ahmadiyya flags, rendering national anthem and prayer, said a press release.

Ahmadiyya Muslim Jamaat national amir Abdul Awwal Khan Chowdhury presided over the daylong programme along with Dhaka city unit amir Mir Mohammad Ali.

World Ahmadiyya community spiritual leader Mirza Masroor Ahmad in a message greeted all concerned and prayed for the success of the centenary programme.

NEWAGE

Staff Correspondent |

Published: 00:09, Dec 06,2020

World Ahmadiyya community spiritual leader Mirza Masroor Ahmad in a message greeted all concerned and prayed for the success of the centenary programme.

Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh celebrates the founding centenary of its Dhaka centre on Saturday

– Press release

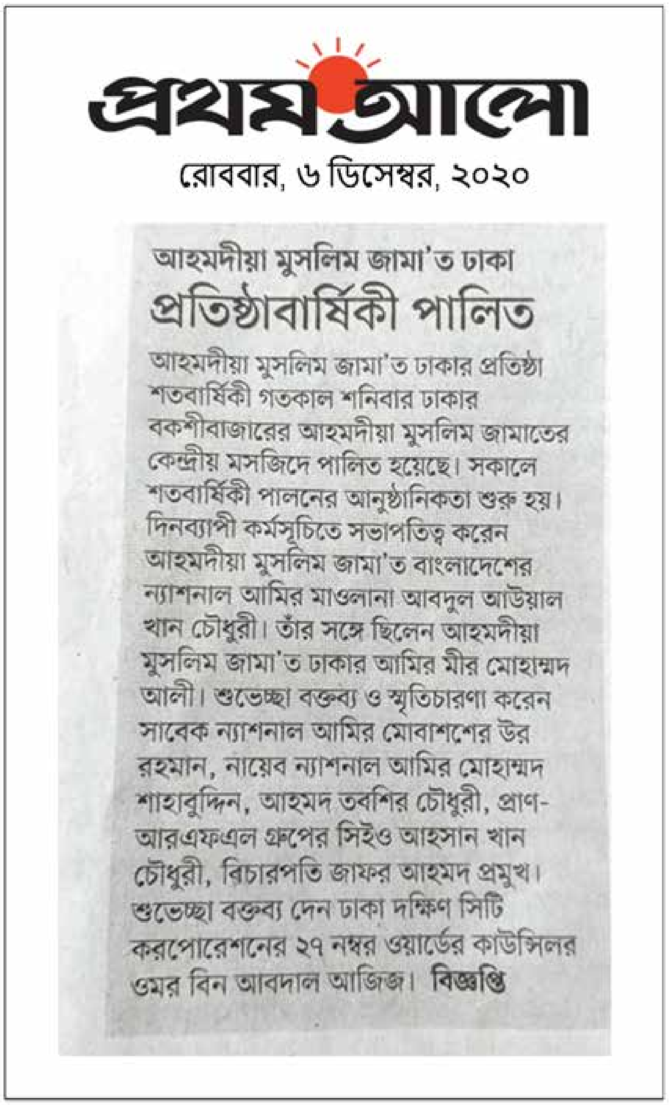

প্রথম আলো

রোববার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী গতকাল শনিবার ঢাকার বকশীবাজারের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে পালিত হয়েছে। সকালে শতবার্ষিকী পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। দিনব্যাপী কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমির মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার আমির মীর মোহাম্মদ আলী। শুভেচ্ছা বক্তব্য ও স্মৃতিচারণা করেন সাবেক ন্যাশনাল আমির মোবাশশের উর রহমান, নায়েব ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, আহমদ তবশির চৌধুরী, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সিইও আহসান খান চৌধুরী, বিচারপতি জাফর আহমদ প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওমর বিন আবদাল আজিজ। **বিজ্ঞপ্তি**

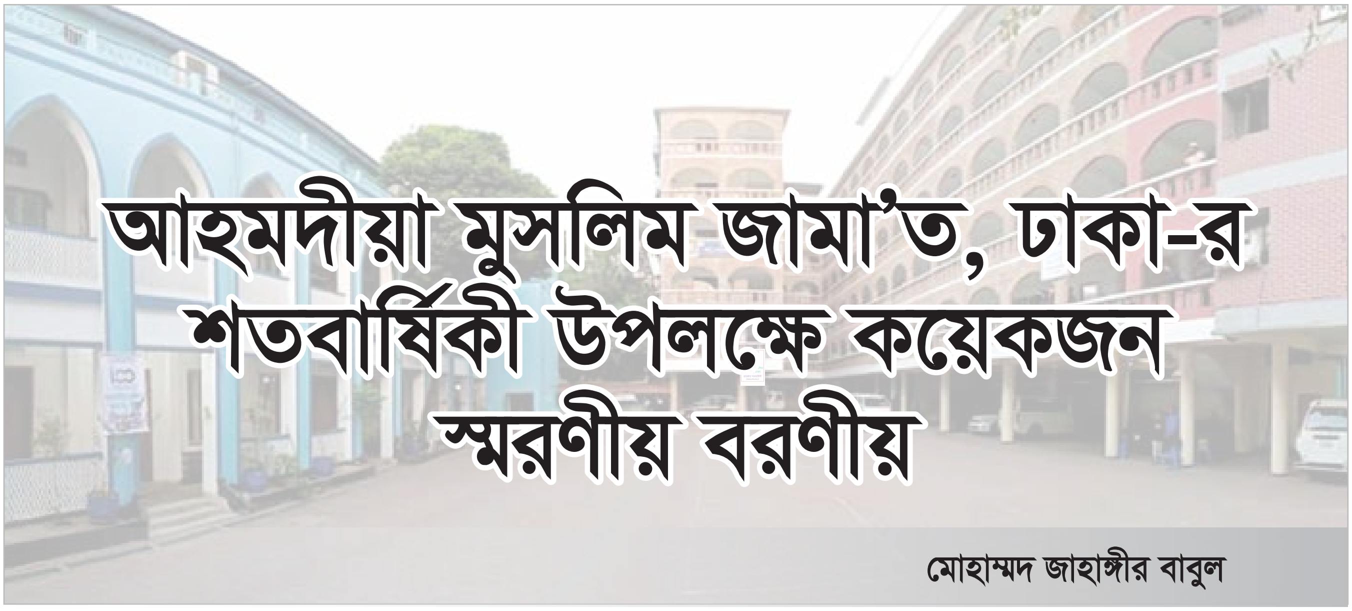

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকজন স্মরণীয় বরণীয়

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যবাহী লালবাগ এলাকাস্থ বকশী বাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রধান মসজিদ ও কার্যালয়। ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীণ স্থাপনাগুলো এই এলাকায় অবস্থিত। ৪০০ বছর পুরনো হোসাইনী দালান, ঐতিহ্যবাহী ঢাকেশ্বরী কেন্দ্রীয় মন্দির, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা, মাদরাসা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এখানে অবস্থিত। পাশেই বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), গুরুদোয়ারা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান।

১৯৩৬ সালে বকশী বাজারে ঢাকাস্থ আহমদীয়া মসজিদ স্থাপিত হলেও এর ১৬ বছর আগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-র যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল ১৯২০ সালে। তাই এবছর অর্থাৎ ২০২০ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-র শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে।

যে জামা'তের সূচনা অতি সাধারণ ও নগণ্য অবস্থায় হয়েছিল আজ তা ফুলে-ফলে সুশোভিত। এই জামা'তের রয়েছে এক বিরাট ঐতিহ্য ও ইতিহাস। বর্তমানে বকশী বাজার ছাড়াও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি আহমদীয়া মসজিদ রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার সংখ্যায় আহমদী সদস্যরা নামায আদায় করছেন। দেশবরেণ্য নাগরিকদের অনেকেই এই মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় করেছেন ও করেন। এঁদের ক'জন হলেন সর্বজনাব:

১। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, যার আমারতকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে ঢাকার বকশীবাজারে ভাড়াকৃত জায়গায় এ দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী। তিনি জার্মানিতে ইসলামের প্রথম মোবাল্লেগ ছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর আমারতকালে এ দারুত তবলীগের জমি ও ভবন ক্রয় করা হয়।

৩। আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ঢাকা জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ইমাম বা প্রেসিডেন্ট।

৪। ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া। তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামা'তের এবং ঢাকা জামা'তের আমীর ছিলেন। কর্মজীবনে সরকারের আনসার দপ্তরের পরিচালক ছিলেন।

৫। শেখ মাহমুদুল হাসান, আই.সি.এস.। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আহমদীয়া জামা'তের এবং ঢাকা জামা'তের আমীর ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

৬। মকবুল আহমদ খান। তিনি ঢাকা জামা'তের আমীর ছিলেন। সরকারের জনযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ছিলেন।

৭। এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম, ঢাকা হাইকোর্ট।

৮। এডভোকেট আনিসুর রহমান, গভর্মেন্ট প্লিডার বাজিতপুর।

৯। এডভোকেট বদর উদ্দীন আহমদ, রংপুর মিউন্সিপিলিটির প্রথম মুসরিম চেয়ারম্যান।

১০। এডভোকেট গোলাম মাওলা খাদেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১১। মোহাম্মদ আলী, সি.এস.পি.। সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব।

১২। আবুল হোসেন, সাবরেজিস্ট্রার। তিনি শেষ জীবনে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৩। অধ্যাপক বদিউজ্জামান। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েব আমীর ছিলেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

১৪। ড. মোহাম্মদ শফিক সাইগাল। চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং বিশিষ্ট্য শিল্পপতি ছিলেন।

১৫। মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। মহাপরিচালক সি এন্ড এ জি দপ্তরে ছিলেন।

১৬। তবারক আলী। তিনিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

১৭। মাহমুদ হাসান সিরাজী। চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন এবং সরকারের পি ডাব্লিউ ডি দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন।

১৮। অধ্যক্ষ মোনেম বিল্লাহ। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর এবং নিজামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯। অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন খাদেম। তিনি বিদেশে জামা'তের খেদমত করেছেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

২০। আব্দুল বারী খাদেম। তিনি পরবাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বনামধন্য কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

২১। মেজর জেনারেল আমজাদ খান চৌধুরী (অব.)। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা।

২২। কাজী খলিলুর রহমান খাদেম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় নায়েব আমীর।

২৩। আবু তাহের মোহাম্মদ আবেদ, পটুয়াখালীর ম্যাজিস্ট্রেট।

২৪। হাবিবুর রহমান মিলন। বিশিষ্ট সাংবাদিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন।

২৫। সৈয়দ আব্দুল কাহহার, দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

২৬। মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। তিনি ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি কৃষি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ছিলেন। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত।

২৭। ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর এবং নারায়ণগঞ্জের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিএমএ-র সভাপতি ছিলেন।

২৮। আহমদ তৌফিক চৌধুরী যিনি ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের গবেষক, বিশিষ্ট লেখক ও সুবক্তা ছিলেন।

২৯। আহমেদুর রহমান। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে সেবার জন্য তমগায়ে খিদমত খেতাবপ্রাপ্ত।

৩০। ডা. হামিদা মালিক, স্বামী: ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া। তিনি চিকিৎসা সেবার জন্য তমগায়ে খিদমত খেতাবপ্রাপ্ত।

৩১। শামসুর রহমান, সুন্দরবন জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং সমাজ সেবায় তমগায়ে খিদমত খেতাবে ভূষিত হন।

৩২। ডা. আব্দুল হামিদ, তমগায়ে কায়েদে আজম উপাধি প্রাপ্ত। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ইষ্টার্ন রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন।

৩৩। বি এ এম এ সাত্তার, জামা'তের সেবক এবং সরকারের হিসাব মহানিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ছিলেন।

৩৪। আলী কাসেম খান চৌধুরী, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

৩৫। জুহেরা বেগম, শিক্ষকতায় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার প্রাপ্ত।

৩৬। মোবাশশেরউর রহমান, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর। তিনি বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সফল মহাপরিচালক ও এদেশে প্রথম ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফারের প্রবর্তক।

৩৭। প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। তিনি ঢাকা জামা'তের সাবেক আমীর এবং বর্তমানে নায়েব ন্যাশনাল আমীর পদে অধিষ্ঠিত। তিনি বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের ডিন ছিলেন। দেশের বিশিষ্ট্য স্থপতি হিসেবে সুপরিচিত।

৩৮। মেজর জেনারেল মাহমুদুজ্জামান (অব.)। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত।

৩৯। প্রফেসর ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক প্রধান, বর্তমানে তিনি একটি স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

৪০। ড. মুজাহিদ উদ্দীন আহমদ খাদেম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৪১। মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আবু তাহের বীর প্রতীক।

৪২। মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেম বীর প্রতীক।

এঁদের অনেকেই প্রয়াত। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন। শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। উপরোক্ত তালিকার বাইরেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন যারা এই জামা'তেরই সদস্য, যাদের নাম উল্লেখ করা যায় নি। আর যারা জীবিত আছেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ূ দান করুন, আমীন।

এখানে উল্লেখ্য, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ১৯৮৯ সালে এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে এবং ২০০৮ সালে আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। সেই সুবাদে ২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবছর স্থানীয় পর্যায়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, নীতি-নির্ধারক, সুশীলসমাজ ও প্রশাসনের যারা যেভাবেই আমাদের অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা করেছেন ও পাশে থেকেছেন, তাদের সবার প্রতি জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দোয়া।

দোয়ার কবুলিয়াত ও আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের প্রমাণ

(ঢাকা-র শতবার্ষিকী জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ
اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ
فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ
لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ ﴿١٨٧﴾

وَ مَنۡ یَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ الَّذِیۡنَ
اٰمَنُوۡا فَاِنَّ حِزۡبَ اللّٰهِ هُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿٥٧﴾ ع

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, ঢাকার প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জলসার সভাপতি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং স্টেজে উপবিষ্ট বুজুর্গানে দ্বীন এবং যারা এ জলসায় সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন আর প্রযুক্তির মাধ্যমে যারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই জলসায় যোগদান করেছেন তাদের সবাইকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আজকে যে বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আদিষ্ট হয়েছি তা হল, দোয়ার কবুলিয়াত ও মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব। আমি আপনাদের সামনে দু’টি সূরা থেকে দু’টি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতদ্বয় চয়ন করার ক্ষেত্রে একটি উদ্দেশ্য ছিল যখন থেকে হুযূর আকদাস (আ.)-এর এ জলসা উপলক্ষে বাণী শুনেছি তখন এই আয়াতগুলো আমি চয়ন করেছি যার ভিত্তিতে খাকসার আল্লাহ্‌র ফজলে উক্ত বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই তা হল, আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন

لَا تُدۡرِکُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَهُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ ۚ
وَهُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ ﴿١٠٤﴾

আল্লাহ্ এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক অস্তিত্ব যাকে কোন খালি চোখ তো দূরের কথা কোন মানুষের জ্ঞান পাণ্ডিত্য এবং কোন সমীকরণ আল্লাহ্‌কে আবিষ্কার করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় বা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা যায় যদি আল্লাহ্ তা’লা চান। আল্লাহ্ তা’লা যদি নিজেকে ধরা দেন তাহলে মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ্ তা’লা বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের কাছে ধরা দেন সেগুলোর একটি মাধ্যম হল, পুরো বিশ্ব যখন অধর্মের অমানিশায় ছেয়ে যায় তখন আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট প্রেরণ করে। আর নিজ সন্নিধান থেকে অদৃশ্যের সংবাদ ও প্রতাপ তাকে প্রদান করে আল্লাহ্ দেখান, এই ব্যক্তি যাকে তোমরা দুর্বল জ্ঞান করতে সে যা বলছে সত্য বলছে আর যে আল্লাহ্‌র দিকে সে তোমাদেরকে আহ্বান করছে সে সত্যিকার অর্থে মহা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে মূল আলোচনা শুরু করবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

“আমি একটি স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করেছি এবং আমি রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি। আর আমি সৌভাগ্যক্রমে সেই খনি থেকে একটি উজ্জ্বল ও অমূল্য হীরা লাভ করেছি। এই হীরার মূল্য যদি আমি সকল মানুষের মাঝে বিতরণ করি তাহলে এদের সবাই বর্তমানে বিশ্বের সোনা ও রুপায় সবচেয়ে প্রাচুর্যশীল ব্যক্তির চেয়ে ধনাঢ্য হয়ে যাবে। সেই হীরা কী? সেই হীরা হল, সত্য খোদা।

...আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু কেবল সে ব্যক্তিই তাঁর আশ্চর্য লীলা দর্শন করতে পারে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নয়, তাকে তিনি তাঁর আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি যে আজও জানে না, তাঁর এমন এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।”

যদি আমরা এই জীবন্ত ও অমূল্য হীরার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে চাই যদি আমরা চাই মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হোক তাহলে এজন্য অনেক গুলো মাধ্যম রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে জানার ও বুঝার জন্য অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। এর অন্যতম মাধ্যম হল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী-রসূল এবং আল্লহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য সহযোগিতা। যেমন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর যুগে যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা জাগতিক কোন হিসাবে বা সমীকরণে মুসলমানদের জয়যুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না বা কোন সুযোগই ছিল না। অস্ত্রে-শস্ত্রেই বলুন বা জনবলেই বলুন বা প্রশিক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকেই বলুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) জয় লাভ করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাতের আঁধারে যে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্ তোমার ইবাদত করার এই মুষ্টিমেয় লোক যদি আজ এখানে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এই ধরাপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই জানিয়েছিলেন, মুসলমানরা জয়যুক্ত হবে। তাই, হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্ যখন জানিয়েছেন তাহলে আমরা যে জিতবো তা তো নিশ্চিত কিন্তু মহানবী (সা.) জানতেন, আল্লাহ্ তা'লা কারো কোন পরোয়া করেন না তাই তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে দোয়া করেছিলেন আর আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবীরা (রা.) জয়যুক্ত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা যিনি আগাম সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন এবং যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছিলেন তিনি সত্য এক জীবন্ত খোদা।

ঠিক একইভাবে এযুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। নাস্তিক্যবাদের এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়ে আবারো এই ধরাপৃষ্ঠে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং আল্লাহ্‌র আধিপত্য যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এক জীবন্ত পরাক্রমশালী খোদা যে বিদ্যমান আছেন সেটি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করবো। প্রথমে এমন একটি উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই যা সরাসরি ধর্মযুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর হকীকাতুল ওহী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে জন আলেকজেন্ডার ডুই এর মোনাযেরা হয়। ইসলাম বিদ্বেষী ডুই মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবি করেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নোংরা গালিগালাজ করত। শুকরের সামনে যেমন হীরার টুকরারও কোন মূল্য থাকে না তেমনি সে ইসলামের মত হীরাকে অবজ্ঞা করত। ত্রিত্ববাদকে সারা বিশ্বে বিস্তারের বিষয়ে তার মাঝে যে উদ্দীপনা ছিল অন্য কোন পাদ্রিদের মাঝে তা ছিল না। সে তার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, “আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, সেদিন দূরে নয় যখন ইসলাম এ বিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হে ইশ্বর তুমি এমনই কর। হে ইশ্বর! তুমি ইসলামকে ধ্বংস করে দাও।”

সে আরও বলেছে, আমি যদি নবী না হয়ে থাকি তাহলে এই ধরাপৃষ্ঠে আর কেউ নবী হতে পারে না। ২৫ বছরের মধ্যে ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। মহানবী (সা.)-কে গালিগালাজে সে যখন সীমা অতিক্রম করলো তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মারা যাবে। ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে দু'বার তাকে সংবাদ দেয়া হয় ৩০/৩২ টি সনামধন্য প্রত্রিকায় মির্যা সাহেবের এই মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ ছাপা হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে এটিও ছিল, হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন, “আমার বয়স প্রায় ৭০ বছর। আর ডুই নিজ বর্ণনানুযায়ী ৫০ বছরের যুবক। কিন্তু আমি আমার অধিক আয়ুর বিষয়ে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করি না কেননা এই মুবাহালার সিদ্ধান্ত বয়সের বিচারে হবে না বরং সেই খোদা যিনি আহকামুল হাকেমীন তিনি এর সিদ্ধান্ত নিবেন। আর ডুই যদি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে তবুও নিশ্চিত জেনে রাখ, তার নিজের গড়ে তোলা ‘সিহুনে’ এক আপদ আসতে যাচ্ছে।

অবশেষে, ডুই-এর ভক্তদের চাপে সে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলল, “হিন্দুস্তানে এক নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ্ আছে যে বারবার আমাকে লিখছে ঈসা মসীহ্‌র কবর কাশ্মিরে আছে। মানুষ আমাকে বলে আমি কেন তার কথার উত্তর দেই না! কিন্তু তোমরা কি মনে কর আমি এই মশা ও মাছির উত্তর দিব আমি যদি তার ওপর আমার পা-ও রাখি আমি তাকে পিশে ফেলতে পারি।”

আল্লাহ্ তা'লা মির্যা সাহেবকে ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সনে ইলহাম করেন,

ইন্নাকা আন্তাল আ'লা। সেদিনই আরেকটি ইলহাম হল **আল ঈদুল আখেরু তানালু মিনহু ফাতহান আযীমা**। অর্থাৎ আনন্দের নিদর্শন তুমি দেখবে যা মহাবিজয় হবে।

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখুন, এর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে এর মধ্যেই তার অনৈতিক কাজ তার অনুসারীদের হাতে ধরা পড়ে, স্ত্রী সন্তান তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তার পিতা তাকে অবৈধ সন্তান বলে বিবৃতি দেয়। অনুসারীরাই তাকে টেনে আদালতে নিয়ে যায়, চরম লাঞ্ছিত হয়। আর যে পা দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিককে পিশে ফেলতে চেয়েছিল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তার দু'টি পা এমনভাবে অকেজো করে দিলেন যে, ডুই সেই পা মাটিতে পর্যন্ত রাখতে পারে নি। উক্ত ওহীর দু'সপ্তাহের

মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যু বরণ করে।

এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণেই ছিল। আর ইসলামের পক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শূকরের চরিত্রের অধিকারী নোংরা ভাষা ব্যবহারকারীকে বধ করার কাজ সম্পাদন করেছিলেন। আর এসবের মাধ্যমে সর্বোপরি মহান আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালী অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

খালেকু কুল্লে শায়ইন ফা'বুদূহু আল্লাহ্ তা'লা সবকিছুর স্রষ্টা অতএব, তাঁর ইবাদত কর। এর একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এ ঘটনাটি আপনারা সকলেই জানেন ও বারবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আবারো এ ঘটনাটি শোনাতে চাই যেন আমরা বারবার আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। আর এর ফলে আমরাও যেন দোয়ার মাঝে একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ করি। এ ঘটনা বলার পূর্বে আরেকটি ঘটনা বলে দিতে চাই, মহানবী (সা.) এ ধরনের মাহফিল যেখানে আল্লাহ্‌র যিকর হয়, আল্লাহ্‌র ফিরিশতারা সেই মাহফিলের ওপর রহমত বর্ষণ করতে থাকে এবং সেসময় বান্দারা যে দোয়াই করে মহান আল্লাহ্ তা কবুল করেন। অতএব, আমাদের সবার এ মুহূর্তে দোয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

যাহোক, ঘটনাটি বর্ণনা করছি, আতা মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি বর্ণনা করছেন,

কাজি নেয়ামতুল্লার সাথে আমার পরিচয় ছিল, তিনি আমাকে মির্যা সাহেব সম্পর্কে তবলীগ করতেন। কিন্তু আমি কান দিতাম না। একদিন তিনি তবলীগ করায় আমি খুবই বিরক্ত হলাম এবং বললাম, আমি মির্যা সাহেবকে চিঠি দিয়ে একটি বিষয়ে দোয়া করতে বলব যদি তা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মেনে নিব।

এরপর আমি চিঠি লিখলাম, আপনি আল্লাহ্‌র ওলী ও মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে সুদর্শন ছেলে দেন। যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আমি চাইবো সে স্ত্রী থেকেই যেন এই সন্তান হয়। নিচে আমি লিখে দিলাম, আমার তিন স্ত্রী কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেছে কোন সন্তান হচ্ছে না। আমি চাই আমার প্রথম বিবির পক্ষ থেকে যেন সন্তান হয়। (তার ইচ্ছা হল, প্রথম স্ত্রী যেহেতু বয়স্ক হয়ে গেছে তাই তার পক্ষ থেকে সন্তান হওয়া দুষ্কর) হযরত সাহেবের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হল, মহান আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সুদর্শন পুত্র সন্তান যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনি চাইবেন প্রদান করবেন। কিন্তু শর্ত হল, আপনাকে যাকারিয়ার তওবা করতে হবে।

মুন্সি আতা মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, আমি তখন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলাম, মদ, জুয়া ও অশ্লিলতায় জর্জরিত ছিলাম। আমি এটি শুনার পর মসজিদে গিয়ে জিজ্ঞেস করি যাকারিয়ার তওবা কেমন ছিল? মানুষ অবাক হয়েছে যে, এই শয়তান মসজিদে কীভাবে এসে গেল। কিন্তু সেই মোল্লা কোন উত্তর দিতে পারল না। এরপর আমি ধরম কোটের মৌলভী ফতেহ দিন সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, যাকারিয়ার তওবা হল, অনৈতিকতা ছেড়ে দাও, হালাল খাবার খাও, নিয়মিত নামায রোযা কর এবং বেশি বেশি মসজিদে যাও। আমি এটি শুনে এমনই করতে আরম্ভ করলাম। মদ্যপান ছেড়ে দিলাম, ঘুস নেয়া ছেড়ে দিলাম এবং নামায রোযা সঠিকভাবে পালন করতে লাগলাম।

চার পাঁচ মাস পার হয়েছে, আমি একদিন বাড়ি গিয়ে দেখি আমার বড় বিবি কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলল, আগে থেকেই আমার সমস্যা ছিল আমার বাচ্চা হচ্ছিল না আর এরপর আপনি আরও দুটি বিয়ে করেছেন কিন্তু এখন আমার সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেছে কেননা আমার মাসিক/ঋতুও বন্ধ হয়ে গেছে।

ডাক্তার ডাকা হল, গাইনি মহিলা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বলল, আমি তোমাকে কোন ঔষধ দিব না আর হাতও লাগাবো না আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ্ তোমার ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলেছেন। (অর্থাৎ তুমি তো বন্ধা ছিলে কিন্তু মনে হয় তোমার গর্ভে সন্তান আছে তাই খোদা হয়তো ভুল বশতই এমন করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)। সেই মহিলা ঘর থেকে বের হবার সময়ও একই শব্দ আওড়াচ্ছিল যে, খোদা ভুল করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি তখন তাকে বললাম এমন বলো না, বরং আমি মির্যা সাহেবকে দিয়ে এ বিষয়ে দোয়া করিয়েছিলাম।

এরপর মুন্সি সাহেব বর্ণনা করেন, কিছুদিন পর গর্ভধারণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি দেখে আমি আশে পাশের সবাইকে বলা শুরু করলাম তোমরা দেখে নিও আমার ছেলেই হবে এবং সুদর্শন হবে। সবাই খুবই অবাক হয়ে বলত, সত্যিই যদি এমন হয় তাহলে এটি নিঃসন্দেহে কারামাত। অবশেষে একদিন রাতে পুত্রসন্তান জন্ম হল। আমি তখনই ধরমকোট আমার আত্মীয়দের কাছে গিয়ে পুত্রসন্তানের সংবাদ দিলাম এবং বেশ কয়েকজন মিলে বয়আতের জন্য তখনই কাদিয়ান যাত্রা করলাম। অতএব আল্লাহ্ খালেক তিনি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দোয়ার মাধ্যমে এভাবে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

আরেকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি। মহান আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি চাইলে সৃষ্টি বন্ধও করে দিতে পারেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক বিরোধী ছিল, লুধিয়ানার মিশন স্কুলের শিক্ষক সাদুল্লাহ্। নোংরা ভাষী ছিল। সব সময়ই মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কবিতা ও

প্রবন্ধে এমন এমন নোংরা গালি ব্যবহার করত যা কোন শালিন ব্যক্তি তার চিন্তা চেতনাতেও স্থান দিতে পারে না। গালিগালাজের পাশাপাশি সে প্রচারও করে বেড়াতো যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে আর নিজ সন্তানদের ব্যাপারে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন তা কখনও পূর্ণ হবে না। এই ব্যক্তির গালিগালাজ যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করলেন, হে আমার খোদা! এ ব্যক্তির জন্য কোন নিদর্শন প্রকাশ কর।

আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার নিকট থেকে নিজের রহমত কেড়ে নিলেন আর সিদ্ধান্ত দিলেন, সে সেই তরবারি দিয়েই ধ্বংস হবে যা সে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'লা ওহী করে জানালেন, **ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার**। নিশ্চয় তোমার শত্রু নির্বংশ হবে।

এখন অবাক করা বিষয় হল, এই ইলহামের সময় ইতোমধ্যে সাদুল্লাহর চৌদ্দবছর বয়সের এক পুত্র সন্তান আছে। আর সাদুল্লাহ্ মৌলভীও একেবারে পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক, সন্তান না হবার কোন লক্ষণ ছিল না। কিন্তু সেই মহান অস্তিত্ব যিনি খালেক এই ইলহামের পর সাদুল্লাহর উপর থেকে তার খালেকিয়াতের গুণ তুলে নিলেন এবং এই ব্যক্তির বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তান লাভের পথ বন্ধ হয়ে গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর সে চৌদ্দ বছর জীবিত ছিল সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু অবশেষে কোন সন্তান লাভ না করেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে ১৯০৭ সনে মারা যায়।

এতটুকু হলেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা হৈচৈ শুরু করে দেয়, সাদুল্লাহর পুত্র সন্তান এখনো জীবিত আছে। হযরত মির্যা সাহেব তার হকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেছেন, এই ছেলে ইলহামের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল তাই এই ছেলের জীবিত থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় কোন বাধা সৃষ্টি করে না তবে হ্যাঁ যদি এই ছেলের কোন সন্তান হয়ে যায় তাহলে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আপত্তি হতে পারে। কিন্তু ভালোভাবে স্মরণ রাখ! এই ছেলেরও কোন সন্তান হবে না এবং সাদুল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই নির্বংশ হবে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য তার বিয়ে করিয়ে দেয় কিন্তু কোন সন্তান হল না। মির্যা সাহেবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য এই ছেলের আরেকটি বিয়ে করানো হয় কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাদুল্লাহ্‌র বংশে কোন সন্তান-সন্ততি হল না আর সে সত্যিই নির্বংশ হয়ে গেল।

আল্লাহ্ চাইলে যেখানে সম্ভাবনা নেই সেখানেও সৃষ্টি করতে পারেন আর যেখানে সম্ভাবনা আছে সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আপন সৃষ্টিকার্য বন্ধ করে দিতে পারেন। এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে আমাদের চোখের সামনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সেই জীবন্ত ও মহা শক্তির অধিকারী খোদা বিদ্যমান তিনি সবকিছুই করে দেখান যদি তার কাছে আন্তরিক দোয়া করা হয়, যদি তার সাথে নিজে এক গভীর সম্পর্কবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করা হয়।

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলোতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহান আল্লাহ্‌র একেকটি গুণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি সংক্ষেপ করছি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوٓءَ

যখন কেউ বিপদে পড়ে তখন সেই আর্তনাদকারীর দোয়া কে শোনে, কে তার ডাকে সাড়া দেয়? আর যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কোন অনিষ্ট তাকে পাকড়াও করে তখন কে তাকে রক্ষা করে? আল্লাহ্ রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'লা হলেন, মুজীব অর্থাৎ আল্লাহ্ দোয়া শুনে সাড়া দেন।

মালির কোটলার জমিদার সর্দার নবাব মোহাম্মদ আলী খানের ছেলে জনাব আব্দুর রহীম তীব্র জ্বরে মৃতবধ অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে যে, তার কোন চিকিৎসা সম্ভব নয় আর এ রোগেই সে মারা যাবে, এই ছেলের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাকুতি মিনতির সাথে দোয়া করতে লেগে যান এবং তার জন্য একপ্রকার আবেগ সৃষ্টি হয় এবং এমন আবেগ সৃষ্টি হয় যে, দোয়া করার এক পর্যায়ে তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দাবি করে বসেন যে, হে আল্লাহ্ এই ছেলের জীবনের জন্য আমি তোমার কাছে সুপারিশ করছি। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'লা আত্মাভিমান অনুযায়ী ওহী করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জানান, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহু ইল্লা বি-ইযনিহি। অর্থাৎ কার এত স্পর্ধা যে, আমার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করে? একথা শোনামাত্রই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বসে পড়েন আর ঘাবড়ে যান আর চিন্তা করতে থাকেন যে, আল্লাহ্ আমাকে সুপারিশ করারও সুযোগ দিলেন না এখন কী হবে? কিন্তু তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী হয়, **ইন্নাকা আন্তাল মুজায** অর্থাৎ তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হল। তখন তিনি আনন্দিত হন যে, আল্লাহ্ আমার সুপারিশ শুনেছেন এবং আমার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি বাইরে বেরিয়ে সবাইকে অবগত করেন যে, মৃতবধ আব্দুর রহীম সুস্থ হবে। আর বাস্তবে তা-ই হয়েছিল।

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরেকটি ঘটনা আপনাদের শোনাতে চাই।

হযরত হাফেয হামেদ আলী (রা.)-এর ছোট ভাই ছিলেন, হযরত মুন্সী জয়নুল আবেদীন (রা.)। এক মহিলার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পরে কোন কারণে

ঐ বিয়ে ভেঙ্গে যায়। জয়নুল আবেদীন সাহেবের ঐ দিকে আকর্ষণও ছিল। এই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর তার ফুফুজান নিজ কন্যার বিয়ে দিতে উৎসাহী হন তার সাথে। জয়নুল আবেদীন সাহেব এই ফুফাত বোনের প্রস্তাব সম্পর্কে পরামর্শের জন্য হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। মেয়ের বিবরণ শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে সব মেয়েরা বাল্যকালে মাটি খায়, সেসব মেয়েরা দুর্বল হয়ে থাকে। তাদের সন্তানও দুর্বল হয়। মুন্সী জয়নুল আবেদীন বড় বিনয়ের সাথে এখানেই বিয়ের অনুমতি চাইলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, বিয়ে কর কিন্তু সন্তান দুর্বল হবে।

হযরত মুন্সী জয়নুল আবেদীন (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আকদাস (আ.) যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই ঘটেছিল। তার স্ত্রীর আঠরা রোগ ছিল।

সন্তান জন্মের পরেই মারা যেত। জীবিত থাকত না। চিকিৎসায় কোন উপকার পেলেন না। অবশেষে হযরত সাহেবের খেদমতে হাজির হলেন। হুযূর (আ.)-এর খেদমতে সকল অবস্থা বললাম এবং দোয়ার আবেদন করলাম যে, আমি গরীব মানুষ আর চিকিৎসা করাতে পারছি না। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তবে কী চাও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে আরম্ভ করলেন। যোহরের পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলেন। আমি ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিতে বাধ্য হলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া করতে থাকলেন। চোখের পানি পড়তে পড়তে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে ভিজে নিচে পড়তে থাকল। আমার বড় কষ্ট হল, কেন আমি এমন করলাম। আমার জন্য হুযূর (আ.) এত কষ্ট পাচ্ছেন। হায় আমি যদি সন্তান না-ই চাইতাম! আমার সন্তান না হলে না হত, কিন্তু হুযূরকে কষ্ট না দিতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া শেষে বললেন, রোগমুক্তি হয়েছে। এবারই পুত্র সন্তান হবে। মুন্সী জয়নুল আবেদীন সাহেব বলেছেন, ঐ দিনের পর আমার কোন ছেলে-মেয়ে মারা যায় নি। তারপর আল্লাহ্ চার ছেলে ও তিন মেয়ে দিয়েছেন।

অদ্ভুদভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছেন আর এর মাধ্যমে আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ যে বলেছেন, **ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নী ফা-ইন্নী কারীব উজীবু দা'ওয়াতাদ্দায়ে ইযা দাআন।** অর্থাৎ বান্দা যখন দোয়া করার মত দোয়া করে আল্লাহ্ অবশ্যই শোনেন এবং সাড়া দেন। এই দৃষ্টান্তই এসব ঘটনায় আমরা দেখতে পাই।

যেহেতু আজ ঢাকা জামাতের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী জলসা তাই আমি চেষ্টা করেছি ঢাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত খলীফাদের যেসব দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা আছে তা-ও আপনাদের সামনে তুলে ধরার।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সময়কার ঘটনা,

ঢাকার মোহতরম ফয়েজ আলম সাহেব বর্ণনা করছেন, তার স্ত্রী এমন একটি মেয়েলি রোগে আক্রান্ত ছিল যা সব ধরনের চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও রোগের অবনতিই ঘটতে থাকে এমনকি বেঁচে থাকার আশাও হারিয়ে যায়। জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খেদমতে দোয়ার চিঠি লিখে পুরো বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উত্তরে বলেন, সুস্থ হয়ে যাবেন। একই সময়ে তার স্ত্রীও স্বপ্নে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একথা বলতে শুনেন যে, দোয়াকে ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করতে থাক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন আর তিনি সন্তানও লাভ করেন। অথচ ডাক্তার বলেছিল এর কোনই চিকিৎসা নেই।

এঘটনা থেকে একদিকে দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন দেখা যায় আবার এটিও দেখা যায় যে, এই ঢাকায় এমনও বুজুর্গ ছিলেন যারা দিব্য দর্শনে যুগ-খলীফার দিক নির্দেশনা লাভ করেছেন।

আরেকটি ঘটনা যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নিজে ২০ জুলাই ১৯৮৬ সনে বর্ণনা করেছেন,

“ঢাকার এক আহমদী বন্ধু তার এক অ-আহমদী বন্ধুর ব্যাপারে লিখেন যে, আমি তাকে আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তকও দিতাম এবং বিভিন্ন ক্যাসেটও শুনাতাম এর ফলে ধীরে ধীরে তার মন পরিবর্তন হচ্ছিল। জামাতের বই-পুস্তকের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় আর আগ্রহের সাথে বই-পুস্তক চেয়ে নিয়ে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এরই মাঝে তার চোখের এমন এক রোগ ধরা পড়ে যে, ডাক্তার বলে দেয়, তোমার চোখের জ্যোতি ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকবে আর জাগতিক যত জ্ঞান আছে তার ভিত্তিতে এতটুকু বলতে পারি, কোন উপায়েই তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তার এই অবস্থা যখন অন্যান্য অ-আহমদী বন্ধুরা জানতে পারে তখন তারা বলতে থাকে এবং তিরস্কার ও খোঁচা দিয়ে বলতে থাকে যে, পড় আরও আহমদীদের বই! তোমার চোখে যে জাহান্নাম প্রবেশ করেছে তা এই আহমদীদের বই-পুস্তক পড়ার কারণেই হয়েছে। এটি হল তোমার শাস্তি। তিনি অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে এসব কথা তার আহমদী বন্ধুকে বলে। আহমদী বন্ধু বলেন, তুমি একেবারে চিন্তা করবে না। তুমিও দোয়া করতে থাক আর আমিও দোয়া করছি আর আমাদের যুগ-ইমামকেও দোয়ার জন্য লিখছি এরপর দেখবে, আল্লাহ্ কীভাবে তোমার প্রতি কৃপা করেন। অতঃপর তিনি বলেন,

এই ঘটনার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই তার চোখের অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো আর দেখতে দেখতে চোখের পুরো দৃষ্টিশক্তি ফিলে এলো। সে যখন দ্বিতীয়বার ডাক্তারকে দেখানোর জন্য গেল তখন ডাক্তার এই মারাত্মক রোগের কোন লক্ষণই খুঁজে পেল না। *(মাসিক খালেদ, জুলাই, ১৯৮৭)*

এই হলেন আমাদের প্রিয় আল্লাহ্ যিনি বান্দার দোয়া কবুল করেন। আমাদেরকে আল্লাহ্ আরও যে নেয়ামত দান করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়ার এক ভাণ্ডার যুগ-খলীফা দান করেছেন। আমরা প্রত্যেক আহমদীরা যেভাবে দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শন দেখি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব দেখি সেইসাথে হুযূরের কাছে যখন আমরা দোয়ার জন্য লিখি তখন আমরা এক বিশেষ শক্তি লাভ করি।

আরেকটি বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। সূরা মায়েদার যে আয়াতটি আমি আমার বক্তৃতার শুরুতে পাঠ করেছিলাম।

وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝۵۷

যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে ও মোমেন বান্দাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তারা জয়যুক্ত হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন, আমাকে জাগতিক কোন অস্ত্র প্রদান করা হয় নি। আমাকে কেবল দোয়ার অস্ত্র দেয়া হয়েছে। আজ আপনারা যারা এখানে আছেন, আমরা সবাই আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে অবস্থান করছি। হুযূর আকদাসের বাণীর মধ্যে আছে যে, জামা'তের ওপর বিরোধিতার পর বিরোধিতা গিয়েছে কিন্তু আপনারা যারা এখানে আছেন তারা একটু চোখ মেলে দেখুন তো এই বকশি বাজারের কমপ্লেক্সের দিকে এত বিরোধিতা হয়েছে আর পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামা'তের কাছে দোয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন অস্ত্রই ছিল না। আমরা কোন মিছিল-আন্দোলন করি না অথচ আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, এই ঢাকা জামা'ত কতটুকু থেকে শুরু হয়েছিল আর এখন কী অবস্থানে আল্লাহ্ নিয়ে এসেছেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের চোখের সামনে রেখেছেন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমি কোন নাম উল্লেখ করছি না, বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। কিছুদিন আগে মার্চ মাসে হুযূর আকদাস (আই.) দোয়ার তাহরীক করেছিলেন আর নিজেও দোয়া করছিলেন যে, আল্লাহুম্মা মায্‌যিক্‌হুম কুল্লা মুমায্‌যাক্বিন, তারা সারা বাংলাদেশে সম্মিলিতভাবে যে শত্রুতা করছে, যে বিরোধিতা করছে, এর বিপরীতে আমাদের হাতে শুধু দোয়ার অস্ত্র আছে। হুযূর (আই.) দোয়া করছেন আর আমাদেরকে বলেছেন যে, আল্লাহুম্মা মায্‌যিক্‌হুম কুল্লা মুমায্‌যাক্বিন অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও তাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে দাও। আপনাদের চোখের সামনে এই নিদর্শন দেখানো হয়েছে। যারা বিরোধিতা করেছিল যারা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশকে এক করার ষড়যন্ত্র করেছিল এর বিপরীতে আমরা তো দোয়া ছাড়া আর কিছুই করি নি। এই দোয়ার ফলে তাদের মাঝে এমন ফাটল সৃষ্টি হয়েছে এমন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, একে অপরকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-হে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিল আল্লাহ্ যেমনটি বলেছিলেন যে, **ইন্নী মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা** অর্থাৎ যে তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে আমি তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বো। আর যার প্রতি ইঙ্গিত করছি তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'তিনদিন পূর্বে এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন আর এমন অপদস্ত হয়েছেন যে, সারা জীবন এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ চাইলেও সেই লাঞ্ছনা ঘুঁচাতে পারবে না। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন।

আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি। এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্য্যের অধিকারী দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয় তবুও তা-ই করা উচিত।

হে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই ঝরনার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কী করব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলব- ইনি হলেন তোমাদের খোদা এবং আমি কী ঔষধ প্রয়োগ করব, যাতে শোনার জন্য তাদের কান উন্মুক্ত হয়?" *(কিশতিয়ে নূহ)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

শতবর্ষ পূর্বের কীর্তিমানদের স্মরণে

কৃষিবিদ : মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

হে আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! যাঁরা আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে আহমদীয়া জামা'ত ঢাকার সদস্য ছিলেন, আপনাদের সবাইকে সশ্রদ্ধায় সহস্রবার সালাম। আপনাদের পরলোকগমণের শতবর্ষ পর আমরা আপনাদেরকে স্মরণ করার নিমিত্তে আড়ম্বর অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছি। আমরা দৃঢ়তায় আশা করছি যে, জামা'তের কল্যাণার্থে আপনাদের আপ্রাণ চেষ্টা ও অবদানের বিনিময়ে আপনারা খোদা সকাশে সস্নেহে ও সমাদরে কুশলেই আছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করতঃ তাঁর সমোজ্জ্বল আদর্শকে প্রচার করে কেউ খোদার স্নেহে ধন্য হবে না এবং স্বর্গ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্মানিত হবে না এমনটি মোটেই বিশ্বাস্য নয়। সুতরাং আপনারা বিজয়ী, শ্রেষ্ঠ ও কীর্তমান সুজন-সুধীজন। আমাদের গর্ব যে, আপনারা আমাদেরই পূর্ব পুরুষ। পিতামাতা ভাইবোনবৃন্দ। আপনারা আমাদের দ্বারা নির্মিত ধর্মীয় সৌধের ভিত্তি প্রস্তর। আমাদের যত সব সফলতা এর সবটুকুই আপনাদের শ্রমের ফসল। তাই আমরা আপমাদের সফলতার দিকে তাকিয়ে আপনাদের স্মরণে অজস্র ধারায় অশ্রুপাত করি। হাপুস-নয়নে ক্রন্দন করি আপনাদের ভালবাসায়। দোয়া করি, হে আমাদের পূর্বসূরীগণ আপনাদের পবিত্রাত্মা স্বর্গের শ্রেষ্ঠাসনে আসীন হউক। আপনারা স্বর্গের সম্মানিত মেহমান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করুন। আপনারা মরে গিয়েও আমাদের আঙ্গিণায় জীবিত। ঐশী সত্য আজ এ কথাই ঘোষণা করছে বারেবার। আপনাদেরকে বিস্মৃত করে আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান নয়। এমনটি ভাবা অকৃতজ্ঞতাই বটে। আমরা আপনাদের অবদানের ফলশ্রুতিতেই খোদার প্রিয় পবিত্র সদস্যবৃন্দ। যুগের সত্য মাহদীকে চিনে গ্রহণ করে নেয়ার সৌভাগ্যবান হয়েছি।

হে আমার প্রিয় পূর্বসূরীগণ! আমরা উপলব্দি করি যে, আপনারা খোদা প্রদত্ত্ব সত্যকে গ্রহণ পূর্বক এর প্রতিষ্ঠাকল্পে অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সহস্রজন অস্বীকারকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, নিপীড়িত নিগৃহীত হয়েছেন, শত দৈন্যতায়ও আপনারা অর্থ কুরবানী করেছেন। পুণ্যে পূর্ণ এতসব দৃষ্টান্ত অবিস্মরণীয় অম্লান ও অমর। আহমদীয়াত নামক নিয়ামতের আমানতদার আপনারা। সে নিয়ামতের ভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সুতরাং আপনারা পরম শ্রদ্ধার সাথে বরণ্য। তার জন্য আমারা বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞ। শতবর্ষ পর আমরা আজ এতসবের মহিমা কীর্তন করার প্রয়াসেই আপনাদের কীর্তির ওপর দণ্ডায়মান। আপনারা আমাদের ক্রন্দন চিত্তের ভালবাসা গ্রহণ করুন। এটা নিঃসন্দেহে নিশ্চিত যে, আপনারা কীর্তিমান নর ও নারী। সে সুবাদে 'তুরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম্মার দিয়াতা আপনারা (খোদার প্রতি) সন্তুষ্ট খোদাও (আপনাদের প্রতি) সন্তুষ্ট'। এমন উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি কোন সাধারণ মানুষের ললাটে জুটে না।

সুতরাং আপনারা অসাধারণ, অকল্পনীয় মর্যাদার অধিকারী জনগোষ্ঠী। আপনাদের মর্যাদার সৌধে অর্ঘ্য প্রদান লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই জলসানুষ্ঠান। আপনাদের সম্মানে সহস্রকণ্ঠের শ্লোগান।

কোথায় সে কাদিয়ান, অজানা অচিন অজগায়, আর সে গাঁয়েরই অখ্যাত এক ঋষিপুরুষ খোদার পক্ষের মসীহ্ (আ.)-কে গ্রহণ করে আপনারা বাংলার মাটি বকশি বাজারকে অনন্য মর্যাদায় মর্যাদাবান করেছেন, বিখ্যাত করেছেন। বিনিময়ে আমরা আধ্যাত্ম জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছি। খোদাকে জেনেছি, নবী আকরাম (সা.)-এর মহামর্যাদামণ্ডিত জীবনকে চিনতে ও জানতে সক্ষম হয়েছি, এটা অবশ্যই আপনাদের অমর কীর্তি। অসাধারণ কর্ম। অকল্পনীয় কল্যাণ দান। আমরা তা মোটেই ভুলি নি, অমর্যাদার চোখে দেখি না। আমরা মোটেই অকৃতজ্ঞ নই। বরং এর পূর্ণ মর্যাদা দিতে এবং পরম কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করার নিমিত্তেই আজ আমরা ঢাকা জামাতের আহমদী সন্তানগণ আপনাদের পবিত্রাত্মার সমন্বয়ে খোদার রহমত লাভের প্রত্যাশায় নতশিরে শতবর্ষ উদযাপন করছি। আপনাদের গুণের কথা, আপনাদের আত্মার পবিত্রতার কথা, অসম্ভব ধরণের প্রচেষ্টার কথাকে স্মরণ করছি। আপনারা পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল এবাদ সম্পন্ন করে গিয়েছেন। সুতরাং আপনারা ধন্য। আত্মার অমরত্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুধীজন। এসময়ে ঢাকায় বহুজন জন্ম লাভ করেছে, মরেছেও বহুজন। কিন্তু এমন সম্মান স্বীকৃতি লাভ করে মরেছে কতজন? আর কেউ নয়। তাই সগর্ব চিত্তে আজ আমরা আপনাদের সম্মানকে স্মরণ করছি। শ্রদ্ধায় সালাম জানাচ্ছি। আর কৃতজ্ঞতায় কাঁদছি।

হে আমাদের পরম প্রিয় খোদা! দয়ার সাগর রহিম ও রহমান! তোমার সকাশে অধমগণ কান্নার ব্যাকুলতায় এ মিনতি করছি, তুমি আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের

সসম্মানে গ্রহণ কর। তাঁদের অজানা অজ্ঞাতসারে করা পাপসমূহ মার্জনা কর। তাঁদের বিদেহী আত্মার অশুদ্ধতা সমূহ পবিত্র করে তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান কর। আর তাঁদের রেখে যাওয়া সন্তানদের নিষ্পাপ জীবন প্রদান পূর্বক তাঁদেরই পথে চলার পথে পরিচালিত কর। (আমিন)

পরিশেষে তাদের উদ্দেশ্যেও কিছু কথা- যারা কিনা আগামী ২১২০ সালের এমনই সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দ্বিশত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করবে।

হে প্রিয় উত্তরসূরীগণ! একথা অবশ্যই সত্য যে, তোমারা আজ লাখো আহমদী সন্তান ঢাকা জামা'ত প্রতিষ্ঠার দ্বিশতাব্দি পূর্তির উদ্দেশ্যে মহাড়াম্বর এক অনুষ্ঠানে সমবেত হবে। নিশ্চয়ই তোমাদের এই অনুষ্ঠান কল্পনাতীতে সুন্দর, অসম্ভব ধরণের ধুমধাম ও খোদার প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশের উদ্দীপ্ত সমারোহ হবে। আমরা শত উপায়ে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনীত স্বর্গ স্বীকৃত ধর্ম ইসলামের চরম বিজয় সাধনের জন্য। কিন্তু শতশত চেষ্টায়ও ততটা সফলতা সাধনে সক্ষম হয় নি যতটা কিনা তোমরা আজ সম্ভব করেছ। সবটুকুই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা। এরজন্য আমাদের এন্তার নিরলস চেষ্টা ছিল। কিন্তু অন্তরায় ছিল আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রচণ্ড বিরোধিতা আর মানবান্তরের ধর্মের দৈন্যতা। নিশ্চয় বর্তমানে এর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ তোমাদের অবস্থান এ সব প্রতিকূলতারই ঊর্ধে, এক্ষণে আমরা এ ভেবে আশ্বস্ত যে, তোমরা তোমাদের রেখে আসা অসমাপ্ত কর্মপরি কল্পনাকে মহাসমারোহে সমাপ্ত করার প্রয়াস করছো।

তোমরা তোমাদেরকে ভুলো না। আমাদের আত্মার কল্যাণার্থে সেজদায় কাঁদতে যেন ভুলে যেয়ো না। তোমাদের অদ্যকার এ অনুষ্ঠান ইসলামের সার্বিক বিজয়ের কারণ হোক, পৃথিবীতে খোদার সম্মান পুণঃ প্রতিষ্ঠিত হোক, বিনিময়ে তোমরা সবাই খোদার প্রচণ্ড ভালবাসার পাত্র হও, তোমাদের উদ্দেশ্যে এমনটিই আমাদের দোয়া।

ঢাকায় আহমদীয়াতে যারা স্মৃতিতে অম্লান

নাম	হালকা
ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	ধানমন্ডি
আহমদ তৌফিক চৌধুরী	মোহাম্মদপুর
ওবাইদুর রহমান ভুইয়া	মোহাম্মদপুর
মতিউর রহমান	মোহাম্মদপুর
শফিক আহমদ	মোহাম্মদপুর
এ কে রেজাউল করিম	মোহাম্মদপুর
এ কে এম আতাউল করিম জয়	মোহাম্মদপুর
হাফিয উদ্দীন আহম	মোহাম্মদপুর
ডা. নজরুল ইসলাম	মোহাম্মদপুর
আব্দুল কাদির ভুইয়া	শাহজাহানপুর
সৈয়দ মোহাম্মদ	শাহজাহানপুর
কফিল উদ্দীন	শাহজাহানপুর
মোহাম্মদ মুস্তফা আলী	শান্তি নগর
ফজলুল করিম মোল্লা	শান্তি নগর
আব্দুল করিম মোল্লা	শান্তি নগর
নাজির আহমদ ভুইয়া	মগবাজার
এ্যাডভোকেট ফরিদ আহমদ	মগবাজার
দৌলত আহমাদ খাদেম	মগবাজার
মীর মোস্তাক আলী	মগবাজার
মীর বশির উদ্দিন আহমদ পিন্টু	মগবাজার
মীর জহুরুল হক	রামপুরা
শহীদুর রহমান	মতিঝিল
কাশেম আলী খান	মতিঝিল
হাকিম উদ্দীন মস্তান	মতিঝিল
মোহাম্মদ হোসেন	মতিঝিল
মোহাম্মাদ জাকারিয়া	খিলগাঁও
মোকলেসুর রহমান	খিলগাঁও
আলী কাশেম খান চৌধুরী	মিরপুর
মেঃ জেঃ আমজাদ খান চৌধুরী	মহাখালী
মেজর বি, আকরাম খান চৌধুরী	মিরপুর
আনোয়ার খান চৌধুরী	মিপুর
ডা. নজরুল ইসলাম	মিরপুর
আব্দুল মান্নান (ইলেক্টিশিয়ান)	মিরপুর
আব্দুস সালাম	মিরপুর
বি কে মোমেন	মিরপুর
মির্যা আলী আকন্দ	মিরপুর

নাম	হালকা
আবুল বাশার খাদেম	মিরপুর
সৈয়দ আব্দুল কাহহার	মিরপুর
কাজী আব্দুল ওয়াদুদ	মিরপুর
মোশাররফ হোসেন	মিরপুর
নূরুল হক	মিরপুর
সৈয়দ আব্দুল হান্নান	মিরপুর
মোঃ পানাউল্লাহ	মিরপুর
মোঃ সাদেক দুর্গারামপুরী	মিরপুর
কোরাইশি মোঃ সাদেক	মিরপুর
মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন	মিরপুর
ডাঃ আব্দুর রশীদ	তেজগাঁও
ব্যারিস্টার শামসুর রহমান	তেজগাঁও
ভিজির আলী	তেজগাঁও
ওবাইদুর রহমান	তেজগাঁও
শফীউল আলম	তেজগাঁও
ডা. মসীউল হক	তেজগাঁও
মাহাবুব হোসেন	বারিধারা
তবারক আলী	বারিধারা
আব্দুল খালেক	আশকোনা
আব্দুস সাত্তার	মাদারটেক
কাওছার আলী মোল্লা	মাদারটেক
শাহিন আহমদ	মাদারটেক
মহিউদ্দীন পাহলোয়ান	আজিমপুর
মাষ্টার মহিউদ্দীন	আজিমপুর
সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ	আজিমপুর
রফিক আহমদ	নাখালপাড়া
মৌলবী মোহম্মাদ	দারুত তবলীগ
মৌলবী এ এইচ এম আনোয়ার আলী	দারুত তবলীগ
মুহাম্মাদ মুতিউর রহমান	দারুত তবলীগ
মওলানা আব্দুল আযিয সাদেক	দারুত তবলীগ
অধ্যাপক আব্দুল জব্বার	দারুত তবলীগ
আবু বকর আকন্দ	দারুত তবলীগ
মোহাম্মাদ আলী মৃধা	দারুত তবলীগ
করম উদ্দীন (দারোগা)	দারুত তবলীগ
এনামুল হক ভুইয়া	মুগদা

(বি: দ্র: যাদের স্মরণে আরও নাম আছে অনুগ্রহ করে জানালে স্মরণীকায় ছাপা হবে।)

পর্ব-৪

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতের প্রশ্নোত্তর

MAKHZAN
TASAWEER

৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সুইজারল্যান্ড প্রথমবারের মত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর সাথে ভার্চুয়াল মুলাকাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুইজারল্যান্ডের ন্যাশনাল আমেলা, মুরব্বি, স্থানীয় প্রেসিডেন্টগণ প্রিয় হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে কয়েকজন প্রশ্ন করারও সুযোগ পান।

প্রশ্ন: *হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) তিনটি আংটি বানিয়েছিলেন। হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর আঙুলে আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহ এবং মাওলা বাস আংটি পরিহিত দেখেছি। তৃতীয় আংটি কার কাছে, যদি হুযূর বলতেন।*

প্রিয় হুযূরঃ 'আলাইসাল্লাহ্' আংটি হযরত আম্মাজান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। আর অপর আংটি হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবকে দিয়েছিলেন। আর 'মওলা বাস' আংটি হযরত মির্যা শরিফ আহমদ সাহেবকে দিয়েছিলেন। 'আলাইসাল্লাহ্' আংটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীকে দেয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওসিয়্যত করেছিলেন যে, আমার পর এই

আংটি যিনিই খলীফা মনোনীত হবেন, তিনিই লাভ করবেন আর খলীফাগণ পরম্পরায় তা লাভ করতে থাকবেন এবং কারো ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় যে আংটি ছিল, তা উভয় ভাই নিজেদের কাছেই রেখেছিলেন। হযরত মির্যা শরিফ আহমদ সাহেবের যে আংটি ছিল, সেটি তাঁর মৃত্যুর পর আমার পিতা পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মা সেটি আমাকে দিয়ে দেন। আর পরবর্তীতে আল্লাহ্ যখন আমাকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করলেন, তখন আমি এই আংটি পরা শুরু করি।

তৃতীয় আংটি যেটি হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের কাছে ছিল, সেটি মির্যা মুজাফফর আহমদ সাহেবের হাতে চলে যায় হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর। মির্যা মুজাফফর আহমদ সাহেবের কোন সন্তান ছিল না তাই তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর মেয়ে আমাতুল জামিল সাহেবার ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। তিনি তাদের ঘরেই থাকেন, তাদের ঘরেই লালিত-পালিত হন, পরবর্তীতে সেই আংটি তাকেই দিয়ে দেয়া হয়। তিনি বর্তমানে আমেরিকায় আছেন।

প্রশ্ন: আপনি যেভাবে গতকালের খুতবায় তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিষয়ে বলেছেন, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্যিই সংঘটিত হয় তাহলে জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যরাও কি এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হবে?

প্রিয় হুযূর: প্রবাদ আছে, আটার সাথে ক্ষুদ্র পোকাও পিষে মরে। তবে আমরা ক্ষুদ্র পোকা না হলেও পৃথিবীর অবস্থা যখন এরূপ হবে, তখন পৃথিবীর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলামের বিজয়ের জন্য যেসব যুদ্ধ হয়েছিল আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তোমরা বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করবে। আর মহানবী (সা.)-এর যুগে যুদ্ধে জয়লাভ হতে থাকে। কিন্তু তখন কি সাহাবারা শাহাদাত বরণ করেন নি? যখন মহামারী লাগে, বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে যেমন ভুমিকম্প হচ্ছে, ঝড়বাদল আসছে। তখনও তো অনেক আহমদী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সঠিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে রাখি তাহলে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, "আগুন থাকবে তবে আগুন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে, যারা অলৌকিক খোদার সাথে প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হবে।" যদি আল্লাহ্র সাথে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার যদি প্রদান করি, তাঁর শিক্ষার ওপর যদি সঠিক অর্থে আমলকারী হই, তাঁর সৃষ্টির অধিকার যদি প্রদানকারী হই, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের ক্ষতির পরিমান কম করে দিবেন, আর তিনি নিজ কৃপায় আমাদেরকে রক্ষা করবেন আর পৃথিবী উচিত শিক্ষা লাভ করবে। তবে এর পূর্বে যদি আমরা এই অধিকার প্রদান করতে চাই তাহলে জগতকে বলতে হবে যে, এই বিপদাবলীর কারণ এই যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হল, আল্লাহ্র থেকে দূরত্ব এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির অধিকার প্রদান না করা। তাই তোমরা সংশোধিত হও বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হবে, তখন লোকেরা বুঝবে যে, হ্যাঁ, এক দল, এক জাতি, মুসলমানদের এক ফির্কা আমাদেরকে এ বিষয়ে উপদেশ দিত। তখন খোদা তা'লার দিকে তাদের মনোযোগ সৃষ্টি হবে, তখন তারা আপনাদের কাছে আসবে। অতএব আমরা যদি আমাদের অধিকার প্রদান করি তাহলে আগত বিশ্বযুদ্ধের পর জামাতের উন্নতির নিদর্শন আমরা দেখতে পাবো। আর যদি আমরা অধিকার প্রদান না করে থাকি আমাদের অবস্থাও যদি জাগতিক লোকদের মত হয়, জগত প্রেমে মত্ত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিষয় যদি ভুলে যাই, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করতে ভুলে যাই, লোকদের অধিকার প্রদান করতে ভুলে যাই তাহলে আমরা ধ্বংস হবো, আমাদের কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। আমাদের বয়আত করাতেই আল্লাহ্ আমাদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেন নি বয়আতের সাথে কিছু শর্তও আছে, সেগুলো যদি তোমরা পূর্ণ করো তাহলে তোমরা রক্ষা পাবে এ জন্য মসীহে মাওউদ (আ.) বলেছেন, আগুন থেকে তোমরা তখন রক্ষা পাবে যখন তোমরা শর্তসমূহ পূর্ণ করবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রেমের সম্পর্ক কেবল মৌখিক হবে না বরং কার্যত তা প্রকাশ পেতে হবে, তবেই তোমাদেরকে রক্ষা করা হবে বুঝতে পেরেছেন?

জ্বী হুযূর!

আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রথমবারের মত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বাংলাদেশ জামা'তের সকল মুরুব্বী এবং ওয়াকফে জিন্দেগির সাথে একটি মুলাকাত অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের সকলেই তাদের প্রিয় হুযূরের সাথে কথা বলার এবং পরিচয় দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে কয়েকজন প্রশ্ন করারও সুযোগ পান।

প্রশ্ন: সাধারণত দেখা যায়, জামা'তের সদস্যদের মাঝ থেকে যারা যুবকশ্রেণী রয়েছেন, ব্যবসা বা চাকুরির সুবাদে শহরে চলে যায়। এ কারণে স্থানীয় জামা'তের কর্মী এবং কর্মকর্তা কমে যাচ্ছে। এমতবস্থায় আমরা কী করতে পারি?

প্রিয় হুযূর: জগতের রীতি এমনি পৃথিবীর সর্বত্র এমনি হয়ে থাকে মানুষ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় দেশীয় উন্নতির ক্ষেত্রে এটি একটি স্বাভাবিক পরিক্রমা ছোট এলাকা, গ্রাম, গঞ্জের লোক বৃদ্ধি পেতে থাকে লোকেরা যদি সেখানেই পড়ে থাকে আর পড়ালেখা করে শহরে না আসে তাহলে তো তাদের উন্নতি হবে না। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শহরে উন্নতির সুযোগ বেশি আর জাতি উন্নতি করছে অথবা পড়ার সুযোগ শহরে বেশি এবং পড়ালেখা করে তারা উন্নতি করছে বাংলাদেশের ইকোনমিস্টরা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ সিস্টেম চালু করে বাইরে যাওয়ার পরিবর্তে গ্রামে ছোট ছোট কটেজ ইন্ডাস্ট্রি হবে সেখানেই লোকেরা কাজ করবে আর সেখানেই অর্থ বিনিয়োগ করা সহজসাধ্য হবে যদি এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে তো খুব ভালো কথা জামা'তের লোকদের সেই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত আর সেখানে থেকে কাজ করা উচিত কিন্তু যারা অধিক শিক্ষিত যাদের অধিক পড়ালেখা করে উন্নতি করার সুযোগ হচ্ছে অবশ্যই তারা বাইরে যাবে সেক্ষেত্রে সমাধান হল, যারা গ্রামে রয়ে গেছে তারা অধিক দায়িত্ব পালন করবে আর বয়আত করানোর চেষ্টা করবে অধিক তবলীগ করবে লোকদের মাঝে জামা'তের পরিচিত অধিকহারে তুলে ধরবে আর যেসব ছোট বাচ্চারা পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ যারা আতফাল থেকে খোদ্দামে উপনীত হচ্ছে তাদের হৃদয়ে দায়িত্বের অনুভুতি সৃষ্টি করুন যেন তারা বেশি বেশি জামা'তের কাজ করতে পারে বুঝতে পেরেছেন? আর্থিক উপার্জনের জন্য তাদের বাইরে যেতেই হবে অতএব সমাধান হল, আপনারা সেখানে অধিক বয়আত করান এরপর যুবকদের এমন তরবিয়ত করুন যেন তারা জামা'তের হাল ধরতে পারে।

প্রশ্ন: হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর প্রতি একটি ইলহাম হয়, 'বাংলার অধিবাসীদের মনোস্তুষ্টি করা হবে' এ বিষয়ে অনুগ্রহপূর্বক প্রিয় হুযূরের পবিত্র মুখনিসৃত কথা শুনতে চাই প্রিয় হুযূর:

প্রিয় হুযূর: মনোস্তুষ্টি করতে করতে ১৩০ বছর কেটে গেছে এখন বাংলার অধিবাসী কাজ করলেই মনোস্তুষ্টি হবে আপনারা কাজ করুন, কাজ করে দেখান ইনশাআল্লাহ্ নিজেদের মাঝে তাকওয়ার মান উন্নত করুন নিজেদের মাঝে ধর্ম সেবার আগ্রহের মান উন্নত করুন এরপর তদনুযায়ী আমল করুন ইনশাআল্লাহ্ আর দেশে এক বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করুন যতই বিরোধিতা হয়, সেই বিরোধিতা সার ও বীজ হিসেবে কাজ দিয়ে থাকে ততই জামা'তের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে আহমদীরা যতই মার খায় ততই জামা'তের পরিচিতি বাড়ে পাকিস্তানে আহমদীরা যতই অত্যাচারিত হচ্ছে বাইরের দেশে ততই জামা'তের পরিচিতি বাড়ছে বরং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও তা হচ্ছে পূর্বে তো পাকিস্তানে কেবল শহরগুলোতে বিরোধিতা হত আগে কেবল শহরের মানুষ জানতো এখন তো গ্রামে এবং ছোট ছোট জামা'তেও বিরোধিতা হচ্ছে এখন সবাই জামা'তের পরিচিতি লাভ করেছে এই পরিচিতির ফলে বাইরের দেশগুলোতে লোকেরা জানতে পারছে দেশের অভ্যন্তরেও অনেক পুণ্যবান এবং পবিত্র চেতা লোক আছে সেখানে তারা অনুভব করছে যে, আমাদের গবেষণা করা উচিত জামা'তে আহমদীয়া কী? ইসলামের বিষয়ে তাদের আকিদা কী? এরা ইসলামকে কী মনে করে? তাদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর কী মর্যাদা? খোদার বাণী তারা কিভাবে মান্য করে? যখন তারা গবেষণা করে তখন তারা জামা'তে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায় এই বিরোধিতা আপনাদের জন্য সার হিসেবে কাজ দিচ্ছে এ থেকে বেশি বেশি উপকৃত হবার চেষ্টা করুন এছাড়া আপনারা যখন আত্মত্যাগ করবেন তখন আপনাদের মনোস্তুষ্টি করা হবে এ উদ্দেশ্যে আপনারা আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরবানীও করেছেন মসজিদে বোমা বিষ্ফোরিত হয়েছে আমাদের মুরব্বী পা হারিয়েছেন আহতও হয়েছেন, অনেকে শাহাদাত বরণ করেছেন বিভিন্ন সময় এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে তাই আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আপনাদের সার্বিক পরিস্থিতি যেন শান্তিপূর্ণ হয় আমি দুশ্চিন্তাও করি তবে পাশাপাশি মনোস্তুষ্টির মর্যাদা লাভ করার জন্য আপনাদেরও চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে বুঝেছেন? অতএব প্রত্যেক মুরব্বি এবং মোয়াল্লেম এই অঙ্গীকার করুন খোদার ভয়ে দিন পার করবেন আর তাকওয়ার সাথে রাত পার করবেন আর আহমদীয়াতের বাণীর প্রচারে যে দায়িত্বভার তার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে তা এক বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দিবেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, নিজেদের আদর্শ উপস্থাপন করবেন নিজেদের মাঝে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করবেন দিনাতিপাত করার জন্য যৎসামান্য যা-ই পাচ্ছেন জামা'তের পক্ষ থেকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে অধিক উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং ততটুকুই অনেক

বেশি মনে করতে হবে, নিজেদের কুরবানীর মান উন্নত থেকে উন্নততর করতে হবে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে, নিজেদের রাতগুলোকে জীবিত করতে হবে, প্রত্যেক মুরব্বি আর মোয়াল্লেমের দায়িত্ব হল প্রতিদিন কমপক্ষে ১ ঘণ্টা তাহাজ্জুদ নামায পড়বেন বুঝতে পেরেছেন? নিজেদের পর্যালোচনা করুন, প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করছেন কি না, আপনারা কি আল্লাহ্‌র সমীপে কান্নাকাটি করে দোয়া করেন রাতে উঠে নফল নামাযের মাঝে? হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করো, জামা'তের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করে দাও এরপর পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং গবেষনা করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। কয়েকটি গদবাধা বিষয়বস্তু পড়ে কোন লাভ হবে না, নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা করুন। এগুলোই আপনাদের জন্য ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে কাজে আসবে এ থেকে উপকৃত হয়ে অন্যান্য ওলামাদের সাথে বাহাস করার যোগ্য হয়ে উঠবেন আর সাধারণ লোকদেরকেও বলার যোগ্যতা লাভ করবেন। ইসলামের ভিন্নভিন্ন পুস্তকাদি, ফিকাহ, হাদীস আর কুরআনের কতক তফসির অনেক অ-আহমদী ওলামা আপনাদের তুলনায় অধিক পড়ে থাকে আর তারা এগুলো পড়ে তা বর্ণনাও করতে পারে, কিন্তু আপনাদেরকে সেই প্রকৃত বিষয় বর্ণনা করতে হবে যা এ যুগের ন্যায় বিচারক হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন এবং বুঝিয়েছেন আমাদেরকে সেই ফিকার-ই প্রচলন করতে হবে সেটিই কুরআনের তফসিল, সেটিই হাদিসের প্রকৃত ব্যাখ্যা সেটিই জগতের সামনে আমাদের উপস্থাপন করতে হবে এর জন্য আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে এরপর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন আর আপনাদের দেশে জামা'তে আহমদীয়ার বাণী প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন বিরোধিতা দূর হবার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিজেদের দেশকে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। মানুষের অনেক ধরনের দোয়া করার সুযোগ আছে সেসব দোয়া করুন উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আবেগের সাথে যখন এই দোয়া করবেন তখন দেখবেন, আপনারা কীভাবে বাংলাদেশে বিপ্লব সাধন করে ফেলেছেন এরপর আপনাদের ওপর যখন বিভিন্ন কঠোরতা আরোপ করা হবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, এরা তো অনেক কঠোরতা সহ্য করেছে এখন এদের মনোস্তুষ্টি করা যায়, তখন আপনাদের মনোস্তুষ্টি লাভ হবে।

প্রশ্ন: আমার এলাকায় লোকেরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাদেরকে কীভাবে তবলীগ করা যায়?

প্রিয় হুযূর: তাদেরকে বলুন যে, তোমরা তো মুসলমান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী গ্রহণ করো আর না-ই করো কিন্তু নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশ হল, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তা আপনাদের পড়তে শিখতে হবে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করতে হবে ইসলামের স্তম্ভগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তদনুযায়ী আমলও করতে হবে, তাদেরকে আপনি বুঝাবেন যে শোন ভাই! তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি তো করো সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি তোমাদের ঈমান তখন পরিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হবে যখন তোমরা তাঁর সুন্নতের ওপর আমল করবে। এরপর কুরআন রূপে যে শরীয়ত আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সেই কুরআন পাঠ করা শেখো আর যদি তোমাদের প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ তোমরা যদি কুরআন পড়তে না জানো এবং কুরআন পড়া শিখতে চাও সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদেরকে কুরআন পড়া শেখাতে প্রস্তুত, এরপর তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা বলুন তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করা শেখান তাদেরকে এ কথা বলার দরকারই নেই যে, তোমরা আহমদী হও বা না হও তারা যখন ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে জানবে তখন পরবর্তী পদক্ষেপ তারা নিজেরাই নিতে পারবে তারা তখন বলবে, ভাই! আমাদের মৌলভী তো আমাদেরকে কিছুই পড়াতো না, তোমরা আমাদেরকে পড়াচ্ছো তোমরা আসলে কারা? এভাবে বাক্যালাপ হবে এ পদ্ধতিতে তবলীগের পথও উম্মোচিত হবে, দ্বিতীয় বিষয় হল, তাদের জন্য দোয়া করুন এমনি যুগ তো আবশ্যম্ভাবী ছিল, যখন ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব হবে না ধর্মের কিছু অবশিষ্ট আছে, না ইসলামের কিছু অবশিষ্ট আছে, ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে আছে। এ কারণেই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর আগমন আবশ্যক ছিল, তাই তো সেই মাহদী ও মসীহ্‌র আগমন প্রয়োজন ছিল যিনি পুনরায় লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করাবেন আর একে অপরের অধিকার প্রদানে মনোযোগী করবেন। এ বিষয়গুলো লোকেরা ভুলে গিয়েছিল আর এ কারণেই মসীহে মাওউদ (আ.) আগমন করেছেন। এই যুগই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রকৃষ্ঠ যুগ আর এটিই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর কাজ এবং এটিই হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের কাজ আর এটিই ঐ লোকদের কাজ যারা ধর্মের গবেষণা করে নিজেদেরকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করার জন্য তবলীগ করার জন্য, তরবিয়ত করার জন্য উপস্থাপন করেছে আর আপনারাই তারা এই কথাগুলো তাদেরকে বলুন, তাদেরকে আহমদীয়াতের বাণী সরবরাহ করুন তাদেরকে বুঝান যে, প্রকৃত ধর্ম কী। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

মসীহে মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যুগের নিদর্শন অর্থাৎ লোকেরা নামসর্বস্ব মুসলমান এবং ধর্ম ভুলে বসে আছে কেবল “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” মুখে তো বলে কিন্তু তারা জানে না, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” অর্থ কী? “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” তো মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু তারা জানে না, “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-এর আদর্শ কী? এই বিষয়গুলো আমাদেরকেই লোকদের কাছে বলতে হবে এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তাদেরকে বলতে হবে প্রথমে তাদেরকে ইসলমের শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করুন পরবর্তীতে আহমদীয়াতের বিষয়ে তারা নিজেরাই জানতে পারবে বুঝতে পেরেছেন?

জ্বী হুযূর!

এটি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে তাদের জানা নেই আর ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব বা লেভেল সর্বস্ব অবশিষ্ট আছে আর মৌলভী যা বলে, তারা তদনুযায়ী কাজ শুরু করে যেমন মৌলভী বলে, আহমদীদের মেরে ভর্তা বানাও মাথা ফাটিয়ে দাও, পা ভেঙে দাও আহমদীদেরকে হত্যা করো, শহীদ করে দাও আহমদীদের মসজিদ ভেঙে ফেলো আহমদীদের সহায়-সম্পদ ক্ষতি করো তাদের কাছে কেবল এসবই অবশিষ্ট আছে, তাই না? আর কী আছে তাদের কাছে? এভাবেই আমরা তাদেরকে বুঝাবো অর্থাৎ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, যাদের সাথে ভালোবাসার আচরণ করবে তারা তোমাদের উত্তম বন্ধুতে পরিণত হবে।

প্রশ্নঃ ধর্মের খাতিরে যুদ্ধবন্দী হবারও সুযোগ আপনি পেয়েছেন এ বিষয়ে যদি হুযূর কিছু বলেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রিয় হুযূরঃ কী আর বলব! যুদ্ধবন্দী অবস্থায় আমি বুঝিই নি কীভাবে বন্দী অবস্থায় কয়েকটা দিন কেটে গেল। আল্লাহ্‌র কৃপা দেখতে থাকি, গরমের দিন ছিল আল্লাহ্ তা’লা গরমকে ঠাণ্ডায় পরিবর্তিত করে দিতেন খুব স্বাচ্ছন্দ্যে জেলে বসে থাকতাম লোহার শলার পিছনে বসে থাকতাম, কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। মনে মনে ভাবতাম, যে ধারা আমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে তদনুযায়ী হয় যাবৎ জীবন কারাদণ্ড হবে, অথবা ফাসি হবে দু’টোর মাঝে একটা তো হবেই হবে তাই আমি মনে মনে ভাবি, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি জামা’তের খাতিরে যদি শাস্তি হয়-ই তা হবে সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু আল্লাহ্ তা’লার অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন কিছু আল্লাহ্ তা’লা ১১তম বা ১২তম দিন জেল থেকে মুক্তি দিলেন এর বেশি আর কী বলব! আমি তো বিরাট কিছু করি নি বরং আমি সেখানে কিছুই করি নি আপনাদেরকে ১ ঘন্টা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যে ১ঘণ্টা ১০ মিনিট দিয়ে দিয়েছি।

জ্বী হুযূর!

পরবর্তীতে আপনাদের ন্যাশনাল আমেলার সাথে যখন মিটিং করব তখন যা বলার তা তো বলবোই, আপনি কী বলতে চান? মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

আমি কেবল একটি নিবেদন করতে চাই খোদা তা’লার প্রতিনিধিরূপে বাংলাদেশের জন্য এমন কোন দোয়া করুন যেন আমাদের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়।

প্রিয় হুযূরঃ সমস্ত জগতের জন্য কেন করব না? কেবল বাংলাদেশর জন্য কেন করব? (প্রিয় হুযূরের অকৃত্রিম হাসি) আমাকে সীমাবদ্ধ কেন করছেন আমি তো সমস্ত পৃথিবীর জন্য এ দোয়া করি। আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন যখন সেই সময় আসবে তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ্, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন। কেউ একজন মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করলেন, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমার অমুক কাজ হয়ে যায়। তিনি (সা.) বললেন, ঠিক আছে, আমি দোয়া করব এরপর তাকে পুনরায় ডাকলেন আর বললেন তুমিও দোয়া করো এবং তোমার দোয়া দিয়ে আমার দোয়াকে সাহায্য করো। অতএব এটি আপনাদেরও কাজ যেভাবে আমি একটু আগেই বলেছি রাতে উঠুন, প্রত্যেক মুরব্বি আর মোয়াল্লেম নিশ্চিত করুন আমাদেরকে অবশ্যই প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে আর নিস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। আল্লাহ্‌র অধিকারও আদায় করতে হবে এবং তাঁর বান্দার অধিকারও প্রদান করতে হবে। নিজেদের ধর্মসেবাকে আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহ মনে করতে হবে। এর জন্য কোন পদক বা প্রশংসার আকাঙ্খী হওয়া যাবে না। যদি এভাবে কাজ করেন তাহলে আল্লাহ্ নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করবেন আর অতি দ্রুত বর্ষণ করবেন, আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। ইনশাআল্লাহু তা’লা আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন আপনাদেরকে নিজ নিজ কর্মস্থলে সফল করুন এই দোয়া করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

*ভাষান্তারঃ **মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান***
মুরব্বি সিলসিলাহ, বাংলাডেস্ক, ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

১৮তম কিস্তি

কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ মার্চ বিকালে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। নযম পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ। অত:পর হুযূর সালেস (রাহে.)-এর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শুনান আমীর সাহেব। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ভিজির আলী সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ভাষণ দান করেন মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মওলানা এ, কে এম মুহিবুল্লাহ, মকবুল আহমদ খান এবং জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব, আহমদীয়া জামা'তের আকায়েদ, সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.) এবং জামাতে আহমদীয়া ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার। ৫ মার্চ বিকালে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন মওলানা ফারুক আহমদ এবং নযম জনাব নুর-এ এলাহী।

বক্তৃতা করেন মওলানা ফারুক আহমদ, আলী কাশেম খান চৌধুরী, অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দীন খাদেম, বি এ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার এবং বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান। বিষয়বস্তু ছিল ১) দাজ্জাল ও ইয়াজুজ ও মাজুজ-এর পরিচয় ও পরিণাম, ২) কুরবানীর গুরুত্ব, ৩) বারাকাতে খিলাফত, ৪) ঈমান ও আমল এবং ৫) তাহরিকাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)।

৬ মার্চ তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব গোলাম আহমদ খান, ওবায়দুর রহমান ভূঞা এবং মৌলবি মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ্। বিষয়বস্তু যথাক্রমে ১) কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, ২) কেয়ামে নামায ও কবুলিয়তে দোয়া, ৩) সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), ৪) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক এবং ৫) ওফাতে হযরত ঈসা (আ.)।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন জনাব সালাহ উদ্দিন খন্দকার, বিষয়– খেদমতে দ্বীন, ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, বিষয় হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ, অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান, বিষয় আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। এ জলসায় বিদেশ থেকে ক'জন শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। তারা হলেন (১) কাশ্মীর হতে জনাব আব্দুল হামিদ টাক,
(২) সুইজারল্যান্ড হতে জনাব মোস্তাক আহমদ বাজওয়া, (৩) সিঙ্গাপুর হতে জনাব মোহাম্মদ আমীন,
(৪) সিয়েরালিওন হতে নাসিম সাঈদ, এবং ৫। ঘানা হতে জনাব আব্দুল ওহাব।

১৯৭৮

৩-৫ মার্চ ১৯৭৮ তারিখ ৫৫ তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বাংলাদেশে শুভাগমনের প্রত্যাশা ছিল। সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঐশী নেতা হযরত আমীরুল মুমিনীনের আসার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয় নি। ফলে তাঁর শুভাগমন সম্ভব হয় নি। বাঙালি আহমদীরা তাঁর সাক্ষাৎ ও দোয়া লাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়। তবে হুযূর (রাহে.) দয়াপরবশ হয়ে জলসা উপলক্ষ্যে এক বাণী প্রেরণ করেন। তা নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

বাংলাদেশবাসী ভাই সকল!

আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমাকে জানানো হয়েছে যে, এ বছর আপনাদের সালানা সমাবেশ ৩, ৪ ও ৫ মার্চ ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত হবে। জামাতের এই প্রকারের সমাবেশ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি এবং জামাতের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করার উপলক্ষ্য হয়ে থাকে। আমি আশা করি নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে এই উপলক্ষ্য হতে পুরাপুরি ফায়দা হাসিল করবেন এবং এক দৃঢ় সংকল্পে, নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ নিজেদের কাজকে জারী রাখবেন এবং নিজেদের জিম্মাদারীকে পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা সহকারে আঞ্জাম দানে সচেষ্ট থাকবেন।

এতদুপলক্ষ্যে আমি আপনাদের দৃষ্টি দু’ তিনটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চাই:

প্রথম কথা–

চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী শেষ হতে চলছে। সুতরাং স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নতুন শতাব্দীর শিরোভাগে কি নতুন মোজাদ্দিদ আবির্ভূত হবেন। এ সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, যদিও আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীম শরীয়তকে কামেল করে দিয়েছেন এবং দুনিয়ার শেষ এবং পূর্ণ শরীয়ত হিসেবে এর যামানা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির সকল প্রকার সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানের জন্য যে হেদায়েতের প্রয়োজন, সে সকলই এর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু যামানার আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সমাধান যদি সময়ের পূর্বে বলে দেওয়া হয়, তা হলে বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে, সে জন্য কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান এবং যুগ-সমস্যাবলীর সমাধান খোদা তা’লার এরূপ পবিত্র বান্দাগণের ওপর প্রকাশিত হতে থাকে, যাঁরা আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুগমনে বিলীন হয়ে আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য উচ্চ মোকাম লাভ করে থাকেন।

বর্তমানে আমরা যে যামানার মধ্য দিয়ে পাড় হচ্ছি, তা আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর যামানা এবং এটা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ যুগ এবং এর মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য নির্ধারিত আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **“আমি কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ নই, বরং আমি শেষ হাজার বছরের মোজাদ্দেদ। অর্থাৎ আগামী এক হাজার বছর ব্যাপী আমার যামানা চলবে।”** তিনি আরও বলেছেন, **“আমার মৃত্যুর পর কুদরতে সানিয়া অর্থাৎ নবুওয়্যতের তরীকায় খিলাফতের সিলসিলা জারী হবে, যা কেয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে না।”** এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খিলাফতের প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে এবং এই খিলাফত মোজাদ্দেদ সুলভ জরুরী উপাদান ও উপকরণসহ ইনশাল্লাহুল আযীয বিরতিহীন ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। সেই জন্য এরূপ মোজাদ্দেদের প্রয়োজন নাই, যিনি খিলাফতের উর্দ্ধে হবেন। এখন প্রত্যেক যামানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের দ্বারা ধর্মের সংস্কার এবং ইসলাম প্রচারের কাজ চলে যেতে থাকবে। সুতরাং যে কেহ চিন্তা করছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দী খিলাফতে আহমদীয়া হতে পৃথক এবং এর উর্দ্ধে কোন মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হবেন, সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে এবং সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মোকাম এবং পয়গামকে উপলব্ধি করে নাই।

দ্বিতীয় কথা–

যা এখন আমি আপনাদের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত করে দিতে চাই, এটা এই যে, কুরআন করীম এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সকল বাতিল ধর্মের ওপর ইসলামের প্রাধান্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট আছে। আকাশে এটা স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, তাঁর মাধ্যমে মানবমণ্ডলীকে এক উম্মত বানিয়ে ইসলামের পতাকাতলে একত্রিভূত করে দেওয়া হবে। ইসলামের এই বিশ্বজোড়া প্রাধান্য এবং সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীর এক উম্মত হয়ে যাবার জন্য এমন এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন আছে। যিনি এই রূহানী নেযামকে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করে যান এবং সারা দুনিয়ার জন্য সততা ও হেদায়াতের উপকরণ পরিবেশন করেন। একমাত্র খলীফাই এইরূপ ব্যক্তি হতে পারেন। এতে সন্দেহ নাই যে মহানবী (সা.)-এর পর খিলাফতে-রাশেদা কায়েম হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: এটা বেশি দিন কায়েম থাকিতে পারে নাই। এখন আল্লাহ্ তা’লা চৌদ্দ শত সাল পরে স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী আঁ-হযরত (সা.)-এর মহান আধ্যাত্মিক পুত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে খিলাফতের সিলসিলা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা’লার এক বড় নেয়ামত। এর যথাযোগ্য মর্যাদা করা কর্তব্য। প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও স্ত্রীর কর্তব্য, আল্লাহ্‌র এই রজ্জুকে নিজেরাও মজবুতির সঙ্গে ধরে থাকবে এবং স্ব স্ব ভবিষ্যৎ বংশধরগণকেও এর তাকিদ এবং ওসিয়্যত করে যেতে থাকবে।... *(চলবে)*

Smile Aid
your complete dental healthcare

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU). PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Smile Aid
444. Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A. Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara. Dhaka – 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy–Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor. Brahmanbaria

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا (٢)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا (٧١) ۙ
يُّصۡلِحۡ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا (٧٢)

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ
لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ (١٩)

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা

হল্যান্ড-এর জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন–

"আজ আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কেননা সমাজে, বিশেষ করে ইসলামি সমাজে নারী পুরুষের স্ব স্ব ভূমিকা রয়েছে। এ জন্যে ইসলাম নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও তার দায়িত্ব পালনের প্রতি সেভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যেভাবে পুরুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও দায়-দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নারীদের কোলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম লালিত হয়। একটি জাতির উন্নতি ও অবনতিতে নারীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যেভাবে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) নারীদের প্রাপ্য অধিকার এবং তাদের দায়-দায়িত্ব পালনের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষার আলোকে যেভাবে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে নিজেদের পরিবারে সন্তানসন্ততিকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা অনুসারে তরবিয়ত দেয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নারীরা যদি নিজেদের সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করে তবে আহমদীদের মাঝেও ক্রমাগতভাবে সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। এর প্রভাব কেবল জামা'তের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর প্রভাব ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরেও প্রকাশিত হবে। আর এর প্রভাব জামা'তের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজেও পড়বে। অলিতে গলিতে, শহরে বন্দরে ও দেশে দেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। সেই বিপ্লব, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার যে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই শিক্ষাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে, বিশ্বের বুকে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করতে এবং সমগ্র বিশ্বকে যতদ্রুত সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একতাবদ্ধ করতে আমরা তখনই সফল হব যখন আহমদী নারীরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন, নিজেদের মর্যাদা উপলব্ধি করবেন এবং নিজেদের আবশ্যিক দায়িত্বাবলী বুঝে সে অনুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করবেন।" *(হল্যান্ড-এ সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ জুন ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুলাই ২০০৫)*

অনুরূপভাবে জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদেরকে সম্বোধন করে হুযূর (আই.) বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তির যেসব ধাপ বা সোপান রয়েছে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, খোদা ভীতি এবং তাঁর দরবারে সমর্পনের চেতনা হৃদয়ে গ্রথিত করে এগুলোর প্রতিটির অনুসরণ আবশ্যক, প্রতিটি আদেশ পালন করা আবশ্যক তবেই সফলকাম হবে এবং জান্নাতের উত্তরাধিকারীও হবে। সেই আদেশগুলোর (গতকাল আমি গুণে গুণে বলেছিলাম) প্রথমটি হল, নিজের নামাযগুলো খোদাভীতির সাথে এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে আদায় কর। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হলে– এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে যাচনা কর যে, তিনি আমার সামনে আছেন। নিজের জন্য, নিজের স্বামীর জন্য এবং নিজের সন্তানদের জন্যও প্রার্থনা করুন যে, হে আমার আল্লাহ্! তুমিই আমাদেরকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে থাক। তুমি আমাদেরকে সামর্থ্য দাও যাতে আমরা তোমার ইবাদত করতে পারি।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও স্বামীকে এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। নামায সম্বন্ধে উপদেশ হল, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হতে হলে বিনয়ের সাথে উপস্থিত হতে হবে। এই বিনয় তখনই সৃষ্টি হবে যখন এই অনুভূতি জন্ম নিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র দরবারে আছি। আল্লাহ্ তা'লার সামনে উপস্থিত আছি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (নামাযে) এই অনুভূতি যদি না থাকে যে, আমি খোদাকে দেখছি তাহলে ন্যূনতম এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। বিভিন্ন ধরণের বৃথাকর্ম ও অনর্থক বিষয়াদি এড়িয়ে চললেই বিনয় সৃষ্টি হবে এবং ইবাদতেও মন বসবে। এর জন্য চেষ্টা করুন এবং নামাযে দোয়া করুন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও স্বামীকে এগুলো থেকে রক্ষা কর, এসব বৃথাকর্ম হতে বাঁচাও।"

এসব বৃথাকর্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) আরও বলেন–

"বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে একত্রে বসে খোশগল্প করা, বাজে কথাবার্তা বলার অভ্যাস বেশি থাকে; এ অভ্যাস পুরুষদেরও আছে। সর্বাবস্থায় এ থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন অমুকের কাপড় এমন, অমুকের বাড়িঘর এমন, অমুকের ছেলেমেয়ের মাঝে মন্দ এসব অভ্যাস আছে, অমুক দম্পতির সম্পর্ক এমন। এসবই বৃথা কথাবার্তা ও অনর্থক বিষয়। আসলেই যদি (বদ অভ্যাস) থাকে তাহলে আপনাদের কাজ হল দোয়া করা। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলুন, তারাও আমাদের ভাই, তারাও আমাদের বোন, আল্লাহ্ তাদের মঙ্গল করুন, তাদের মাঝে যদি এই এই মন্দ বিষয় থাকে তাহলে তা দূরীভূত হোক। আর তাদের মাঝে যদি এমন কিছু না থাকে আর আপনারা কেবল উপভোগ করার জন্য এসব কথা বলে থাকেন তবে এটি পাপ। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে অথবা যে মর্যাদায় তাকে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে তার দাবি হলো, প্রত্যেক নারী, বিশেষ করে প্রত্যেক আহমদী নারীর এসব বৃথাকর্ম ও পাপ হতে বিরত থাকা।" *(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ অগাষ্ট ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)... (চলবে)*

(আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্, পৃ. ২৮-৩০)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন” (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

▪ গত ০৬/১০/২০২০ কাউছার জামাল (প্রমা) পিতা: মৃত জামাল মিয়াজী, ৫৫৪/বি, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ নিয়ামুল হাসান (পিয়াস), পিতা: মোহাম্মদ ছারোয়ার মোরশেদ, শাহ্‌বাগ, ঢাকা-এর বিবাহ ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৪

▪ গত ২৪/০৯/২০২০ মোসাম্মৎ সুইটি আকতার, পিতা: মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী, গৌরিপুর, ওয়ার্ড নং–৯, পো: দৌলতপুর, জেলা: ঠাকুরগাঁও-এর সাথে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, পিতা: মোহাম্মদ আবুল হোসেন মোড়ল, গ্রাম+পো: নগরবাটা তা'লা, জেলা: সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৫

▪ গত ০৭/১২/২০২০ মোসাম্মৎ মুন্নি আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ মজনু মিয়া, গ্রাম: কড়বাড়ী, পো: ছোনটিয়া বাজার, থানা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মাহবুর, পিতা: আব্দুস সালাম, মধ্য ধান ধড়া-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৬

▪ গত ০৬/০৮/২০২০ তুলি আক্তার, পিতা: আবুল কাশেম, চানতারা, টাংগাইল-এর সাথে মোহাম্মদ সৈয়দ আলী, মোহাম্মদ মামুন ইসলাম, গ্রাম: পূর্ব চড়াইখোলা, চৌধুরী পাড়া, পো: বটতলা, নীফামারী সদর-এর বিবাহ ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৭

▪ গত ১৫/০৬/২০২০ মর্জিনা আকতার, পিতা: জনাব মানসুর আলী, গড়দিঘী আদর্শ গ্রাম, শালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়-এর সাথে রিপন আলী, পিতা: হামিদুর রহমান, শালসিড়ী, ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,০৩,০০০/- (এক লক্ষ তিন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৮

▪ গত ১৪/০৮/২০২০ মোসাম্মৎ সানজিদা তাসলিম (শ্রাবনী), পিতা: মোহাম্মদ হেলাল বিন হক, শালশিড়ী, বোদা, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম, পিতা: মোহাম্মদ মফিজ উদ্দীন, ভাতগাঁও, সুন্দরপুর, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৯

▪ গত ১০/১০/২০২০ তানিয়া, পিতা: খুরশেদ আলম, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে জনাব রাজু আহমদ, পিতা: মজিবর রহমান, ধোকেরকুল, ধনবাড়ী, টাংগাইল-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭০০

▪ গত ২২/০৯/২০২০ ফারজানা হক রিনি, পিতা: মহাম্মদ মুমিনুল হক শালশিড়ী, ফুলতলা-এর সাথে ফালাহ উদ্দিন ওয়াফি, পিতা: নাঈম তাফ্‌ভিস ৪নং বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭০১

▪ গত ২৫/০৯/২০২০ আলপনা আক্তার, পিতা: মহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, গোয়ালগাঁও পশ্চিম, পো: থানাটিয়াপাড়া, বাটাজুর, থানা বকসীগঞ্জ, জেলা: জামালপুর-এর সাথে আজহারুল ইসলাম, পিতা: খোদাদাদ আরিফ আহমদ, মধ্যভাটি পাড়া, ত্রিশাল-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭০২

▪ গত ৩০/০৮/২০২০ মমতা খাতুন, পিতা: সিদ্দিকুর রহমান, চানতারা, ঘাটাইল, টাংগাইল-এর সাথে বশির আহম্মেদ, পিতা: মৃত মোহাম্মদ ইউনুস আলী মন্ডল, হাজরা, নাটোর-এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৭০৩

কবিতা

ধন্য জীবন

নাসের আহমদ আনসারী

আল্লাহ্ মোদের থাকলে কাছে
শয়তান রইবে দূরে,
অন্ধকারেও দেখব পথ
প্রভুর ঐশী নূরে।

চলবো যখন সত্য পথে
আসবে শত বাঁধা,
আল্লাহ্ তা'লা থাকলে সাথে
রুখবে মোদের কেবা?

শয়তান যখন হৃদয় মাঝে
দিবে কুমন্ত্রণা,
বাঁচার তরে প্রভুর কাছে
চাইবো তখন পানাহ্।

আল্লাহ্ যদি থাকে সহায়
পাবো না দুঃখের ছোঁয়া
হৃদয় মাঝে বইবে মোদের
প্রভুর প্রেমের হাওয়া।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিশ্বজগত
তনু, দেহ-মন;
প্রভুর পথে চলবো সদা
করবো এই পণ।

আসবে যখন প্রভুর সনে
মিলনেরই দিন
মোদের বরণ করতে তখন
বাঁজবে ঐশী বীণ।

ফিরিশতারা বলবে সালাম
জান্নাতের দরজা যাবে খুলি
ধন্য সে দিন মোদের জীবন
প্রভু হবেন ওলী ॥

*****

সংবাদ

কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর হালকায় মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ২২/১১/২০২০ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর হালকায় মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে সরকারী নিয়ম মেনে ঘরোয়াভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জনাব আবু বক্কর সাহেবের আঙ্গিনায় বাদ মাগরিব অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। মহতি এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল আযীয, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, বাহাদুরপুর হালকা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিতত্র কুরআন থেকে তিলওয়াত করেন জনাব ইয়াসিন আরাফাত, নযম পাঠ করেন জনাব রাব্বি ইসলাম রবিন। মহানবী (সা.)-এর জীবনের দিক নিয়ে সভাপতি জনাব আব্দুল আযীয তার বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব নুরুল ইসলাম ফারুক। এরপর একটি না'ত পাঠ করে শোনান জনাব রাফি রহমান। সর্বশেষ বক্তব্য রাখা হয় মানবতার দূত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিষয়ে স্থানীয় মুরব্বি শোয়েব আহমেদ খন্দকার। অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও তবলীগি সেমিনার আয়োজন করা হয়, জেরে তবলীগ হিসেবে আগত মেহমানদের সামনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচয় তুলে ধরা হয়। তারপর আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়, পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মহতি সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা সমাপ্ত হয়। এতে প্রায় ১৬ জন মেহমানসহ প্রায় ৪৫ জন আহমদী অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

***মওলানা শোয়েব আহমদ খন্দকার মুকুট**, মুরব্বি সিলসিলাহ, কুষ্টিয়া*

নাটাই জামা'তের উদ্যোগে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/১১/২০২০ ইং তারিখ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট হতে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাটাই-এর উদ্যোগে এক বিশেষ তরবিয়তী সভার আয়োজন করা হয়। সর্ব প্রথমে তরবিয়তী সভায় পবিত্রকুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব বশির আহমদ এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন সানাউল করিম বাবু। উক্ত সভায় খেলাফতের মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সাব্বির আহমদ মুত্তাকি (মুরব্বি সিলসিলাহ্)। নেযামের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা, বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলনা নওশাদ আহমদ, আঞ্চলিক মুরব্বি সিলসিলাহ্। এরপর মরহুম মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ সিকদার সাহেবের মৃত্যুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাটাই-এর পক্ষ থেকে একটি শোক প্রস্তাব পেশ করা হয়। শোক প্রস্তাবটি পাঠ করেন জনাব মন্তাজ উদ্দিন আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, নাটাই। উক্ত শোক প্রস্তাবটির কপি মরহুম মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্ শিকদার সাহেবের ছোট ছেলে জনাব শিকদার মোহাম্মদ নূর আলম (বাবু)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন এস এম নঈম উল্লাহ্। উক্ত তরবিয়তী সভায় স্বাগত সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন এস এম ইব্রাহিম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা। তারপর অনুষ্ঠানের সভাপতি হাশেম উল্লাহ্ শিকদার সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই তরবিয়তী সভায় সদস্য ও সদস্যা মিলিয়ে মোট ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

***হাশেম উল্লাহ্ শিকদার**, প্রেসিডেন্ট, নাটাই*

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

ঢাকা-র শতবার্ষিকী বিশেষ ভার্চুয়াল জলসা, ২০২০ বিভিন্ন স্থান থেকে অংশগ্রহণকারীদের খণ্ডচিত্র

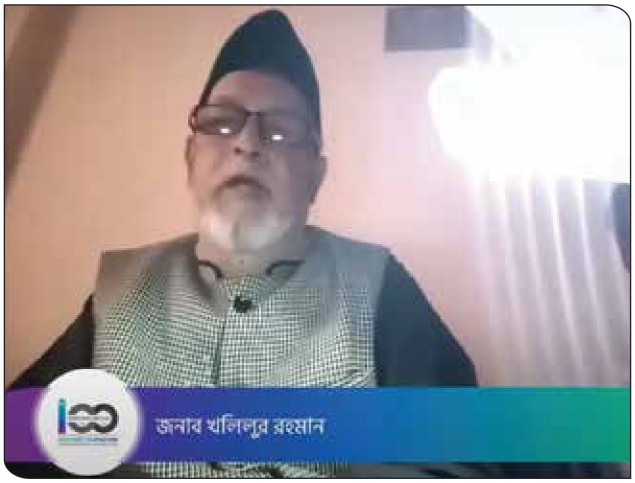
জনাব খলিলুর রহমান

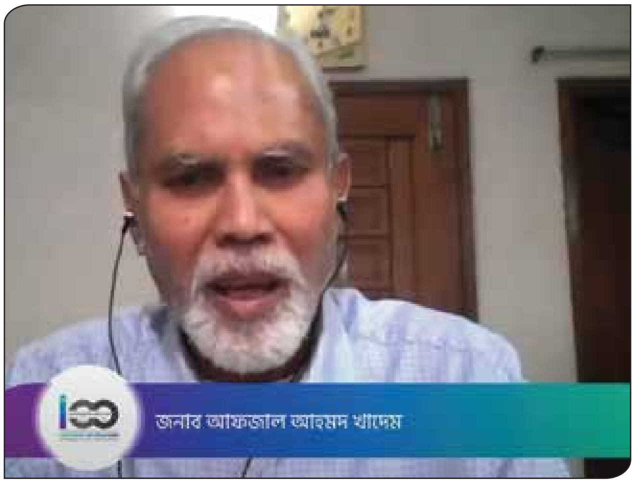
জনাব আফজাল আহমদ খাদেম

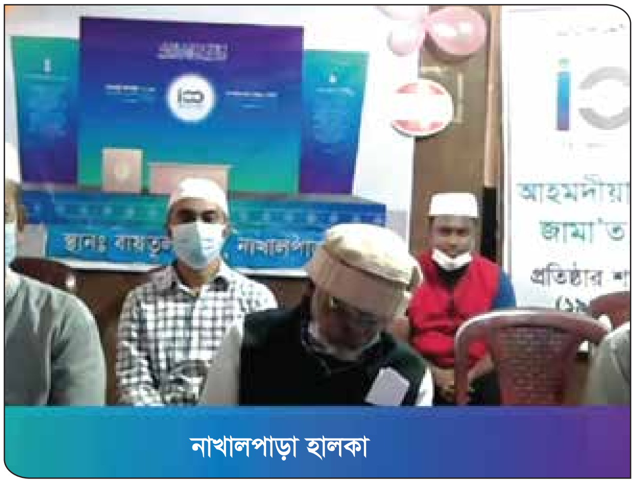

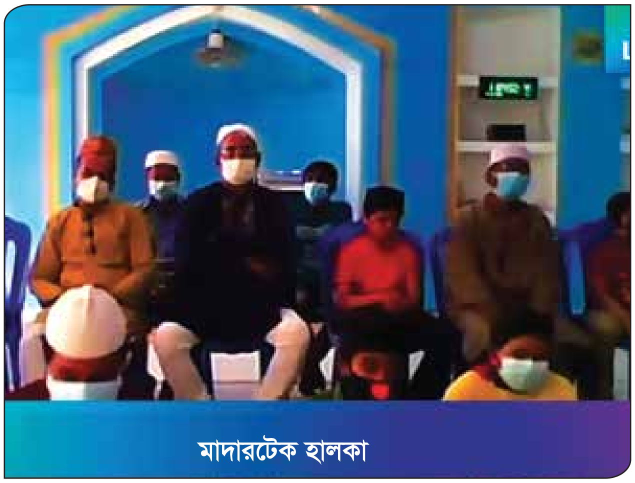

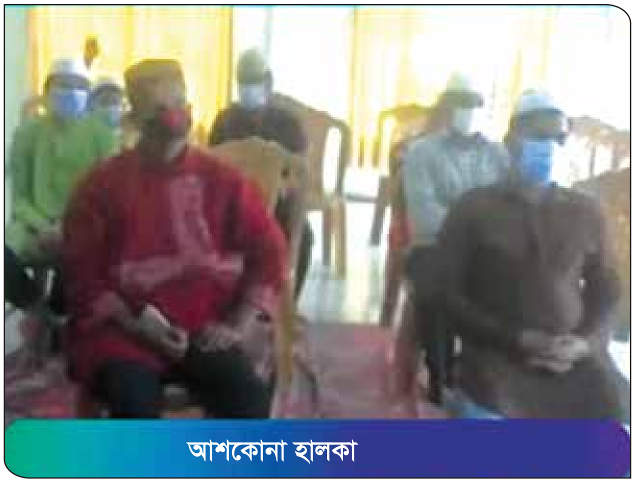

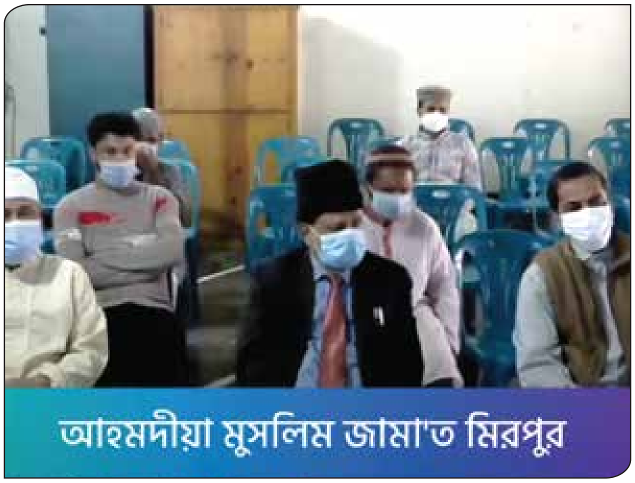
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর

New Vol. No. 83 | 11th Issue
The Ahmadi Fortnightly
Since 1922
15th December, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

MTA INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

Hakim Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)

OUR SERVICES:

Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:

f /hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming 🐦 /hakimwatertechnology

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Hbibullah**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)